বিনামূল্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র
সাগরতীর্থে
মুখোমুখি
দুই মন্ত্রী

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

LEARNING ACADEMY
S.M. PALLY, MALDA
এখানে English ও Bengali Medium এর ছাত্র ছাত্রীদের যত্নসহকারে পড়ানো হয়।
ক্লাস Nursery to V পর্যন্ত
contact - 9635752829

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২৫ পৌষ – ২ মাঘ, ১৪২৬ ঃ ১১ জানুয়ারি – ১৭ জানুয়ারি, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 13, 11 January - 17 January, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: বেআইনি বাজি বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো উত্তর ২৪

পরগনার নৈহাটি থানার অন্তর্গত মামুফপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবক গ্রাম। ভয়ংকর এই বিস্ফোরণের তীব্রতায় মৃত্যু হল এক মহিলাসহ পাঁচজনের। অকুস্থল পরিদর্শন করে বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং এই বিস্ফোরণকে খাগড়াগড়-২ বলে অভিযোগ করেছেন।

রবিবার : নারী শক্তির ওপর জোর দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ।

সম্প্রতি কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে সংযোজিত হল কমব্যাট প্রশিক্ষিত মহিলাদের বিশেষ বাহিনী ওয়ারিয়র্স। ২০০ জন মহিলা পুলিশের মধ্যে থেকে ৩০ জনকে বাছাই করে শুরু হয়েছে দু মাসের কঠোর প্রশিক্ষণ। বিশেষ ইউনিফর্মও দেওয়া হবে এই বাহিনীর সদস্যদের।

সোমবার : রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতী হামলায় রক্তাক্ত হল

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। মাথা ফাটল ছাত্র সংসদ সভাপতি তথা এসএফআই নেত্রী ঐশী ঘোষের। অভিযোগের আঙুল এবিভিপির নেতৃত্বাধীন গৈরিক বাহিনীর দিকে। যদিও এবিভিপি ও বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার : ঘন্টা বেজে গেল দিল্লির বিধানসভা ভোটের। আগামী

৮ ফেব্রুয়ারি হবে নির্বাচন। ফলাফল ১১ ফেব্রুয়ারি। গত লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির সবকটি বিধানসভা অঞ্চলেই এগিয়ে ছিল বিজেপি। সিএএ পরবর্তী এই নির্বাচনে তারা কতটা হালে পানি পায়, আর কেজরিওয়ালের আপ কি করে সেটাই এখন দেখার।

বুধবার : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি বলেছেন, যে সব রাজ্য সিএএ নিয়ে আপত্তি করছে সেখানে

অনলাইনে এই প্রক্রিয়া চালু করা হবে। এর বিরুদ্ধাচারণ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, অনলাইনে যাই মিলুক, ভাত পাওয়া যায় না।

বৃহস্পতিবার : রাজ্যে অনেকটাই সফল বাম-কংগ্রেসের

ডাকা ধর্মঘট। দীর্ঘদিন পর বাম কর্মীদেরও বনধের সমর্থনে পথে নামতে দেখা গেল। যদিও বিজেপির বক্তব্য, শাসকের মদতেই বামেরা অক্সিজেন পেয়েছে।

শুক্রবার : ফের বিস্ফোরণে কেঁপে উঠলো উত্তর ২৪ পরগনার

নৈহাটি এবং গঙ্গার ওপারের হুগলি জেলায় অবস্থিত চুঁচুড়া। পরপর বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে সরব বিরোধীরা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

নেই সংস্কার শ্মশানযাত্রায় যমুনা

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : নদিয়া জেলার চাকদহ রেল স্টেশনের পূর্বদিকে খোজার হাট। এর দক্ষিণে প্রদ্যুম্ন হ্রদ। এই হ্রদের দক্ষিণে হুগলির ত্রিবেণী। এখান থেকেই যমুনা নদীর উৎপত্তি। এরপর যমুনা নদিয়ার বালিয়ান, চাঁদমারি, মদনপুর, চন্ডিরামপুর, বিরহী, হরিণঘাটা, সুবর্ণপুর, মোল্লাবেনিয়া হয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার গোপালনগর, চৌবেড়িয়া অতিক্রম করে গাইঘাটায় প্রবেশ করেছে। গাইঘাটার খোঁজা, জলেশ্বর, ইছাপুর, নাইগাছি, মল্লিকপুর, বেলেনি, গৈপুর, গোরবডাঙা, গয়েশপুর হয়ে স্বরূপনগরের চারঘাটের মোল্লাডাঙার বিপরীতে টিপিতে এসে যমুনা নদী ইছামতী নদীতে মিশেছে। এই মিলিত ধারাটি পরে কালিন্দী, রায়মঙ্গল, হাড়িয়াভাঙরা হয়ে বঙ্গোপাসাগরে মিশেছে। নদিয়া ও উত্তর চব্বিশ পরগনা মিলিয়ে যমুনা নদীর অববাহিকা বা দৈর্ঘ্য

প্রায় ৬১ কিলোমিটার। মধ্যযুগে এতদঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ নদী ছিল যমুনা। ইংরেজ আমলে কাঁচরাপাড়ার কাছে বাঘের খাল দিয়ে হুগলি নদীর জল যমুনায় ঢোকানোর চেষ্টা হয়েছিল। যমুনার উৎসমুখে প্রবাহ টিকিয়ে রাখার জন্যে শেষ উদ্যোগ বেশিদিন বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। বাঘের খালের মুখে হুগলি নদীতে তৈরি স্লুইস গেট দিয়ে যমুনায় সারা বছর কোনও জল না পাওয়ায় নিম্ন অববাহিকায় বর্ষাকাল ভিন্ন যমুনা ক্রমশ তার নাব্যতা হারিয়েছে।

যমুনা নদীর এহেন দুর্দশারী কারণ হিসেবে বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও আঞ্চলিক গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলায় ১২৭৪ সালে ১২ কার্তিক বা ইংরাজির ১৮৬৭ সালের ১ নভেম্বর এতদঞ্চলে ভয়ানক ঝড় হয়। এতে এক রাতে সুন্দরবনে প্রায় ১২ ফুট পর্যন্ত নদী জল বেড়ে যায়। পরদিন যমুনার স্রোতে ভীষণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বালি জমে যমুনার গতি মন্দা হয়ে যায়। কালিন্দীর জোয়ার যমুনায় প্রবেশ করে তাকে দোটানা করে দেয়। ফলে অল্পদিনের মধ্যে যমুনার উৎস এবং মোহনা দুটি মুখই বন্ধ হয়ে যায়। এবং বর্তমানে সম্পূর্ণ মৃতপ্রায় হয়ে গেছে যমুনা নদী।' তিনি আরও বলেন, 'এই যমুনার বুকে একদিন মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে রাজা প্রতাপাদিত্যের রণতরী সুসজ্জিত ছিল। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে মোগল সৈন্যবাহিনী গিয়াস খানের নেতৃত্বে যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করে। বাদুড়িয়া নিবাসী মনসামঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৯৪৫ সালে লিখেছিলেন, 'গঙ্গা আর সরস্বতী/যমুনা বিশাল অতি।' আবার ধোয়ী'র 'পবন দূত' কাব্যগ্রন্থেও যমুনা নদীর উল্লেখ আছে।'

এরপর পাঁচের পাতায়

প্রশাসনের দৃঢ় আশ্বাস পলির সমস্যা হবে না

মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় গঙ্গাসাগর

কুনাল মালিক, গঙ্গাসাগর : গত মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী গঙ্গাসাগরে এসে বলেছেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গন্তব্য স্থান হিসাবে গঙ্গাসাগরকে গড়ে তোলা হবে। কুম্ভ মেলার চেয়েও গঙ্গাসাগর মেলা বৃহৎ এবং আধ্যাত্মিক দিক দিয়েও শ্রেষ্ঠ , কুম্ভমেলা পারলে গঙ্গাসাগর মেলা পিছিয়ে থাকবে কেন? এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তিনিই সরকারি ভাবে মুড়ি গঙ্গার ওপর লোহার ব্রিজ করে দেবেন।

প্রসঙ্গত এবারের গঙ্গাসাগর মেলায় অনেকগুলো টার্গেট নিয়ে জেলা ও রাজ্য প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে কাজ করছে। প্রথমতঃ গঙ্গাসাগর মেলাকে সম্পূর্ণভাবে প্লাস্টিক মুক্ত ও পরিবেশবান্ধব মেলা হিসাবে তুলে ধরার জন্য নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাগরদ্বীপকে প্লাস্টিক মুক্ত করার এবং সৌন্দর্যায়নের

১০ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে গঙ্গাসাগরে মেলা অফিসের উদ্বোধন দিয়ে শুরু হল মেলা। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, বিধায়ক বঙ্কিম হাজরা সহ বিভিন্ন দফতরের আধিকারিকরাও।

ক্ষেত্রে গঙ্গাসাগর বকখালী ডেভেলপমেন্ট অথরিটি খুব ভালো কাজ করছে। সাগরের বিধায়ক তথা জি বি ডি এ'র চেয়ারম্যান বঙ্কিম হাজরা জানালেন, এবারে কোনওভাবেই প্লাস্টিক ব্যবহার করা যাবে না। ইতিমধ্যেই পর্ষদ প্রায় ২২ লক্ষ কাগজের ব্যাগ তৈরি করে তীর্থযাত্রীদের বিলি করছে। শালপাতার থালা বাটি মজুত রাখা হয়েছে। এখন পরিবেশ বান্ধব মেলার লক্ষ কত শতাংশ পূরণ হয় সেটাই দেখার। দ্বিতীয়ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক ডঃ পি উলগানাথন মেলাকে সব দিক দিয়ে সফল করার জন্য আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে নানা মোবাইল অ্যাপস, ওয়েব সাইট চালু করেছেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

গড়াপেটার গ্যাড়াকলে বঙ্গ রাজনীতি

পার্থসারথি গুহ : একটা সময় কলকাতার গড়ের মাঠ আলোড়িত হত গড়াপেটা নিয়ে। শুধু ফার্স্ট ডিভিশন বলেই নয়, নিচের ডিভিশনেও এন্তার চলত গড়াপেটার গল্প। শত গোলের রেকর্ড পর্যন্ত তৈরি হয়েছিল কলকাতা লিগের এসব ম্যাচগুলিতে। কলকাতায় পাল্লা দিয়ে চলত লোডশেডিং আর ফুটবল মাঠের গড়াপেটার গল্প। এই গড়াপেটা নাটকটা হালফিলে প্রকট হয়ে উঠছে রাজ্য রাজনীতিতে কেন্দ্র করে। এখানকার প্রত্যেকেটা রাজনৈতিক দলই এখন অদৃশ্য এক গড়াপেটার গন্ধ মেখে ঘোরাফেরা করছে। এ বলছে ও গড়াপেটা করছে, ওর অভিযোগ আবার এর দিকে। বাম জমানা থেকেই মোটের ওপর এই অভিযোগ, পাল্টা-অভিযোগ চলছে। সেসময় কংগ্রেসকে

সিপিএমের বি-টিম বলে দাবি করতেন তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই অভিযোগ যে খুব মিথ্যে নয় তা হয়তো এখন বেশ বুঝছেন সাধারণ মানুষ। ২০১৬ তেই কং-সিপিএম জোটকে কেন্দ্র করে এই এ টিম-বি টিমের মিশেল সামনে আসে। মাঝখানে সাময়িক ঝগড়াঝাটির পর সেই প্রেম আরও গাঢ় হয়েছে। কংগ্রেস ও সিপিএমের হাতে গরমে যৌথ মঞ্চ ভাগ করে নেওয়া সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে বারবার। বাম জমানার এ টিম, বি টিমের বিন্যাস এখন অনেকটাই বদলে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষ সরকারের আমলে। ছবিটা এখন দৃশ্যতই অন্যরকম। এই মুহূর্তে কং আর সিপিএম এর নৈকট্য নিয়ে অভিযোগ তোলার জো নেই। কারণ, উভয়পক্ষই বুঝিয়ে দিয়েছে তারা এক এবং অভিন্ন। ঘটনা হল এখন শাসক তৃণমূল ও তার যুযুধান প্রতিপক্ষ বিজেপির বিরুদ্ধে গটআপ গেম খেলার অভিযোগ তুলছে বাম-কং নেতৃত্ব। তাঁদের সাফ কথা, কেন্দ্রের শাসক দল ও রাজ্যের ক্ষমতাসীন দল একে অপরের পরিপূরক।

এরপর পাঁচের পাতায়

জলধ্বংস : নগর-মহানগর তথা রাজ্যের কোথাও জলাশয় বোজানোর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তিকে উপেক্ষা করে মহেশতলার বাটানগরের (ক্যালকাটা রিভার সাইট) প্রবেশ পথে বাটা ব্রিজের পূর্বে সুবৃহদায়তন জলাশয়ের একটি বড়ো অংশকে বুজিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের ফুসফুসকে ধ্বংস করে বাংলা তথা ভারতের স্বনামধন্য এক ব্যক্তির নামে ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে। মহেশতলার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের জোরালো অভিযোগ। -নিজস্ব চিত্র

'কৃষ্ণা গ্লাস' এখন ডেঙ্গুর আঁতুরঘর-দুষ্কর্মের আখড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : যাদবপুরের ১০২ নম্বর ওয়ার্ডের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোডের ওপরই কৃষ্ণা গ্লাস কারখানাটি বহু দিন যাবৎ বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে ওঠা এই কারখানাটি একসময় যাদবপুরের অহংকার ছিল। রাজ্যের

যাদবপুরের গর্ব

বাম জামানার শেষ দিক থেকে বন্ধ হওয়া এই কারখানাটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। স্থানীয় পুর প্রতিনিধি রিঙ্কু নস্কর বলেন, পুরসংস্থার বিল্ডিং দফতর থেকে কারখানার বিল্ডিং-এ 'বিপজ্জনক বাড়ি'র নোটিশ লোটকে দেওয়া হয়েছে। এই কারখানার পাশেই আশ্রমের রামকৃষ্ণ কলোনির একটি বড়ো অংশের পুরবাসীর বসবাস। কারখানার দেওয়ালগুলির এমন অবস্থা, যে কোনও মুহূর্তে তা ভেঙে পড়তে পারে ওই কলোনির ওপর। কারখানার যন্ত্রাংশ সব চুরি হয়ে বিক্রি হয়েছে।

এখন ওই জায়গায় বড়ো বড়ো গাছ হয়ে রয়েছে। রাতে ঘুটঘুথে অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ। ফলে অসামাজিক দুষ্কর্ম তো চলছেই। বন্ধ কারখানা হওয়ায় ওখানে মশা-পোকা-মাকড়ের উপদ্রবটা এলাকার মানুষ নিত্য অনুভব করছে। ওখান থেকে 'এডিস ইজিপ্টাই মশা'র লার্ভাও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। পুর প্রতিনিধি রিঙ্কু বলেন, যতোদূর জানা যায়, জমিটি বর্তমানে রাজ্যের 'বড়ো শিল্প ও এন্টারপ্রাইজ' দফতরের অধীনে রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ দেখা যাচ্ছে না।

এরপর পাঁচের পাতায়

কন্যাশ্রীর যুগেও কমেনি ভ্রূণ হত্যা

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার : কন্যাশ্রী কিংবা রূপশ্রী প্রকল্পের বিজ্ঞাপনের ঢক্কা নিনাদ যখন গোটা রাজ্য জুড়ে এবং এর পাশাপাশি এর বিজ্ঞাপনী প্রচারে যখন মুখ ঢাকছে গোটা রাজ্য সহ কোচবিহার জেলার বিভিন্ন শহর। ঠিক এই সময় প্রদীপের নিচেই যেন অন্ধকার। খোদ সরকারি মেডিকেল কলেজ থেকেই উদ্ধার হল কন্যা সন্তানের ভ্রূণ। বৃহস্পতিবার এই ভ্রুন উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে। বিতর্কের মুখে জেলার এই মেডিকেল কলেজ। এদিন দুপুর ১টা নাগাদ কোচবিহারের এই সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অভ্যন্তরে পুরুষ মেডিকেল বিভাগের মেঝেতে এই ভ্রুণ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরবর্তীতে হাসপাতালের সাফাই কর্মীরা এসে ভ্রূণটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

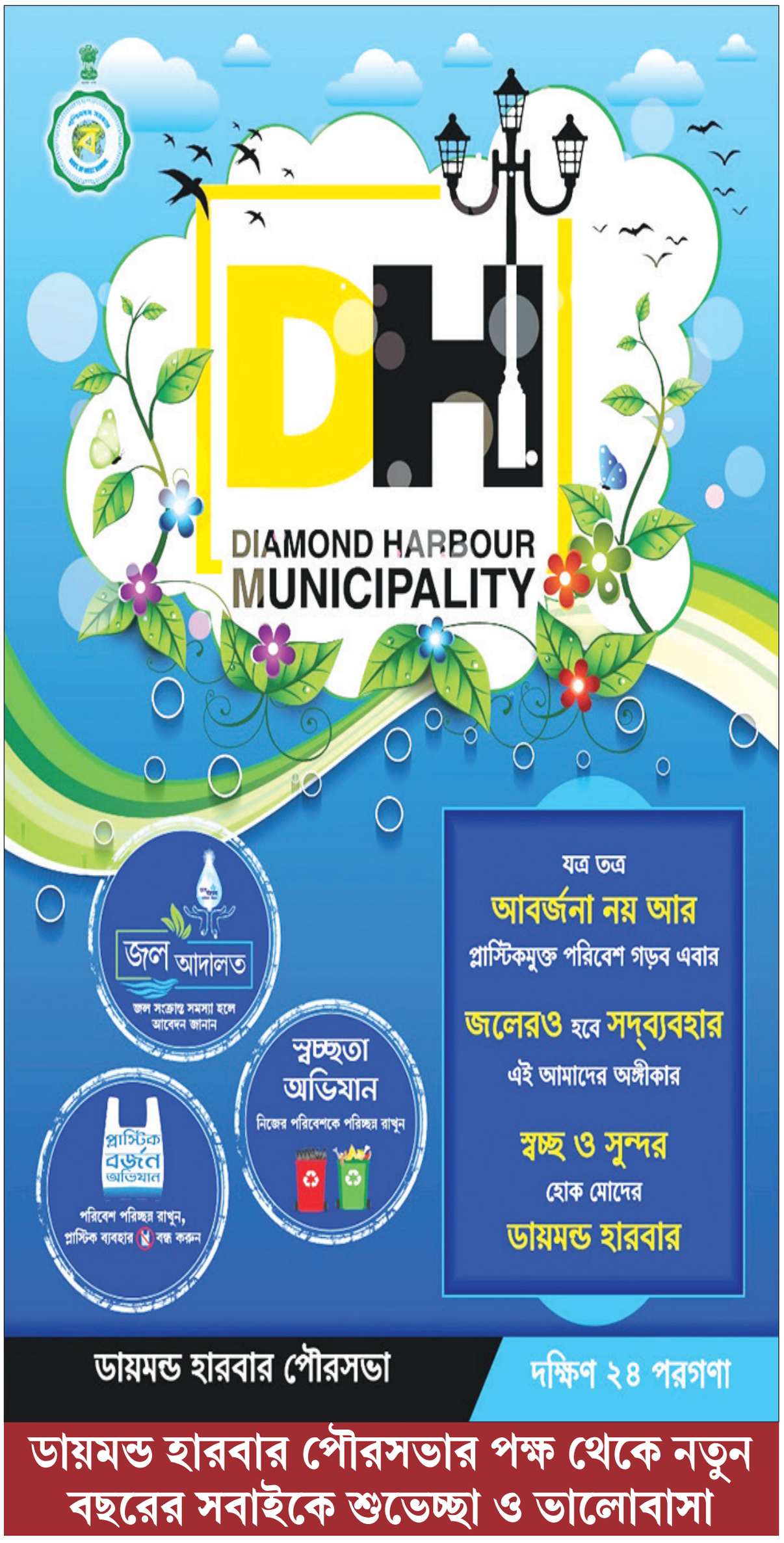

Alipur Barta: 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 13, 11 January - 17 January, 2020

সূচক বাড়লেও শেয়ার–মিডক্যাপে কাঁচকলা

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

যে কোনও সপ্তাহের শুরু ও শেষ আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো শেয়ার বাজারেও বিশাল প্রভাব ফেলে থাকে। এই ভারতীয় শেয়ার বাজারের কথাই বলা যাক না। গত সপ্তাহের প্রথম দিন যেভাবে ধে।য়েছিল নিফটি ও সেনসেক্স তাকে একটু ক্রিকেটিয় পরিভাষায় বলা চলে ওপেনিং জুড়ি ব্যর্থতা। আবার সেই অর্থবাজারই সপ্তাহের গোড়ায় ঝকঝকে দুটো দিন উপহার দিল। একে আবার গালভরা কথায় বলা যায় মিডল অর্ডারের সাফল্য। তবে এটাই কষ্টের মিডল অর্ডার কিছুতেই টিকে থাকতে পারল না। শুক্রবার ঝপাঝপ উইকেট পতন হল নিফটির বড়। পতনের হাত ধরে। তাও বছর শেষে মিডক্যাপের তেড়েফুঁড়ে বাড়াটাও কোনও অংশে কম নয়। উড়িয়ে দেওয়া যায় না কিছুতেই।

এখন দেখার এই সাফল্যের ছটা আরও কতটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কারণ, এরপর নিশ্চিতভাবে বাজারের মুখ ওপরের দিকে তুলে রাখতে মিডল অর্ডারের পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে টেল এন্ডারদের। তবে গিয়ে হয়তো আরও বড়। মুভ লক্ষ্য করা যাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে। এই মুহূর্তে ভারতীয় নিফটি যতক্ষণ ১২ হাজারের ওপর থাকছে ততক্ষণ অন্য কোনও কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কিন্তু ১২ হাজার ভেঙে নিফটি যদি ট্রেড করতে থাকে তবে সমূহ বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে।

শেয়ার বিশেষজ্ঞরা তাই লগ্নিকারীদের ট্রেডিংয়ে বেশি ঝুঁকি না নিতে পরিহাস করে বলছেন, এখনকার এই সন্ধিক্ষণে টি–২০ খেলতে যাবেন না মোটেই।

আপাতত ক্রিজে টিকে থাকলেই রান আসবে বলে অভিমত তাঁদের। বলাবাহুল্য, এই রান আসা বলতে শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে লগ্নিকারীদের সংযম বজায় রেখে বিনিয়োগে যেতে বলছেন তা পরিস্কার। রোজ রোজ পজিশন না রেখে ইন্টারডে কেনাবেচা সাঙ্গ করে হাত খালি রাখার সুপারিশও করছেন তাঁরা।

নিফটি ও সেনসেক্সের জন্য বেশ কিছু সীমা–পরিসীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন শেয়ার বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের বক্তব্য, ১২,৩০০র ওপর ক্লোজিংটা খুব জরুরি। এটা ভেঙে বন্ধ করলে টেকনিক্যালি অনেক খারাপ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সেটা হবে অবশ্য ধাপে ধাপে।

আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থবাজারের কিছু নেতিবাচক বার্তা আগামীতে প্রভাব ফেলতে পারে অর্থবাজারে। বিদেশি এই উথাল–পাতালের মাঝে পড়ে নড়ে যেতে পারে লগ্নিকারীদের আত্মবিশ্বাস। এসব হয়তো হবে ভোট পর্ব চূড়ান্ত হওয়ার পর। যা চিন্তায় রাখবে আগামী কিছুদিনের জন্য তো বটেই। শেয়ার বিশেষজ্ঞরা যে হিসেবটা কষছেন সেই অনুযায়ী ১০,৪০০–১২,৪০০ হল নিফটির বড়। লাইফলাইন। এই ২ হাজার পয়েন্টের খেলাটাই চলতে পারে এখন। এর মধ্যে নিফটি ১০ ৪০০ থেকে ১০,৩০০ র মধ্যে ভালো একটা সাপোর্ট খুঁজে নিতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের অনুমান। এই জায়গাটা ভেঙে গেলেই মুশকিল। সে জন্যই এতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এই ক্লোজিং। বুল বেয়ারের যে দ্বন্দ্বটা চলছে তারও একটা এসপার–ওসপার হওয়া বিশেষ জরুরি। এটা যে তেজি বাজার চলছে তা বোঝানো যেমন দরকার বুলদের জন্য, ঠিক তেমনই বেয়ারদের প্রমাণ করার তাগিদ হয়ে দাঁড়িয়েছে ইয়ে হ্যায় বেচুবাবু কা জমানা।

স্টেট ব্যাঙ্কে ৭৮৭০ জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট

কাজের খবর

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭,৮৭০ জন জুনিয়র অ্যাসোসিয়েট (কাস্টোমার সাপোর্ট অ্যান্ড সেলস) নেবে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। সারা দেশ জুড়ে নিয়োগ করা হবে বিভিন্ন সার্কেলে। মনে রাখবেন, প্রার্থী যে রাজ্যের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, সেই রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা লিখতে, পড়তে, বলতে ও বুঝতে হবে। তাই এখানে পশ্চিমবঙ্গ সহ হিন্দি ও ইংরেজিভাষী রাজ্যগুলি নিয়ে মোট ৪,১৬১টি শূন্যপদের পূর্ণাঙ্গ বিন্যাস দেওয়া হল। প্রথমে ৬ মাসের প্রবেশন। পশ্চিমবঙ্গে একাধিক পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CROD/CR/2019-20/20.

রাজ্য অনুসারে শূন্যপদ : পশ্চিমবঙ্গ (ভাষা–বাংলা) : শূন্যপদ ৬১২টি (সাধারণ ২৪৭, তফসিলি জাতি ১৪০, তফসিলি উপজাতি ৩০, ও বি সি ১৩৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৬১)। এর মধ্যে ৬টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৭টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৬১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২৭টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নিভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। অসম (ভাষা বাংলা) : শূন্যপদ ১৮২টি (সাধারণ ৮২, তফসিলি জাতি ১২, তফসিলি উপজাতি ২১, ও বি সি ৪৯, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৮)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণ ও চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি শূন্যপদ অন্যান্য প্রতিবন্ধীর জন্য, ১৮টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৮টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। ত্রিপুরা (ভাষা বাংলা) : শূন্যপদ ৩৪টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলের জন্য সংরক্ষিত। মধ্যপ্রদেশ (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ৫১০টি (সাধারণ ২০৫, তফসিলি জাতি ৭৬, তফসিলি উপজাতি ১০২, ও বি সি ৭৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৫১)। এর মধ্যে ৫টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণ, চলাচলে অক্ষম ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৫১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। ছত্তিশগড় (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ১৯০টি (সাধারণ ৭৮, তফসিলি জাতি ২২, তফসিলি ৬০, ও বি সি ১১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৯)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধীদর জন্য, ১টি শূন্যপদ অন্যান্য প্রতিবন্ধীর, ১৯টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৯টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীদের উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ (ভাষা হিন্দি ও ইংরেজি) : শূন্যপদ ২৬টি (সাধারণ ১৫, তফসিলি ছউপজাতি ২, ও বি সি ৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। সিকিম (ভাষা ইংরেজি) : শূন্যপদ ১২টি (সাধারণ ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধীর জন্য ও প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। জম্মু–কাশ্মীর (ভাষা–হিন্দি) : শূন্যপদ ৫০টি (সাধারণ ২৩, তফসিলি জাতি ৪, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ১৩, আর্থিক ভাবে অনগ্রসর ৫)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য, ৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। হিমাচল প্রদেশ (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ১৮৫টি (সাধারণ ৭৭, তফসিলি জাতি ৪৬, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ৩৭, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৮)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণসংক্রান্ত ও চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি অন্যান্য প্রতিবন্ধীর জন্য, ১৮টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। চণ্ডীগড় (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ২৫টি (সাধারণ ১৩, তফসিলি জাতি ৪, ও বি সি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। পাঞ্জাব (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ১৫০টি (সাধারণ ৬১, তফসিলি জাতি ৪৩, ও বি সি ৩১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৫)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১৫টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। দিল্লি (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ১৪৩টি (সাধারণ ৬০, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ১০, ও বি সি ৩৮, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টি, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী, অন্যান্য প্রতিবন্ধীর জন্য, ২টি শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৬টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তরাখণ্ড (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ২৫০টি (সাধারণ ১৪১, তফসিলি জাতি ৪৫, তফসিলি উপজাতি ৭, ও বি সি ৩২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৫)। এর মধ্যে ৩টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ২টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২৫টি শূন্যপদ সমরকর্মীদের জন্য এবং ১১টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। হরিয়ানা (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ৯৭টি (সাধারণ ৪৫, তফসিলি জাতি ১৭, ও বি সি ২৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৯)। এর মধ্যে ২টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি করে শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৯টি শূন্যপদ সমরকর্মীদের জন্য এবং ৪টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত।

রাজস্থান (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ৫০০টি (সাধারণ ২০০, তফসিলি জাতি ৮৫, তফসিলি উপজাতি ৬৫, ও বি সি ৩২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৫)। এর মধ্যে ৫টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম ও শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য ৫০টি করে শূন্যপদ সমরকর্মীদের জন্য এবং ২২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। উত্তরপ্রদেশ (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ৮৬৫টি (সাধারণ ৩৫৭, তফসিলি জাতি ১৮১, তফসিলি উপজাতি ৮, ও বি সি ২৩৩, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৮৬)। এর মধ্যে ৮টি করে শূন্যপদ শ্রবণসংক্রান্ত ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৯টি শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধীদের জন্য, ১০টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৮৬টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ৩৮টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। অরুণাচল প্রদেশ (ভাষা ইংরেজি) : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৫, তফসিলি উপজাতি ৪, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। মেঘালয় (ভাষা ইংরেজি) :

শন্যপদ ৩১টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি উপজাতি ১৩, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। মেঘালয় (ভাষা ইংরেজি) : শূন্যপদ ৩১টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি উপজাতি ১৩, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৩)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ চলাচলে অক্ষম প্রতিবন্ধী ও দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলের জন্য এবং ৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য সংরক্ষিত। নাগাল্যান্ড (ভাষা ইংরেজি) : শূন্যপদ ১৪টি (সাধারণ ৭, তফসিলি উপজাতি ৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। এর মধ্যে ১টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীর জন্য সংরক্ষিত। বিহার (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ২৩০টি (সাধারণ ১০৭, তফসিলি জাতি ৩৬, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি ৬২, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ২৩)। এর মধ্যে ২টি করে শ্রবণ সংক্রান্ত, শূন্যপদ চলাচলে ও অন্যান্য প্রতিবন্ধীদের জন্য, ৩টি শূন্যপদ দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীদের জন্য, ২৩টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ১০টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত। ঝাড়খণ্ড (ভাষা হিন্দি) : শূন্যপদ ৪৫টি (সাধারণ ২০, তফসিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ১১, ও বি সি ৫, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৪)। এর মধ্যে ১টি করে শূন্যপদ শ্রবণ ও দৃষ্টিসংক্রান্ত প্রতিবন্ধীর জন্য, ৪টি শূন্যপদ প্রাক্তন সমরকর্মীদের জন্য এবং ২টি শূন্যপদ দৈহিক প্রতিবন্ধী প্রাক্তন সমরকর্মী বা প্রাক্তন সমরকর্মীর উপর নির্ভরশীলদের জন্য সংরক্ষিত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক বা সমতুল ডিগ্রি। ইন্টিগ্রেটেড ডুয়াল ডিগ্রি সার্টিফিকেট থাকলেও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করা যাবে। ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীরাও আবেদনের যোগ্য। যে রাজ্যের শূন্যপদে দরখাস্ত করবেন, সংশ্লিষ্ট রাজ্যের আঞ্চলিক ভাষা লিখতে, বলতে ও পড়তে জানা চাই।

বয়স : ১–১–২০২০ তারিখে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ (তফসিলি হলে ১৫, ও বি সি হলে ১৩) বছরের ছাড় পাবেন। বিধবা, বিবাহবিচ্ছিন্ন বা আইনত স্বামী বিচ্ছিন্ন মহিলারা ফের বিয়ে না করে থাকলে বয়সে ৭ বছরের ছাড় পাবেন। প্রাক্তন সমরকর্মীরা নিয়মানুসারে বয়সের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ১১,৭৬৫–৩১,৪৫০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে দু'পর্যায়র লিখিত পরীক্ষা–প্রিলিমিনারি ও মেন। প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হবে ফেব্রুয়ারি মার্চ মাস নাগাদ। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল : বৃহত্তর কলকাতা, আসানসোল, দুর্গাপুর, হুগলি, কল্যাণী ও শিলিগুড়ি। প্রিলিমিনারি এক্সামিনেশনে থাকবে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ (৩০ নম্বর), নিউমেরিক্যাল এবিলিটি (৩৫ নম্বর) ও রিজনিং এবিলিটি (৩৫ নম্বর)। সময়সীমা ১ ঘন্টা। মেন এক্সামিনেশনে থাকবে জেনারেল/ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর), জেনারেল ইংলিশ (৪০ নম্বর), কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর), রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড (৬০ নম্বর)। সময়সীমা ২ ঘন্টা ৪০ মিনিট। উভয় ক্ষেত্রেই অবজেকটিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে। ভুল উত্তরের ক্ষেত্রে নেগেটিভ মার্কিং আছে। এছাড়া থাকবে ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট। যে আঞ্চলিক ভাষার শূন্যপদের পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্ত করবেন, সেই ভাষা মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়ে থাকলে, ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্ট দিতে হবে না।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে যে কোনও একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.sbi.co.in. http://bank.sbi অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ জানুয়ারি। প্রার্থীর চালু ই মেল আইডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (জে পি জি ফর্ম্যাটে ২০০ × ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) ও কালো কালির সই (জে পি জি ফর্ম্যাটে ১৪০ × ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাস ওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

ফি বাবদ ৭৫০ টাকা দিতে হবে। অনলাইনে ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমা দেওয়ার পর ই–রিসিপ্টের প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। তফসিলি, দৈহিক প্রতিবন্ধী ও প্রাক্তন সমরকর্মীদের ফি দিতে হবে না।

বিশদ জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। ফোন নম্বর : (০২২)২২৮২২০৪২৭ (যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যে ৬টার মধ্যে)।

রাজ্য সরকারে ১৯৮ ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন বিষয়ে ১৯৮ জন ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ করবে রাজ্য সরকার। টেকনিক্যাল এডুকেশন, ট্রেনিং অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট দফতরের অধীনস্থ ডিরেক্টোরেট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের সরকারি পলিটেকনিগুলিতে নিয়োগ করা হবে। প্রার্থী বাছাই করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ১/২০২০।

বিষয় অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : ফিজিক্স : শূন্যপদ ৩৭টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি এ ৩, ও বি সি বি ৩, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, খেলোয়াড় ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। কেমিস্ট্রি : শূন্যপদ ৩৭টি (সাধারণ ১৭, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি এ ৩, ও বি সি বি ৩, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, খেলোয়াড় ১, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১)। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং : শূন্যপদ ৩২টি (সাধারণ ১৪, তফসিলি জাতি ৮, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি এ ৩, ও বি সি বি ৩, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং : শূন্যপদ ৩৫টি (সাধারণ ১৬, তফসিলি জাতি ৭, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি এ ৩, ও বি সি বি ৩, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, খেলোয়াড় ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং : শূন্যপদ ২৬টি (সাধারণ ১১, তফজিলি জাতি ৫, তফসিলি উপজাতি ২, ও বি সি এ ৩, ও বি সি বি ২, সাধারণ প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি জাতি প্রাক্তন সমরকর্মী ১, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১)। মেটালর্জি : শূন্যপদ ৭টি (সাধারণ ৩, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি এ ১)। কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং : শূন্যপদ ৮টি (সাধারণ ৪, তফসিলি জাতি ২, তফসিলি উপজাতি ১, ও বি সি এ ১)।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.wbpsc.gov.in দরখাস্ত করা যাবে ১০ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত। অফলাইনেও আবেদন করা যাবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : প্রার্থী বাছাই প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিশদে জানতে দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১১ জানুয়ারি – ১৭ জানুয়ারি, ২০২০

মেষ : উচ্চ শিক্ষায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির বিষয়ে সময়টি অত্যন্ত শুভদায়ক। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। মানসিক সুন্দর চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটবে। ব্যবসায় সাফল্য ও অর্থ লাভ। ভ্ভ্রমণে অশুভ যোগ।

বৃষ : গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। নতুন বন্ধুলাভ হবে। মায়ের স্থানীয় স্ত্রীলোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসায় মিশ্র ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। আর্থিক শুভ। ভ্রমণ যোগ রয়েছে।

মিথুন : ঠান্ডা জনিত পীড়ায় কষ্ট। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভ হলেও বাধা থাকবে, ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে শত্রুতার যোগ রয়েছে, মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ।

কর্কট : আর্থিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আত্মীয়–স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে।

সিংহ : লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন। স্নেহ–প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। নিজের চেষ্টা এবং বুদ্ধির জোরে সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। রক্তের উচ্চচাপ জনিত রোগে কষ্ট পাবেন।

কন্যা : মানসিক চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাবে। যে কোন শুভকাজে অর্থব্যয়ের যোগ আছে। শিক্ষায় ভাল ফল পাবেন। মাতৃস্থানীয়ার সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ–ভূমি ও যানবাহন সম্পর্কে শুভফল পাবেন। কর্মলাভের যোগ রয়েছে। শত্রুদের থেকে দূরে থাকুন।

তুলা : মানসিক চঞ্চলতার জন্য লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন না। বন্ধুদের সঙ্গে সতর্কতার সঙ্গে মিশতে হবে। আয় উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে আশানুরূপ ফল লাভ করবেন।

বৃশ্চিক : আপনি আপনার কাজে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেবেন। মাতার পক্ষে সময়টি শুভদায়ক। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। এই সময়টি ভাগ্যের উন্নতির পক্ষে সহায়ক হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। আত্মীয় দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।

ধনু : যে কোন দায়িত্বমূলক কাজে আপনি সফলতা পাবেন। সন্তানের কৃতিত্বে আনন্দ পাবেন। ব্যবসা বাণিজ্যে ভাল ফল পাবেন না। আমাশয়ে ও শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণে বাধা রয়েছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে অগ্রসর হবেন না। নিজের শরীর–স্বাস্থ্য ভাল যাবে না। আর্থিক বিষয়ে মিশ্র ফল পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। বন্ধু দ্বারা অর্থ লাভের যোগ।

কুম্ভ : সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতি লাভের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হতে হবে। আর্থিক বিষয়ে মনের মত ফল পাবেন না। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। গুহ্যপীড়ায় কষ্ট পাবেন।

মীন : অর্থনৈতিক বিষয়ে সাফল্যের যোগ রয়েছে। শত্রুরা তৎপর হয়ে রয়েছে ক্ষতি করার জন্য। সাবধানে বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন। শিক্ষায় শুভ হবে। বিবাহের শুভ যোগ রয়েছে।

শব্দবার্তা ১৬২

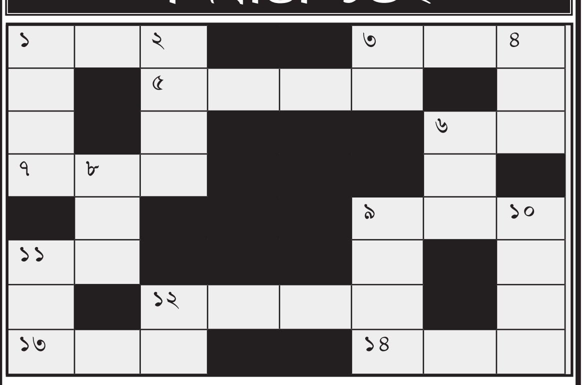

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। সৌহার্দ্য ৩। 'অশনি সংকেত'–এর নায়িকা ৫। প্রয়োজন ৬। দড়ি, গুচ্ছ ৭। আঘাত, চোট ৯। বনে উৎপন্ন ১১। উকিলসমাজ ১২। হার, তিরস্কার ১৩। জলযানের চালক ১৪। উদাহরণ।

উপর–নীচ

১। পদ্ম ২। অপবাদ ৩। এক রাতের নায়ক ৪। সুসজ্জিত চতুর্দোলা ৬। সন্তাপ ৮। সংবাদ, সন্দেশ ৯। ক্রিমি দমনকারী মিঠাই বিশেষ ১০। অর্থদন্ড, ফাইন ১১। ওজর ১২। এক প্রণালী।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৬১

পাশাপাশি : ১। কখন ৩। দহন ৪। নামজাদা ৫। ময়রা ৭। তরজা ৯। মশকরা ১১। কৌশল ১২। শম্বুক।

উপর–নীচ : ১। কবুলিয়ত ২। নমুনা ৩। দরদাম ৬। রাসয়নিক ৮। জামরুল ১০। রাবিশ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

প্লান্ট টিস্যু কালচারের কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্লান্ট টিস্যু কালচারের সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে উত্তর বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইফ লং লার্নিং অ্যান্ড এক্সটেনশন বিভাগ। কোর্সটি বটানি ও টি সায়েন্স বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে পড়ানো হবে। কোর্সের মেয়াদ তিন মাস। কোর্স শুরু হবে ১৭ জানুয়ারি থেকে। এই কোর্সের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : 168/R-2019.

আসন সংখ্যা : ১২টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক।

ক্লাস হবে শনি ও রবিবার। আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়া যাবে। ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা (তফসিলি এবং ও বি সিদের ক্ষেত্রে ৩০০ টাকা)। বি পি এল কার্ডধারীদের কোনও ফি লাগবে না।

সাদা কাগজে আবেদন করবেন। প্রয়োজনীয় নথিপত্র–সহ আবেদনপত্র ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : Prof. Arnab Sen, Course Coordinator, Department of Botany/Bio-Informatics, University of North Bengal, Raja Rammohunpur, P.O. - N. B. U., Dist - Darjeeling, West Bengal, Pin - 734013.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.nbu.ac.in প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরগুলিতে : ৯৪৩৪৩০৭৪৮৭, ৯৪৩৪১৪৩৫৭৪।

আতস কাঁচে

পথ–দুর্ঘটনায় মৃত গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : অটো–ইঞ্জিন ভ্যান সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃত গৃহবধূর নাম বেবি সরদার(২৮)।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার বিকালে জীবনতলা থানা এলাকার গোবিন্দপুর এলাকায়। সূত্রের খবর, এদিন বিকালে জীবনতলার এক আত্মীয়ের বাড়ি থেকে অটোয় চেপে বারুইপুর থানার বেলেগাছি গ্রামে ফিরছিলেন বেবি সরদার ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়স্বজনরা।এদিন বিকালে জীবনতলা থানার গোবিন্দ নগর এলাকার কাছে একটি ইঞ্জিন ভ্যানের সাথে অটোটির আচমকা সংঘর্ষ হলে,অটোটি রাস্তার পাশে উল্টে যায়। অটোর অন্যান যাত্রীরা সুরক্ষিত থাকলেও বেবি সরদার নামে ওই গৃহবধূর মারাত্মক আঘাত লাগে।গুরুতর জখম ওই গৃহবধূকে স্থানীয়রাই উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে নিয়ে যায়। সেখানে ওই গৃহবধূর অবস্থার অবনতি হলে নার্সিংহোমের চিকিৎসকরা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসার পর মৃত্যু হয় বেবির। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। আর এই ঘটনায় ওই গৃহবধুর বেলেগাছি গ্রামের বাড়িতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং :গোপন সুত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল বাসন্তী থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভোরে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার চড়াবিদ্যা গাজী পাড়া এলাকায়। পুলিশ বছর তেত্রিশ বয়সের আরিফ বিল্লা গাজী নামে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। ধৃত আরিফের কাছ থেকে ৩ টি লং ব্যারেল বন্দুক ও একটি ওয়ান সাটার বন্দুক উদ্ধার করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে গোপন সুত্রে খবর পেয়ে বাসন্তী থানার ওসি সৌমেন বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী বাসন্তী ব্লকের চড়াবিদ্যার গাজীপাড়া এলাকায় আরিফ বিল্লা গাজীর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে এই আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। কি কারণে এমন আগ্নেয়াস্ত্র জড়ো করছিল সে এবং আর কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত রয়েছে সে বিষয়ে ধৃত কে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার শ্বশুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : পুত্রবধুকে দিনের পর দিন ধর্ষণ করার অভিযোগে নির্যাতিতার শ্বশুরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার থানার মাতলা ২ গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায়। ধৃত শ্বশুরের নাম বিমল মন্ডল। অভিযোগ বিমল মন্ডল তার নিজের পুত্রবধুকে খুনের ভয় দেখিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে। এ বিষয়ে ওই নির্যাতিতা মহিলা তার শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামীর নামে ক্যানিং মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ক্যানিং মহিলা থানার ওসি মুনমুন চৌধুরীর নেতৃত্বে পুলিশ অভিযুক্তকে বৃহস্পতিবার গ্রেফতার করে। ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা হয়েছে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে প্রায় আট বছর আগে ক্যানিং থানার মাতলা ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়। তাদের চার বছরের একটি কন্যাসন্তান ছিল। পরে মারা যায়। সুখের সংসারে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায় তার নিজের শ্বশুর। নির্যাতিতার স্বামী পেশায় রঙের মিস্ত্রী যাদব মন্ডল ও যাদবের মা স্বরসতি মন্ডল প্রতিদিনই সকালে কলকাতায় কাজে বেরিয়ে যেতেন। দুপুর বেলায় বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে প্রায় প্রতিদিন জোর পুর্বক পুত্রবধু ফুলটুসি (অপরিবর্তিত নাম)কে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকী দিতো।

রাস্তা তৈরি করাকে কেন্দ্র করে ক্যানিংয়ে সংঘর্ষে আহত ৩

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি কংক্রিট ঢালাই রাস্তা তৈরি করাকে কেন্দ্র করে শাসকদলের গ্রামপঞ্চায়েত উপপ্রধান ও এলাকার দুষ্কৃতিদের সংঘর্ষ বাধে। ঘটনায় তিনজন গুরুতর জখম হয়েছেন। আহতরা সকলেই যুব তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর এলাকার দুষ্কৃতিদের দিকে। পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে এই হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ এলাকার যুব তৃণমূল নেতা তথা নিকারীঘাট গ্রামপঞ্চায়েত উপপ্রধান পাঁচুগোপাল সাঁফুইয়ের। আহতদের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চিকিৎসার জন্য।

ক্যানিং থানার নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বানীবাদা বেলেখালী গ্রামে তিন কোটি বিরানব্বই লক্ষ টাকার প্রায় সাড়ে তিন কিলোমিটার একটি কংক্রীট ঢালাই রাস্তা তৈরির কাজ চলছিল।রাস্তার কাজ টি বরাদ পেয়েছিল মহাপাত্র এন্টার প্রাইজ। সেখানে নিম্নমানের কাজ হচ্ছে এবং পাতলা টালাই দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের কথামতো পঞ্চায়েত উপপ্রধান পাঁচুগোপাল সাঁফই রাস্তার কাজ পরিদর্শনে যায় বুধবার বিকালে। সেখানে মহাপাত্র এন্টার প্রাইজের ম্যানেজার পাঁচুগোপাল বাবুকে বৃহস্পতিবার সকালে আসতে বলেন। কথা মতো বৃহস্পতিবার সকালে পাঁচুগোপাল বাবু রাস্তার কাজ সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে যায়। অভিযোগ সেই সময় মহাপাত্র এন্টার প্রাইজের ম্যানেজার ও এলাকার বেশ কিছু দুষ্কৃতী লাঠি, রড নিয়ে পাঁচুগোপালের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ব্যাপক মারধোর করে। পাঁচুগোপাল কে মারধোরের হাত থেকে উদ্ধার করতে ছুটে যান তাঁর ভাই বাদল সাঁফুই ও তার কাকা কেশব সাঁফুই। তাদের কে ও বেধড়ক মারধর করে হামলা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনায় তিনজন যুব তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার জন্য।

এই ঘটনায় ক্যানিং থানায় ১০ জনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন পঞ্চায়ত উপপ্রধান পাঁচুগোপাল সাঁফুই। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জলের তোড়ে ভাঙছে পাড় গঙ্গাসাগরের তীরবর্তী তটে। ছবি: অররুণ লোধ

সাব বিদ্যুৎ স্টেশনের কাজ চলছে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : আরও উন্নতর বিদ্যুত পরিষেবা দেবার লক্ষে জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকায় নতুন একটি সাব স্টেশন তৈরির কাজ চলছে। ঘটনায় প্রকাশ, এতদিন জয়নগর মজিলপুর পুরসভা সহ আশে পাশের এলাকায় বিদ্যুত সরবরাহের সাব স্টেশন ছিলো দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে। গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন বাড়ার সাথে সাথে পরিষেবায় কিছু ঘাটতি চলে আসছিল। লোডশেডিং ও

লো ভোল্টেজ বেড়ে যাচ্ছিল। তাই বিদ্যুত দফতর থেকে পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে বিদ্যুত গ্রাহক সেবা অফিসের জায়গায় কয়েকমাস আগে এই ৩৩/১১ সাব স্টেশন তৈরির কাজে হাত দেয়। তাছাড়া উন্নতর বিদ্যুত পরিষেবার লক্ষে পুরসভা এলাকায় মাটির তলা দিয়ে কেবল ফেলার কাজ ও চলছে। জয়নগর বিদ্যুত পরিষেবা অফিস সূত্রে জানা গেল, খুব শীঘ্রই এই সাব স্টেশন টি চালু হয়ে যাবে। আর এটা চালু হলে পুরসভা এলাকায় আরও উন্নতর বিদ্যুত পরিষেবা পাবে পুরবাসীরা। জয়নগর মজিলপুর পুরসভার চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল বলেন, পুরসভা এলাকায় এটার খুব প্রয়োজন ছিলো।

কাটোয়ায় সকাল সকাল জনসংযোগে দিলীপ ঘোষ

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: দলীয় কর্মীদের মনোভাবটা বেশ ভালোই বোঝেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সেই বুঝে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে হরেক কৌশলের প্রয়োগ ঘটিয়ে বাজিমাত করতে সচেষ্ট থাকেন। কখনও চাঁচাছোলা গরম গরম বক্তৃতা, কখনও কাকভোরে গরম চায়ের ভাঁড় হাতে জনসংযোগ। এসবই দিলীপ ঘোষের কৌশল। আর তাঁর এই কৌশলেই ঝিমিয়ে পড়া, হতাশ বিজেপি নেতা, কর্মী, সমর্থকরা উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন বলে মনে করেন রাজনৈতিক সচেতন মহলের একাংশ। ৫ জানুয়ারি খোদ রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সহ সভাপতি বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের রাজত্ব কাটোয়ায়

কাটোয়ায় বিজেপির কর্মসূচিতে দিলীপ ঘোষ।

দলীয় কর্মসূচিতে এসে এমনতর একাধিক কৌশলেই বিজেপির স্থানীয় কর্মী–সমর্থকদের মাতিয়ে দিয়ে গেলেন মেদিনীপুরের সংসদ সদস্য দিলীপ ঘোষ।

এনআরসি, সিএএ'র সমর্থনে ৫ জানুয়ারি বিজেপির অভিনন্দন যাত্রা কর্মসূচি ছিল পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া শহরে। সেদিন বিকেলে আয়োজিত বর্ণাঢ্য মিছিলে দিলীপ ঘোষ দলনেতা অনুপম হাজরা, জেলা সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে হুডখোলা জিপে চড়ে দলীয় কর্মীদের অভিবাদন জানানোর পর শহরের স্টেশন বাজার চৌরাস্তায় সমাবেশে যোগ দেন। ওই সভায় দিলীপ ঘোষ তৃণমূল কংগ্রেস ও দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের পাশাপাশি কাটোয়ার পুরচেয়ারম্যান ও বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কটাক্ষের সুরে বক্তব্য রাখতে থাকলে হাজার হাজার দলীয় কর্মী–সমর্থক তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালিতে ফেটে পড়েন। পরে সন্ধ্যায় কাটোয়া শহর সন্নিহিত চর পানুহাট এলাকায় একটি মতুয়া মন্দিরে গিয়ে দিলীপ ঘোষ এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে মিলিত হন। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতা তথা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রিয় পাত্র দিলীপ ঘোষকে এভাবে হাতের নাগালে পেয়ে তাঁকে ঘিরে ধরে এলাকার অসংখ্য মানুষ নানাবিধ অভাব অভিযোগের কথাও জানান। তারপর দিলীপবাবু কাটোয়া শহরেই রাত্রিবাস করেন। পরদিন সূর্য ওঠার আগে কনকনে ঠান্ডার মধ্যেই কঠোর নিরাপত্তায় দলীয় নেতা– কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে জনসংযোগ শুরু করে দেন দিলীপ ঘোষ। তিনি কখনও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেছেন। কখনও ফুটপাতে বসে চা পান করেছেন, খবরের কাগজে চোখ বুলিয়েছেন। রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতাকে এভাবে সাতসকালেই দীর্ঘক্ষণ ধরে জনসংযোগে ব্যস্ত থাকতে দেখে এলাকার দলীয় নেতা–কর্মী–সমর্থকরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে বর্ষীয়ান নেতা বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিজের শহর কাটোয়ার বুকে দাঁড়িয়ে দিলীপ ঘোষ যেভাবে তাঁর একাধিক রাজনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে দলের নেতা–কর্মী–সমর্থকদের উজ্জীবিত করে গেলেন তা নিঃসন্দেহে একটা বার্তাবহ।

বিজেপির জেলা (সাং কাটোয়া) সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ বলেন, আসন্ন পুরসভা নির্বাচনে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করব। তারপর আমরা ২০২১ সালে এই জেলার প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসকে ধরাশায়ী করব। সেই লক্ষ্য নিয়েই বিজেপির কর্মীরা এই জেলায় লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

উত্তরের আঙিনায়

যুবতীকে ধর্ষণের চেষ্টা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: টোটো থেকে নামিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান নগর থানার অন্তর্গত শালবাড়ি এলাকায় ব্যাটারি চালিত ই রিক্সা থেকে এক যুবতীকে নামিয়ে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেপ্তার আপ্পু সিদ্ধিক। প্রধান নগর থানা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গতকাল সন্ধ্যায় একটি টোটো করে এক যুবতী মাল্লাগুড়ি এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল শাল বাড়ির দিকে। সেই সময় অন্ধকারের মধ্যে ওই যুবতীকে টোটো থেকে ট্রেনে রাস্তার পাশে একটি নয়ানজুলির কাছে নিয়ে যায় টোটো চালক এবং তার পোশাক ছিঁড়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা চালায়। যুবতীকে শ্লীলতাহানি করার পাশাপাশি ধস্তাধস্তিতে যুবতীর দেহের বিভিন্ন জায়গায় ক্ষতের সৃষ্টি হয় বলে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ।কোনওমতে ওই যুবকের হাত থেকে দৌড়ে নিজেকে বাঁচায় যুবতী। পথে এসে চিৎকার করায় অন্যান্য লোকজন জড়ো হয়। পথচলতি সাধারণ মানুষ এবং যানবাহন চালকরা এসে অভিযুক্ত টোটো চালককে বেধড়ক মারধর করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। গোটা ঘটনাটি নিয়ে প্রধান নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে যুবতী। প্রধান নগর থানার পুলিশ ধৃত অভিযুক্তকে সোমবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলে। এই ঘটনায় শিলিগুড়ি শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠল।

সোনার বিস্কুটসহ ধৃত ১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রায় এক কোটি টাকার অধিক বাজার মূল্যের সোনার বিস্কুটসহ এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করল শুল্ক দপ্তর।

সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধা সীমান্তে ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট এলাকায়। আটক এই ব্যক্তির নাম মহম্মদ মনির হোসেন।বাড়ি বাংলাদেশের পাবনা জেলার ফরিদপুরে।ধৃত ব্যক্তি চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে পাসপোর্ট নিয়েই ভারতে ঢুকেছিলেন। সেই সময় শুল্ক কর্তাদের সন্দেহ হয়,তৎক্ষণাৎ তল্লাশি চালিয়ে তার কাছ থেকে একাধিক সোনার বিস্কুট উদ্ধার করা হয়। উল্লেখ্য,যে বছর খানেক আগেও চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট থেকে কয়েক কোটি টাকার সোনার বিস্কুটসহ ভারতীয় এবং বাংলাদেশের নাগরিক ধরা পড়েছিল । আবারও , এই এলাকায় সোনা সহ এক ব্যক্তিকে আটক করলো শুল্ক দপ্তর। তবে শুল্ক দপ্তরের কর্তারা এ বিষয়ে কিছু মন্তব্য করতে চাননি।

ব্যবসায়ী অপহরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: ময়নাতদন্তে শিলিগুড়ি পুলিশ। ৫ কোটি টাকা মুক্তিপণ চেয়ে ফোন! শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার পাঞ্জাবি পাড়ার ভগত সিং সরণির ব্যবসায়ী তথা চার্টাড অ্যাকাউন্টেন্ট কিশান কুমার আগরওয়াল অপহৃত। মঙ্গলবার সকাল থেকে তিনি আচমকাই নিখোঁজ হন। তারপরে বাড়িতে অপহরণকারীদের ফোন আসে বলে দাবি পরিবারের । ওই ফোনেই জানানো হয় ৫ কোটি টাকা মুক্তিপণের বিষয়ে। বিষয়টি নিয়ে জানানো হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশকে । ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ । নিখোঁজ ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি যান তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভাপতি রঞ্জন সরকার। ব্যবসায়ীর বাড়িতে তদন্তের জন্য পৌঁছেছেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও।

ফিল্মি কায়দায় মহাবিদ্যালয়ে ভাঙচুর

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মুখ বন্ধ অবস্থায় ফিল্মি কায়দায় এসে গতকাল গভীর রাতে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ে ভাঙচুর চালাল একদল দুষ্কৃতী বলে অভিযোগ। খবর অনুযায়ী গতকাল গভীর রাতে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ, গার্লস কমন রুম ও শ্রেণিকক্ষে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। সোমবার এই বিষয়ে অধ্যক্ষকে পড়ুয়ারা অভিযোগ জানালেন। রবিবার গভীর রাতে ওই কলেজে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধ তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় ৩২টি প্লাস্টিকের চেয়ার, চারটি বাল্ব, কয়েকটি কাঠের বেঞ্চ ভাঙচুর করা হয়েছে।

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় ইউনিটের

সাধারণ সম্পাদক সমীর দাস অভিযোগ করেছেন, রবিবার রাত ২টা নাগাদ একদল দুষ্কৃতী কলেজের একটি ঘরের জানালা ভেঙে প্রবেশ করে এবং বেশ কিছু প্লাস্টিকের চেয়ার ভাঙচুর করে। তিনি আরো জানান, কলেজের সামনে টাঙানো তৃণমূল ছাত্র পরিষদের দলীয় পতাকা খুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তাঁরা বিষয়টি নিয়ে তুফানগঞ্জ থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং উপযুক্ত দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জন্য পুলিশের কাছে আবেদন রেখেছেন। পুলিশ সূত্রের খবর অনুযায়ী অভিযোগ পাওয়ার পর তারা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে দোষীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছেন।

গতকাল রাতে জহরলাল নেহেরু ইউনিভার্সিটি ঘটনার পর কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ঘটনায় স্বভাবতই আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে জেলার বিভিন্ন কলেজগুলিতে। একদিকে জেলা জুড়ে চলতে থাকা রাজনৈতিক অশান্তি এবং গতকাল রাত্রে এই ঘটনার ফলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসনের দিকে।

তৃণমূল নেতার বাড়িতে তাণ্ডবের অভিযোগ

ব্রজেশ্বর রায়, দিনহাটা : স্থানীয় তৃণমূল নেতার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও বাড়ি লক্ষ্য করে মুড়ি–মুড়কির মতো বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল দিনহাটা মহকুমার গোসানিমারি ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খালিশা গোসানিমারি গ্রামে।

স্থানীয় তৃণমূল নেতা সাবলু বর্মন এর অভিযোগ সোমবার রাতে একটি স্করপিও গাড়িতে চেপে এসে তার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় বিজেপি দুষ্কৃতীরা। তার লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়ে তারা। এই ঘটনায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন তিনি সহ তার পরিবারের অন্যান্য সদস্য সদস্যারা। বাড়ির ঘরের টিনের চাল ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার পাশাপাশি ঘরের বিভিন্ন আসবাবপত্র ভেঙে জিনিসপত্র তছনছ করে দেয় দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ করেন তিনি। এই ঘটনায় মঙ্গলবার সকালে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়।

যদিও কোচবিহার জেলা বিজেপির সভানেত্রী মালতির রাভা এই ঘটনা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং বলেন ৩০ ডিসেম্বর তারা যে জনসংযোগ যাত্রা করেছিলেন সেই যাত্রার পর তাদের বেশিরভাগ কর্মীর নামে পুলিশ–প্রশাসন মামলা দায়ের করেছে ফলে গ্রামাঞ্চলের বেশিরভাগ কর্মী এই মুহূর্তে বাড়ি ছাড়া রয়েছে। এমত অবস্থায় তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দলের হলে ঘটা ঘটনার অভিযোগ তারা বিজেপির উপর চাপাতে চাইছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দিনহাটা

দুই বন্ধুর রহস্য মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: দুজনের দেহ উদ্ধার হয় একই গাছ থেকে। একই দড়িতে ঝুলছিল দুই বন্ধুর দেহ। একসঙ্গে দুই বন্ধুর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ থানার কালীনগর ধানেশ্বরী গ্রামে। ওই গ্রামেরই বাসিন্দা ওই দুই যুবক। বুধবার সন্ধ্যায় তাদের দুজনেরই ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় গ্রামের পাশে একটি ছোট জঙ্গলের একটি গাছ থেকে। মৃত যুবকদের নাম অথীন রায় ওরফে অপু ও অন্যজনের নাম মহম্মদ আনোয়ার। তারা দুজনেই বন্ধু। এরমধ্যে অথীনের এক মাস আগে বিয়ে হয়। আজ বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আনোয়ারের। দুই বন্ধুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য দানা বেধেছে। কেন এই ঘটনা ঘটলো তার কারণ খুঁজতে হিমশিম পরিবারের সদস্যরাও রাজগঞ্জ থানার পুলিশ। গতকাল সন্ধ্যায় মৃতদেহ উদ্ধার করে রাজগঞ্জ থানার পুলিশ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

পেঁয়াজ চাষের পরামর্শ দিলেন মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : কালো বাজারি রুখতে স্থানীয় কৃষকদের নিজের জমিতে পেঁয়াজ চাষের পরামর্শ দিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। বৃহস্পতিবার রাজ্যের কৃষি বন্ধু প্রকল্পের আওতাভুক্ত কৃষকদের চেক বিলি হয় কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত বলরামপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। এই কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

এদিনের এই অনুষ্ঠানের ১,০৮৮ জনকে দুই কিস্তিতে চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন কৃষকদের হাতে চেক তুলে দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, ২,৫০০ ও ৫০০০ হাজার টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এদিন কৃষকদের উদ্দ্যেশ্যে মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, কৃষি ক্ষেত্রে শুধু ধান চাষই নয়, এর পাশাপাশি মস্য ও পঁয়োজ চাষ করা প্রযোজন। রবিবাবু বলেন, পঁয়োজ নিয়ে কালো বাজারিরা যে দুর্নীতি করছে, তাকে প্রতিহত করতে অন্তত ১ কাঠা জমিতে কৃষকদের পঁয়োজ চাষ করা উচিত। স্থানীয় জায়গায় পঁয়োজ উপাদন হলে, পঁয়োজ নিয়ে কালো বাজারি অনেকাংশে কমে যাবে বলে এদিন আশা প্রকাশ করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী।

রাজনৈতিক সংঘর্ষে আহত কর্মীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা মহাকুমার ফুলবাড়ী অঞ্চল। মাথাভাঙ্গা ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষে আহত ৮ জন তৃণমূল কর্মী। খবর অনুযায়ী আজ ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে একটি মিটিংকে কেন্দ্র করে তৃণমূল–বিজেপি সংঘর্ষ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে এলাকা। তৃণমূল নেতা আবদুল জলিল আহমেদ বলেন তাদের কর্মী–সমর্থকরা যখন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ঢুকতে যাচ্ছিলেন এমতাবস্থায় বিজেপির দুষ্কৃতীরা তাদের উপর লাঠিসোটা নিয়ে আক্রমণ চালায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ৬ জন ফালাকাটা হাস পাতালে ভর্তি রয়েছেন যার মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কোচবিহার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্যের বাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ করেন তিনি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন তৃণমূল নেতা আব্দুল জলিল আহমেদ। তবে বিজেপির পক্ষ থেকে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে । পরবর্তীতে তারা ফিরে গেলে নিজেদের মধ্যেই গোষ্ঠী কোন্দলে জড়িয়ে পড়ে গন্ডগোল করেন এবং তৃণমূল কর্মী ঘায়েল হন।

স্কুলের ড্রেন থেকে মিড ডে মিলের খাবার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: বনধ্–এর দিনে ফের মিড ডে মিলের খাবার পাওয়া গেল শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয় স্কুলের ড্রেনে, গত এক মাস আগেও ঠিক একইভাবে মিড ডে মিলের খাবার পাওয়া গিয়েছিল ওই একই স্কুলে, আজ ঠিক একইভাবে পাওয়া গেল মিড ডে মিলের খাবার, যদিও আজ স্কুল বন্ধ থাকায় কোনও উত্তর পাওয়া যায় নি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে, তবে আশেপাশের মানুষ এই ঘটনার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকেই দায়ী করেছেন,তারা মনে করছেন অযোগ্য কিছু ব্যক্তির হাতে ইস্কুলের দায়িত্ব দেওয়াতেই এই সমস্যা হচ্ছেন আর তার ভুক্তভোগী হচ্ছেন ইস্কুলের গরিব ছাত্রছাত্রীরা।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১১ জানুয়ারি – ১৭ জানুয়ারি, ২০২০

নৈরাজ্যের বাংলা

সোনার বাংলা নিয়ে আমাদের একসময় গর্বের অন্ত ছিল না। শস্যশ্যামলা বাংলায় সত্যিই সেদিন সোনার ছেলেমেয়েরা জন্মগ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের মুক্তির জন্য এই বাংলার ছেলেমেয়েরা কম আত্মত্যাগ করেনি। দেশটা টুকরো হয়ে যাওয়ার পরে সবচেয়ে বেশি যন্ত্রণার শিকার হয়েছে খণ্ডিত এই বাংলা। পরবর্তী কালে রাজনৈতিক চাপান উতোরের ফলে বাঙালির মনীষা ও জ্ঞানচর্চায় অবক্ষয়ের লক্ষণ স্পষ্ট হয়। এ বাংলা মিছিল নগরী, প্রতিবাদের নগরী প্রভৃতি নানারকমের অভিধায় ভূষিত হয়েছিল। একসময় বাম যুগ অবসানের পর পরিবর্তনের হাওয়ায় মানুষ নতুন স্বপ্নে কিছুদিনের জন্য বিভোর হয়েছিল। এরপর বাস্তবের নিষ্ঠুর মাটিতে ধাক্কা খেয়ে বাংলার সে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে। রাজনৈতিক দলাদলি গোষ্ঠী বিবাদ আর কাটমানির জেরে বাংলার শিল্প সংস্কৃতি সাহিত্য সবকিছুতে কৃত্তিমতার প্রলেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বাংলার ক্ষত বিক্ষত হৃদয় রক্ত ক্ষরণ বন্ধ করা যায় নি। উদ্বাস্তু সমস্যা দেশ ভাগের আঘাত কাটিয়ে বাংলা যখন ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করেছে তখনই বাংলার উপর সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রাজনৈতিক সন্ত্রাস সর্বপরি শিল্প বৃত্তির ক্ষেত্রে দৈন্যতা প্রকট হয়েছে। রাজ্যের শাসক বদল হয়েছে বারংবার। রাজনৈতিক আদর্শের বদল ঘটেছে নিয়ম অনুযায়ী। বাংলায় বেকারত্বের সংখ্যা কমে নি, কমে নি স্বল্প অর্থে শ্রম কিনে নেওয়ার প্রবণতা। নানা ইস্যুতে রাজপথ রাজনৈতিক স্লোগানে ভরে উঠলেও বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে সমাজ পরিবর্তনের ভাবনা কিংবা সংস্কার করার ইচ্ছা কোনও রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক মোড়কে থাকা বুদ্ধিজীবীরা ভাবনার অবকাশ পান না। বাংলার সমাজে শুধু মাত্র ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও কিংবা কিছু সুসনুশাসনের বিরুদ্ধে রাস্তায় প্রতিবাদের নামে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া আজ 'বঙ্গ সংস্কৃতির অঙ্গ' হয়ে গেছে। রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে আজ প্রকট হয়েছে। হায়দরাবাদ বা দিল্লিতে নারী নির্যাতন হলে পোশাকি প্রতিবাদ এ রাজ্যের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা প্রায়ই করে থাকেন। এ রাজ্যের নারী নির্যাতন হলে মুখে কুলুপ এঁটে থাকেন তারা। অতি সম্প্রতি পশ্চিম দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে একটি কিশোরীকে নির্যাতনের পর নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। হায়দরাবাদের সেই মহিলা পশুচিকিৎসকের মতোই। অথচ বাংলায় ১৭ বছরের সেই কিশোরীর জন্য বাম পক্ষ ডান পক্ষ কোনও পক্ষেরই সামান্যতম বাদ প্রতিবাদ নেই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলার পাঠ্য সূচিতেও এসেছে রাজনীতির ঝাঁঝ। আইন শৃংখলার বিশৃংখলায় উত্তপ্ত বাংলা। অনেক আদর্শের অকাল সমাধি ঘটে চলেছে সন্তানসম বাংলার মাটিতে। রাজনৈতিক রঙে বিচার করা আর বিচার পাওয়া এখন বাংলার ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। নৈরাজ্যের প্রশ্ন তুললেও বিতর্কের উষ্ণতায় আর রাজনৈতিক ক্রুর দৃষ্টিতে আচ্ছন্ন হয়ে যায় বাংলার আকাশ। কবিগুরু বলে গেছেন মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ আজ সেই বিশ্বাসের ভর করেই ঘুরে দাঁড়াবার সময় এসেছে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ
কর্মই উপাসনা

মানুষ মাত্রেই জন্মগতভাবে পৌত্তলিক। সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ পশু, উচ্চতম মানুষ সিদ্ধ বা পূর্ণ। এই দুই স্তরের মাঝামাঝি সকলকেই শব্দ, বর্ণ, মতবাদ ও আচার অনুষ্ঠান অবলম্বন করিয়াই চিন্তা করিতে হয়।

পৌতলিকতা যে শেষ হইয়াছে, তাহার পরীক্ষা : খন বল 'আমি', তখন তোমার চিন্তায় শরীর আসে কি আসে না? যদি শরীর চিন্তা আসে তবে তুমি এখনো পুতুলপূজক। ধর্ম মোটেই বুদ্ধির কচকচি নয়–ধর্ম অপরোক্ষানুভূতি। যদি ঈশ্বর বিষয়ে 'চিন্তা' কর, তবে তুমি নিতান্তই মূর্খ। অজ্ঞ সাধক প্রার্থনা ও ভক্তির দ্বারা দার্শনিককেও অতিক্রম করিতে পারে। ঈশ্বরকে জানিবার জন্য কোন দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। অপরের বিশ্বাস নষ্ট করা আমাদের কর্তব্য নয়। ধর্ম প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সর্বোপরি সর্বতোভাবে আন্তরিক হও। কোন কিছুর সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে

করিলেই আসক্তি ও কামনা উদ্ভুত হয়, তাহা হইতেই মানুষ দুঃখ পায়। এইরূপে দরিদ্র ব্যক্তি সোনা দেখিয়া সোনার আকাঙ্ক্ষার সহিত নিজেকে অভিন্ন মনে করে। সাক্ষিস্বরূপ হও। যাহাতে কখনো কোন বিষয়ে প্রতিক্রিয়া না করিতে হয়, এমন শিক্ষা লাভ কর।

মুক্তপুরুষের পক্ষে জীবন–সংগ্রামের অর্থ কখনো ছিল না, কিন্তু আমাদের জন্য ইহার অর্থ আছে, কারণ নাম–রূপই জগৎ সৃষ্টি করে।

বেদান্তে সংগ্রামের স্থান আছে, কিন্তু ভয়ের স্থান নাই। যখনই স্বরূপ সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে সচেতন হইতে শুরু করিবে, তখনই সব ভ চলিয়ো যাইবে। নিজেকে বদ্ধ মনে করিলে বদ্ধই থাকিবে, মুক্ত ভাবিলে মুক্তই হইবে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেথাকিয়া আমরা যে প্রকার মুক্তি অনুভবকরি, উহা মুক্তির আভাস মাত্র, যথার্থ মুক্তি নয়।

প্রকৃতির নিয়ম মানিয়া চলাই মুক্তি–এ ধারণার সহিত আমি একমত নই। ইহার যে কি অর্থ, বুঝি না।মানব প্রগতির ইতিহাস অনুসারে জানা যায়, প্রাকৃতিক নিয়ম জয়করা হইয়াছে,বলা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানেও জয়েচ্ছু মন শুধু মুক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল,এবং যখনই দেখে নিয়মের মধ্য দিয়াই সংগ্রাম, মন তখনই নিয়মকেও জয় করিতে চায়। সুতরাং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আদর্শ ছিলমুক্তি। বৃক্ষ কখনো নিয়ম লঙ্ঘন করে না। তাই বলিয়া ইহারা মানুষের চেয়ে বড় নয়।

ফেসবুক বার্তা

সাদৃশ্যে ও বৈসাদৃশ্যে বিদ্যাসাগর ও স্বামীজি

নির্মল গোস্বামী

বিদ্যাসাগর আর স্বামীজি দুই মানব প্রেমিক বাঙালি ভারতের আধুনিক ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে একজন কাজ শুরু করেছিল আর দ্বিতীয় অর্ধে একজন তা শেষ করে দিল। দুই সিংহ পুরুষের বিনাশ বক্ষ হাট করে খোলা থাকত অবহেলিত নিপীড়িত মানুষের জন্য। মানুষের দুঃখে দুজনেই কেঁদে বুক ভাসাতেন।

বাংলায় দুর্ভিক্ষের সময় বিদ্যাসাগর মশাই বীরসিংহ গ্রামে প্রতিদিন ৪০০ জন পল্লিবাসীর খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন নিজ ব্যয়ে। সপ্তাহে একদিন করে মাছ ভাত খাওয়াতেন। সপ্তাহে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের মাথায় নিজে তেল মাখিয়ে দিতেন পরম মমতায়। মানব প্রেমে সিক্ত মমতাময়ী মায়ের মতো নরম মন ছিল বিদ্যাসাগরের।

তখন ঠাকুর দেহ ছেড়েছেন। নরেনকে নেতা করে দশ বারো তরুণ সন্ন্যাসী কঠোর সাধনা করছে বরানগরের একটা ভাঙা বাড়িতে। একদিন ছেলেদের নিয়ে নরেন বেদান্ত পড়াচ্ছেন এমন সময় (জি সি) গিরিশ ঘোষ এসে বললেন, 'ও ছেলেদের নিয়ে বেদান্ত চর্চা করছে। কিন্তু দেশের খবর রাখে কি ওদিকে ঘোষেদের বিধবাটা চার পাঁচটা ছেলে মেয়ের মুখের ভাত জোটাতে না পেরে বাধ্য হয়ে বিপথগামী হয়েছে।' এই কথা শোনার পর নরেন কাঁদতে কাঁদতে উঠে গিয়ে ঘরে দোর দিলেন। গিরিশ বাকিদের বললেন দেখলি কত বড় হৃদয়। এই জন্যই নরেনকে ভালোবাসি। আর একবার কলকাতায় দুর্ভিক্ষ চলছে। স্বামীজি একজনকে বলছেন যে আমি স্বপ্ন দেখি বেলুড় মঠে জালা জালা ভাত রান্না হচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ খাচ্ছে এবং সেই ভাতের ফ্যানের স্রোত বহে গিয়ে গঙ্গায় পড়ছে। তখনকার বাংলায় প্রায় কলেরা ইত্যাদি রোগ মহামারীর আকার নিত। বিদ্যাসাগর একদিন তার ভাইয়ের দাস্তে ভিজে বিছানায় সারা রাত শুয়ে কাটিয়ে দেন। পরে সেবা করে ভাইকে ভাল করেছেন। বিভিন্ন স্থানে তিনি ডিস্পেনসারি খুলে ছিলেন কলেরা রোগীদের ওষুধ দেওয়ার জন্য। শুধু কলকাতা নয় বর্ধমান জেলাতেও এই চিকিৎসালয় খুলেছিলেন। এবং মাসে মাসে নিজে গিয়ে তদারক করতেন।

স্বামীজি এবং তাঁর গুরুভাই মিলে কলকাতায় প্লেগের মহামারিতে জীবনপাত করে সেবা করেছিলেন। অর্থের অভাবে প্লেগের সেবা যাতে বন্ধ না হয় তার জন্য স্বামীজি বেলুড় মঠ বিক্রি করার কথাও ভেবেছিলেন একসময়।

বালক ঈশ্বরচন্দ্র বাবার সঙ্গে হেঁটে কলকাতায় আসতে আসতে মাইল ফলক দেখে দেখে ইংরাজির সংখ্যা মালা শিখে নেয়। এমনই ছিল বালক বিদ্যাসাগরের মেধা। আর স্বামীজির মেধার পরিচয় পেয়েছিলেন বোস্টনের এক লাইব্রেরিয়ান। এবং আর এক আমেরিকান প্রফেসর যিনি বিবেকানন্দের পরিচয় পত্র লিখেছিলেন ধর্ম মহাসভার আয়োজকদের উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছিলেন, এই শহরে যত অধ্যাপক আছে, তাদের মেধা এক সঙ্গে যোগ করলেও এই তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসীর মেধার তুলনায় কম পড়বে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজধর্মের নিগড় শাসনে আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা ছিল। ধর্ম যেখানে মানবতার পথ রোধ করেছে সেখানে উভয়েই মানবতার পক্ষাবলম্বন

> **স্বামীজি কিন্তু ধর্মকে মানবতার পথে বাধা মনে করেননি। ধর্মের কু–সংস্কার মানবতার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তিনি ধর্মকে বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে জীবনে কার্যকরী রূপে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ধর্ম মানবতার উপরে। মানবতা উৎকৃষ্ট মানুষ তৈরি করে, কিন্তু ধর্ম সেই মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করে। স্বামীজির ছিল এই মত। স্বামীজি বলেছেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধারা অনুযায়ী ধর্ম হল ভারতের আত্মা। ফলে আত্মার জাগরণ না হলে ভারতের জাগরণও সম্ভব নয়।**

করেছেন। বিদ্যাসাগর বললেন সাংখ্য, বেদান্ত ভ্রান্ত দর্শন পড়ে পড়ে বাংলার যুব সমাজের মেরুদণ্ড ন্যুব্জ হয়ে যাচ্ছে, তাতে সোজা করতে হলে বেন্থাম, মিলের লজিক পড়াও। তৎকালীন সমাজে বাল বিধবাদের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে এগিয়ে এলেন। অকাল বৈধব্য পুরুষদের বহু বিবাহ নামক স্বেচ্ছাচারে ও ঘৃণ্য কুলীন প্রথার ফল। তাকে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে চালানো শুধু বহু বিবাহ রদ ও বিধবা বিবাহ চালু করতে। এর জন্য তৎকালীন বাজারে প্রায় লক্ষাধিক টাকা তিনি ব্যয় করেন। কর্জ করেও বিধবা বিবাহে ব্যয় ভার বহন করেছেন তিনি। ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছে আজীবন। অধিকাংশ ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু ধর্মের এই ক্লেদময় আচার বিচার দেখেই বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর জীবন থেকে ধর্মকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন সমাজ সংস্কারের পথে প্রধান বাধা ধর্ম। তিনি মনে করতেন ঈশ্বর নিরাকার। তাই মূর্তি পূজার বিরোধী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মা বাবা শেষ বয়সে কাশিতে থাকতেন। সেই জন্য বিদ্যাসাগর মশাই অনেকবার কাশি গেলেও কোন দিন বাবা বিশ্বনাথ বা অন্নপূর্ণার দর্শন করেননি। তিনি বলতেন আমার পিতাই আমার বিশ্বনাথ, মাতাই আমার অন্নপূর্ণা। সারাজীবন তিনি মানবতার জয়গান গেয়েছেন কিন্তু কখনও ধর্মের সঙ্গত নেননি। অপর দিকে স্বামীজি ধর্মগুরু হিসাবেই বিশ্বে পরিচিত। কিন্তু তিনিও প্রচলিত ধর্ম বিধানের বিরোধিতা করেছেন তখন যখন মনে হয়েছে ধর্ম মানবতার পথ রুদ্ধ করেছে। তিনি এক সময় বলেছেন গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো। এতে মানব পেশি ও স্নায়ুর পুষ্টি লাভ হয়। তিনি বলছেন খালি পেটে ধর্ম হয় না। আবার বলেছেন যত দিন পর্যন্ত রাস্তার একটাও প্রাণী অভুক্ত থাকবে ততদিন আমি মুক্তি চাই না।

বিদ্যাসাগর মশাই ধর্মকে অবজ্ঞা করেছেন মানবতাকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন ধর্ম মানবতার পথে বাধা। স্বামীজি কিন্তু ধর্মকে মানবতার পথে বাধা মনে করেননি। ধর্মের কু–সংস্কার মানবতার পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তিনি ধর্মকে বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে জীবনে কার্যকরী রূপে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। ধর্ম মানবতার উপরে। মানবতা উৎকৃষ্ট মানুষ তৈরি করে, কিন্তু ধর্ম সেই মানুষকে দেবতায় রূপান্তরিত করে। স্বামীজির ছিল এই মত। স্বামীজি বলেছেন যুগ যুগ ধরে চলে আসা ধারা অনুযায়ী ধর্ম হল ভারতের আত্মা। ফলে আত্মার জাগরণ না হলে ভারতের জাগরণও সম্ভব নয়। বিদ্যাসাগর মানুষের সেবা করেছেন মানুষ জ্ঞানে। পুরুষাকারের উপরই তাঁর বেশি ভরসা ছিল। তাঁর মেধা ছিল, পরিশ্রম করার শক্তি ছিল উপার্জিত অর্থ ছিল তাই দিয়ে তিনি মানুষের সেবা করেছেন। বিনিময়ে তিনি কিন্তু কোনও কিছু আশা করেন নি। আবার শেষ বয়সে হতাশায় বিষাদগ্রস্থ হয়ে শহুরে জীবন ছেড়ে আদিবাসীদের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। মানুষের বিশ্বাস ঘাতকতায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন। ছেলে মেয়ে, স্ত্রী আত্মীয় পরিজনদের স্বার্থপরতায় তিনি সংসারের সত্যকারের ছবি দেখে আঁতকে উঠেছেন। পুরুষাকারে বিশ্বাসী মানুষেরা তাদের সীমিত ক্ষমতার কথা ভুলে যান। পুরুষাকারের যে শক্তি তারও সীমাবদ্ধতা আছে। কিন্তু দৈব শক্তি অসীম–অনন্ত। মানবজীবনই তো সসীম। সেই সসীম জীবন দৈব কৃপা ছাড়া অসীম অনন্তের স্বাদ পাবে কেমন করে? ঠাকুর বলেছেন মানুষের মধ্যে শক্তির তারতম্য আছে। বিদ্যাসাগরের মধ্যেও সেই শক্তি ছিল । তাই তো লক্ষ লক্ষ লোক তাকে মান্যি করত। সেই শক্তিকে ঈশ্বর মুখী করলেই তিনি অনন্তের শক্তি লাভ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তাকে অবহেলা করেছেন।

অপরদিকে স্বামীজির মধ্যে যে শক্তি ছিল তাকে ঈশ্বরমুখী করে তুললেন ঠাকুর স্বয়ং। তাই স্বামীজির দিব্যজ্ঞানে শক্তিমান হয়ে বললেন– শিব জ্ঞানে জীব সেবা। মানুষের সেবা করে মনে যাতে গর্বের ভাব উদয় না হয় তার জন্য বললেন ঈশ্বর দরিদ্রের বেসে তোমার কাছে এসেছে যাতে তার সেবা করে তুমি তোমার মুক্তির পথ ত্বরান্বিত করতে পারো। তিনি ডাক দিয়েছেন যুবকদের, ছাত্রদের, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস করতে বলেছেন। 'মোঅহম' আমিই সেই। কিন্তু তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন যে তাঁর কোনও শক্তি নেই। তাঁর গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ইচ্ছা করলে এমন শত শত বিবেকানন্দ তৈরি করতে পারেন।

আমরা জানি সেই ঘটনার কথা– ঠাকুর একদিন নরেনকে নিজের সব সাধন শক্তি দিয়ে বললেন সমস্ত শক্তি তোকে দিকে একাবারে ফৌত হয়ে গেলুম।

ঠাকুর বলেছেন যে কেউ লোক শিক্ষা দিতে পারেনা। তার জন্য দৈব আদেশ চাই। বিদ্যাসাগরের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছেন আবার পিছনে তাকে গালি দিয়েছেন। তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছে কিন্তু শিক্ষা গ্রহণ করেনি। মানুষের সঙ্গে মানুষের বন্ধন স্বার্থের বন্ধন। স্বার্থে ঘা লাগলেই সম্পর্কে ভেঙে যায়। কিন্তু মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের বন্ধন স্বার্থশূন্য। অথবা বলা যায় এই মায়াময় জগতের মোহ মুক্তির বন্ধন। আর মাহামোহ সহজে যাওয়ার নয়। তাই ঈশ্বর আর মানুষের বন্ধনও সহজে ছেঁড়ে যায় না। তাই দুজন মানুষের মধ্যে একজন শিব থাকলে সেই বন্ধনও দৃঢ় হয়। তাই স্বামীজির স্পর্শে যারা এসেছেন তারা নিজেদের এক অদৃশ্য শক্ত বন্ধনে বেঁধে ফেলেছেন– স্বামীজির কাজ করার জন্য। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কাজ নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার লোক ছিল বিরল। যা করেছেন তিনি একাই করেছেন। তাঁর মৃত্যুতে সবশেষ হয়ে গিয়েছে। বিদ্যাসাগর ভেবেছিলেন বিধবাদের কল্যাণের একমাত্র পথ হল পুনরায় বিবাহ দেওয়া। কিন্তু স্বামীজি নারীদের জন্য অন্য পথ ভাবলেন। তারাও লেখাপড়া শিখে নারী মুক্তির দিশারী হবে। সব নির্ভর হবে। পুরুষ যেমন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হতে পারে, নারীরাও তেমন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীনী হতে পারে। তিনি নিবেদিতাকে ভারতের সমাজের কাছে আদর্শ নারী হিসাবে তুলে ধরে বলতে চাইলেন দেখ তো, এমন বিদুষী নারী তোমরা চাও কিনা!

আহার–নিদ্রা–মৈথুন আর সন্তান পালন এর বাইরে মানব জীবনের স্বার্থকতা খোঁজার চেষ্টা করেননি বিদ্যাসাগর মশাই। উল্টো দিকে স্বামীজি বলে ছিলেন ঈশ্বর লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিদ্যাসাগর মশাই যুক্তিবাদী সংস্কার মনস্ক মানুষ ছিলেন। স্বামীজিও ধর্মের ক্ষেত্রে যুক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে ধর্ম মানুষের পেটের ভাত জোগাড় করতে পারে না সে ধর্মকে আমি মানি না। বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর বলে একটা কথা চালু আছে। স্বামীজি বলছে না জেনে ধর্ম বিশ্বাস করার থেকে নাস্তিক ভালো। তিনিই একমাত্র ধর্মগুরু যিনি বলেছেন যে বিজ্ঞান যত উন্নত হবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কত বেশি করে প্রমাণিত হবে।

দুই প্রাতঃ স্মরণীয় বাঙালি বাংলা ভাষার সেবা করে গেছেন। বিদ্যাসাগরকে আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক বলা যেতে পারে। আর স্বামীজি বাংলা সাহিত্যে কথ্য ভাষা প্রচলন করে ছিলেন। দুই শতবর্ষের বাঙালি শিশুপাঠ্যে লিখেছিলেন সদা সত্য কথা বলিবে। আর সার্ধশতবর্ষের বাঙালি বললেন সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা কিন্তু কোনও কিছু বিনিময়ে সত্য ত্যাগ করা যায়না। একজন বাঙালিকে উত্তরণের পথ বাতলেছেন। আমাদের দুর্ভাগ্য যে এই উভয় মহাপুরুষের যোগ্য উত্তরসূরী বোধহয় আমরা হয়ে উঠতে পারিনি।

গর্বের সঙ্গে বলো– আমি হিন্দু

অমিতাভ সেন

শ্রীভগবান শ্রীগীতায় জ্ঞানযোগ (চতুর্থ অধ্যায়) এর সূচনায় বলেছেন : এই অধ্যয় যোগ আমি সূর্যকে বলেছিলাম। সূর্য মনুকে এবং মনু স্বপুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। পরম্পরায় এই যোগ অন্য রাজারাও অবগত ছিলেন। কালের প্রভাবে এই যোগ ইহলোকে নষ্ট হয়ে গেছে। অর্জুন যেহেতু তুমি আমার বন্ধু ও সখা, পুরাতন রোগ আবার তোমাকে বললাম।

অর্থাৎ কালের কুটির গতিতে বহুজ্ঞান বিদ্যালয় প্রাপ্ত হয় এবং তার পুর্নজীবনের জন্য সেই পরমপুরুষকে অবতীর্ণ হতে হয়। কোথাও তিনি তাঁর অতিপ্রিয় পুত্রকে (যিশু) পাঠান। কোথাও বা অতি বিশ্বস্ত সেবককে– পবিত্র পয়গম্বর– আল্লার রসুল। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটি এমনই যে বড়ো কর্তাকে নিজে নেমে আসতে হয়– বুদ্ধ–চৈতন্য– নানক– রামকৃষ্ণ অবতার রূপে। প্রতিশ্রুতি দিতে হয়– 'সম্ভবামি যুগে যুগে'– অধর্মের প্রকোপ হলেই বারবার আসব। ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। প্রকৃতি, পরিবেশ, আর্ন্তসত্তা জ্ঞান বিজ্ঞান সকল বিষয়ে যুগ যুগ বাহিত অভিজ্ঞতার living compilation হচ্ছে সনাতন ধর্ম। এই অভিজ্ঞতা যখন Codified হলো তখন তার নাম হলো বৈদিক ধর্ম। পরবর্তীকালে এর নাম হলো হিন্দু ধর্ম। হীনং দূষয়তি যঃ সং হিন্দু– অর্থাৎ সর্ব খর্বতারে দহে এমন এক শক্তির নাম হিন্দুধর্ম। এই জন্যই বিশ্ববন্দিত আমেরিকান দার্শনিক ডেভিড ফ্রলে বলেছেন : Hinduism is the world's largest indigenous faith, rooted in the Earth, nature and the self aware universe, Embraces the world's numerous native traditions that people only now this ecological era are begining to respect.

দীর্ঘ ৮০০ বছর বিদেশি শক্তির কাছে পরাধীনতার কারণে ভারতীয় সমাজ নিজের অন্তর্লীন শক্তির কিয়দংশ প্রায় ভুলে যেতেই বসেছিলেন। সিংহ শাবকদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হিন্দুসমাজের আত্মশক্তির সার্থকভাবে বিকাশ ঘটান ডঃ কেশব বলিরাম হেডগাওয়ার। ১৯২৫ সালের বিজয়া দশমীর দিন প্রতিষ্ঠিত হয় রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ। আদসের সংঘ চালক পরম পূজনীয় ডাক্তরজীর সঙ্গে পথ নির্দেশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে মহানিষ্ক্রমণের আগে যান সুভাষচন্দ্র বসু। ভীষণ অসুস্থ ছিলেন তিনি, আলোচনা করার মতন অবস্থায় ছিলেন না। তারই নির্দেশে সুভাষ দেখা করেন বীর সাভারকারের সঙ্গে। বাল গঙ্গাধর তিলক এর অনুগামী সকলে বিশ্বাস করতেন অহিংসা পরমোধর্মঃ। ধর্ম হিংসা তথৈবচ। স্বামী বিবেকানন্দ ও অহিংসা শব্দের ব্যতিরেকে ব্যবহার করতেন নির্বৈরৎ শব্দ। সনাতন সংস্কৃতির মধ্যে শৌর্য বীর্য ত্যাগ ক্ষমা প্রভৃতি মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এই বিচার স্রোতধারার সমাজকর্মী, Socio-economic reformer হচ্ছেন মাননীয় কে এন গোবিন্দাচার্যজী। তাঁরই অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে Eternal Hindu Foundation (EHF)

(ক) শাশ্বত, ভারতম এই Foundation এর উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজে স্বাভিমান, পরাক্রম ও পরিশ্রম আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা যা সমাজকে অর্থনৈতিক সশক্তি করণের দিকে পরিচালিত করবে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন জিত ছিল মাদ্রাজ অঞ্চলে ভারতীয় সমাজের কাছে এঘটনা অজানা ছিল। আর ডিজিট্যাল যুগেও স্বার্থান্বেষী মানুষ বা সংগঠন সমাজে ভুল সংবাদ দিয়ে বিভ্রান্ত করতে চাইছে। এখনও মেকলে পন্থী বহু পণ্ডিত তর্ক করেন ভারতবর্ষকে এক সূত্রে বেঁধে ইংরেজ, রাজারা নিজেদের মধ্যে লড়াই করতো। সেই সময় ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের শাসকরাও রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায় লড়াই করতো। কিন্তু সাধারণ মানুষ কি করতো? পেশোয়ার বা বিন্ধ্যাচল থেকে যে কোনও মানুষ প্রয়াগে কুম্ভস্নান করতে পারত, কোনও পাসপোর্টের প্রয়োজন হতো না। নেশন শব্দটা ইংরেজ এনেছে। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ উভয়েই ভারতীয় সমাজকে মানতেন। রামায়ণ–মহাভারত এই সমাজকে হাজার হাজার বছর ধরে এক সূত্রে বেঁধে রেখেছে, ব্রিটিশ নয়। EHF একটা ডিজিট্যাল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম যা অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত সঠিক সমাচার সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। সামাজিক ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক, ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি বিষয় সংক্রান্ত সকল বিবরণী সাধারণ মানুষ জানতে পারবে। যোগ, সাধনার মধ্যে মানুষ যাতে ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করতে পারে তাতে প্রোৎসাহন দেওয়া হবে। তেন তক্তেন ভূঞ্জিথাঃ – তাঁহাকে ত্যাগের ধারা ভোগ করিবে– এই মন্ত্র আত্মানুভূতির স্তরে বিকশিত করতে হবে। জীবিকা ও ব্যবসার ক্ষেত্রে EHF ডিজিট্যাল প্লাটফর্ম ভারতীয় যুবকদের জন্য অতি প্রয়োজনীয় সহযোগী (শাশ্বত ভারতম্) বলে বিবেচিত হবে।

(খ) ইতিহাস : পঞ্চমো বেদ :

পরম্পরাগত রূপে সূত এ মাগধী মানুষ ঋগবৈদিক কাল থেকে পুরু রাজবংশ পর্যন্ত ইতিহাস রচনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। যদিও এই সংরক্ষক সূত এবং মাগধী মানুষদের চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না তবুও কয়েক হাজার বছর ব্যাপী মানুষ ও রাজবংশের ইতিহাস আমাদের হাতে এসে পৌঁছয় নি। এই ঐতিহাসিক তথ্য যারা পুরান– ইতিহাস সংহিতা রূপে Compile করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন later Vedic Period এর ব্যস শিষ্য রোমহর্ষন। কালানুক্রমিক compilation ভবিষ্যৎ পুরাণেরও হয়েছিল লোকায়ত সংস্কৃত ভাষায়। তখন এই শাস্ত্র শুধু পুরান নামেই পরিচিত হলো।

শ্রীরামচন্দ্রের ২৫তম উত্তর পুরুষ অগ্নিবর্ণ এর সময় থেকে এই ইতিহাস লেখন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এই জন্য মহা কবি কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য হঠৎ শেষ হয়ে যায়। এরপর মহাভারত যুগে ব্যসদেব পুনরায় ইতিহাস পুরান চর্চা শুরু করেন। এই বৌদ্ধিক চর্চা গুপ্ত যুগ পর্যন্ত চলতে থাকে। কিছু উপপুরাণ ও লেখা হয়। এই সকল রচনায় মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠির থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত কালানুক্রমিক সূচির বর্ণনা আছে। ব্যসদেব আঠারোটি পুরাণ রচনা করেছিলেন। আমাদের পৌরাণিক tradition এবং Aihole inscription থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা যায় মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল 3162 BCE অর্থাৎ থেকে ৫১৮০ বছর আগে।

ভারতীয় ইতিহাস সংকলন সমিতির একসভায় অ্যাঙলো–সংস্কৃত স্কলার ছিলেন মহামহোপাধ্যায় অনন্তলাল ঠাকুর এই প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা করেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী ও গবেষক অশোক দাশগুপ্ত কালানুক্রমিক সূচি নিয়ে অনেক দামী প্রবন্ধ রেখে গেছেন।

গ) শাশ্বত দেবালয় : আমাদের মন্দির, আমাদের পথ নির্দেশ

দিল্লিকে কেন্দ্র করে যদি হাজার কিমি ব্যাসার্দ্ধ নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকা যায়, দেখা যাবে সেই স্থানে এমন কোনও মন্দির পাওয়া যাবে না যা তিনশত বছর

পুরনো। হিন্দুকুশ শব্দের অর্থ হিন্দু হত্যা। মহম্মদ বিন কাসেমের সময় থেকে যতো জেহাদি ভারত আক্রমণ করেছে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল হিন্দু মন্দির গুলো। মন্দির একধারে ছিল ব্যাঙ্ক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অন্যদিকে হাসপাতাল এবং সামাজিক মিলনকেন্দ্র। হিন্দু সমাজ জীবনের কেন্দ্রে ছিল মন্দির। ধর্মীয় এবং সামাজিক সকল আলাপ আলোচনা বিচার–বিমর্ষ সবই মন্দির প্রাঙ্গণেই হতো। ন্যায় শাস্ত্রকার মহর্ষি অক্ষপাদ গৌতম যখন বিরাজ করছেন তখনই আবির্ভাব নিরীশ্বরবাদী ঋষি চার্বাকের। দুজনারই আসা যাওয়ার পতের ধারে রয়েছে মন্দির। গর্ভগৃহে বিরাজ করেন দেবতা। তবে বাইরে রয়েছে নাট্যমন্দির– সকল রকম চিন্তাধারা বিকশিত করার প্ল্যাটফর্ম। সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা কপিলমুনি প্রতিষ্ঠা করেছেন ঈশ্বর অনস্তিত্ববাদী তত্ত্ব। অতি প্রশংসনীয় সেই অনাত্মবাদী দর্শন। কিন্তু সমাজ শিখে রেখেছে শ্রীগীতার বিভূতিযোগ থেকে : এই বিশ্বের সব থেকে অনিন্দ্যসুন্দর যা কিছু তার মধ্যে রয়েছে ঈশ্বরের প্রকাশ। সমাজ বললো– কপিলমুনি, ঈশ্বর নেই এই তত্ত্ব এতো অনুপম ভাবে ব্যাখ্যা করেছো– ঈশ্বরের আশীর্বাদ না থাকলে এটা করা সম্ভব নয়। আজ গঙ্গাসাগরে কপিল মুনির মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। তিনি দেবতারূপে পূজা পান। ভারতীয় সমাজ জীবনে মন্দির শাশ্বত তত্ত্ব। লর্ড মেকলে ১৮২৮ সাল থেকে দশ বছর সারা ভারত ঘুরেছেন। ভারতীয়দের স্বাভিমানবোধ, সমরসত্তা, জ্ঞান–বিজ্ঞান সংপৃক্ত যুক্তিবাদী চিন্তাধারার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তার আগে টোডরমল যখন জমি জরিপ করেছিলেন সেই সব জনবসতিকে গ্রাম আখ্যা দিয়ে ছিলেন যেখানে আছে বিশাল দিঘি, পাড়ে ধর্মরাজের মন্দির এক বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ায়। সেই মন্দির ঘিরেই গ্রাম বসত হতো। অমর্ত্য সেন 'জাস্টিস' নামে একটা বই লিখেছেন। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ ছিল স্থানীয় পার্লামেন্ট Center of all ethical values. আজ খুন ধর্ষণ দুর্নীতি যতো তার মূলে রয়েছে loss of morality. মন্দির ছিল ?? উদ্যোগ নিয়েছে সকল মানুষকে মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করা এবং সশক্ত করা। দো ঘন্টে মন্দির কে নাম– হামারা মন্দির, হমারা সমাধান এই প্রোগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সমাজের সকল মানুষকে এক ছাতার তলায় আনা এবং যোগ ধ্যানে প্রাণায়ামের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা। সকলে একত্রিত হলে আলোচনার মাধ্যমে অন্যান্য সমস্যার সমাধান চলে আসতে পারে। এজন্যই বাঙালি কবি লিখেছেন : আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই কেহ অবনীপরে/সকলের তরে সকলে আমরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। চর্তুবর্গ ফল বলতে ধর্ম–অর্থ–কাম–মোক্ষর মধ্যে অর্থ ও কামকে ধর্ম এবং মোক্ষর মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে। নিজেদের Mundane ??? কে সীমায়ত করে রাখার শিক্ষা মন্দির–কেন্দ্রিক বিচার ধারা থেকে পাওয়া যাবে। বাসনা যখন বিপুল আকার/গরজি উঠিয়া ঢাকে চারিধার/হৃদয় প্রান্তে হে নীরব নাথ শান্ত চরণে এসো।

CAB আলোচনা প্রসঙ্গে পার্লামেন্টে মাননীয় অমিত শাজী একটা সুন্দর কথা বলেছেন। বিভিন্ন কালখন্ডে ভারতমাতার শরীর খন্ডিত করে আফগানিস্তান, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এর জন্ম হয়েছে। এই প্রতিটি দেশের সংবিধানের Art 2 প্রতিটি দেশকে ইসলামিক রিপাবলিক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার প্রতিটি দেশ তাদের ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিশ্বাস মতো সরকার প্রতিষ্ঠা করার সময় শপথ নেয়। ইসলামিক দেশগুলোতে রমজান মাসে দিবাভাগে কিচেন বন্ধ রাখতে হয়।

ভারতীয় সমাজ, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও, কখনও হিন্দু বিচার ধারা চাপিয়ে দেয় নি। হিন্দু সংস্কৃতি কখনই expansionist বা aggressive ছিল না। শ্রী রামচন্দ্র লঙ্কা বিজয় ও সীতা উদ্ধারের পর একদিনই সে দেশে থাকেন নি। ভাই লক্ষ্মণকে বলেছিলেন জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী। ভারতবর্ষকে পুনরায় সোনে কি চিড়িয়া বানাতে হলে সকল মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি দিতে হবে। আত্মবিশ্বাস পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। একাজে সব থেকে বড়ো সহায়ক হতে পারে আমাদের মন্দির।

স্বামী বিবেকানন্দের মতে এই আদিতম ও একমাত্র ধর্ম (religion নয়) সনাতন হিন্দু ধর্ম– যঃ ধারয়তি সঃ ধর্মঃ বাকি সব পন্থ – ?? যতো মত ততো পথ। পথের শেষে রয়েছে সনাতন আদর্শ। মা কালী পাঁঠা খাবেন, কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন, শিব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াবেন। পছন্দ না হয় অন্য কোথাও চলে যাও না বাপু– বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ।

দুস্থ ব্যক্তিকে সহায়তা

অভীক মিত্র : সোমবার সকালে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'হেল্প এজ ইন্ডিয়া'–র আলম্বনা প্রকল্পের রামলালাজী বয়স্ক দলের তরফে রাজনগরের বড়োবাজারের দৃষ্টিহীন দুঃস্থ মানুষ হীরালাল দত্তের হাতে কিছু নগদ অর্থ তুলে দেওয়া হয়। হীরালালের বৃদ্ধ মা,স্ত্রী ও কন্যা আছে। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে স্থানীয় বাসিন্দারা। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সভাপতি অমিয় মুখোপাধ্যায়,সম্পাদক দেবদাস চক্রবর্তী,হেলারাম সৌ,বনমালী ধীবর,পরেশ পালের মতো বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

চেকড্যাম্পে মাছের চারা

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৪ জানুয়ারি মুরারই–১ নং ব্লকের গোড়শা গ্রামপঞ্চায়েতের বাঁশলৈই শাখানদীর চারটে চেকড্যাম্প সংলগ্ন জলধারাগুলিতে প্রায় চার কুইন্টাল আশি কিলোগ্রাম মাছের চারা ছাড়া হয়। চেকড্যাম্পের জল থেকে যেমন কৃষকরা উপকৃত হবে তেমনি পাশাপাশি মাছ চাষ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। মৎস্যমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা,মুরারই–১ নং ব্লকের বিডিও নিশীথভাস্কর পাল,পঞ্চায়েতসমিতির সভাপতি শাহানাজ বেগম,জেলাপরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপকুমার ভকত,বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ আলি আসগর,ব্লক সভাপতি বিনয়কুমার ঘোষ,গোড়শা প্রধান সুবীর মুখার্জী,রাজগ্রাম মহামায়া উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শঙ্করপ্রসাদ ব্যানার্জী সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

খিচুড়িতে টিকটিকি খেয়ে অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ৪ঠা জানুয়ারি মালদিহা ৬৪নং অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রে রান্না করা খিচুড়িতে টিকটিকি পরে। সেই রান্না করা খিচুড়ি খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লো তিন প্রসূতিসহ পঞ্চাশজন। সিউড়ি সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। নিম্নমানের খাবার দেওয়ার অভিযোগে সোমবার সকালে গোকুলপুর ১৩৩নং অঙ্গনাওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীদের তালা মেরে বিক্ষোভ দেখালো অভিভাবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন নলহাটি–২ নং ব্লকের বিডিও।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু রণক্ষেত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোমবার সকালে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মারা গেলো রানিশ্বরের বৃদ্ধ শুকদেব মান্না। সাময়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চালক পলাতক। ধন্যিপাহাড় থেকে পিকনিক করে ফেরার পথে মোটরবাইক উল্টে মারা গেলো রাজগ্রামের মুন্না শেখ। গত ১ জানুয়ারি দুপুরে জেদুর গ্রামে দোকান নিয়ে আসার সময় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যায় শঙ্করী কোনাই। উত্তেজিত জনতা সাত আটটা লরিতে ভাঙচুর চালায়। রামপুরহাট থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। গত ২২ ডিসেম্বর ভোরে কাগাজ গ্রামে ঘন কুয়াশায় ভটভটিকে বাঁচাতে গিয়ে চারচাকা গাড়ি উল্টে জখম হয়ে চারজন বেসরকারি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন।

মল্লারপুরে অর্জুন, দুবরাজপুরে মুকুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১ জানুয়ারি লাভপুরে তিন ভাই হত্যাকান্ডের ঘটনায় দুবরাজপুর আদালতে হাজিরা দিলেন বিজেপি নেতা মুকুল রায়। তারপর পাহাড়েশ্বর বিজেপি কার্যালয়ে যান মুকুল রায়। এনআরসি,সিএএ–র সমর্থনে ৩১ ডিসেম্বর মল্লারপুরে মহামিছিল এবং জনসভা করলো ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। অনুব্রত মন্ডলকে কটাক্ষ করে বিজেপি সাংসদ বলেন, 'যে লোকটা ঠিক করে হাঁটতে পারে না,সে কি করে গুণ্ডা হয় ?' জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল,সাধারণ সম্পাদক অতনু চ্যাটার্জী,প্রাক্তন জেলা সভাপতি অর্জুন সাহা সহ বিজেপি কর্মীসমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর কোটাসুর বিজেপি পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগ উঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এইঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ১৮ ডিসেম্বর ভাঙচুর হওয়া কোটাসুর পার্টি অফিস পরিদর্শন করেন বিজেপির দুই সাংসদ সুভাষ সরকার,জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ–র নেতৃত্বে ২১শে ডিসেম্বর কোটাসুরে মিছিল করে বিজেপি। মিছিলে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিলো চোখে পড়ার মতো।

সাংসদ কোটায় কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের কামরা ও সাউথ বাওয়ালী গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর কোটায় দুঃস্থ মানুষদের কম্বল বিতরণ হল গত ৮ জানুয়ারি। কামরা অঞ্চলে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তাপস সামন্ত প্রমুখ। সাউথ বাওয়ালী অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, প্রধান তপতী রায়, উপ–প্রধান কানাই সাঁতরা, ডাঃ তরুণ রায়, সেখ সাগীর এবং সাউথ বাওয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশিস নস্কর ও যুব সভাপতি সুন্দর সাঁতরা প্রমুখ। দুটি অনুষ্ঠানে প্রায় এক হাজার কম্বল বিতরণ করা হয়।

বাকি থাকা কাজ নিষ্পত্তির নির্দেশ

অরিজিৎ মণ্ডল: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রশাসনিক বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কাকদ্বীপের হারউড কোস্টাল থানা এলাকার হালদার চক গ্রাউন্ডে প্রশাসনিক বৈঠকে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

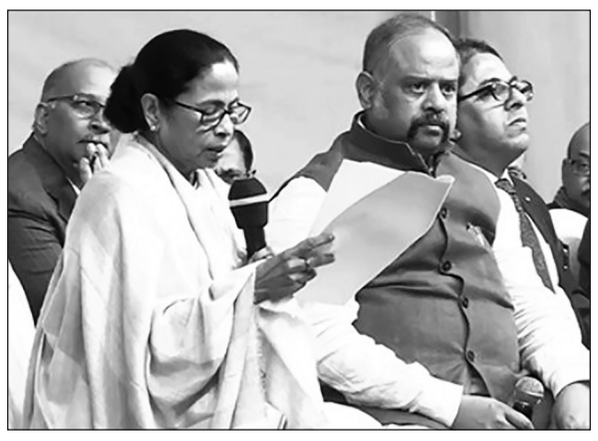

বৈঠকের শুরুতেই বুলবুল ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবন অঞ্চলের পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজ নেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় বাকি থাকা কাজের দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন জেলা শাসক কে। এ বৈঠকে উঠে আসে একাধিক প্রসঙ্গ গঙ্গাসাগর মেলা নিয়ে বেশ কিছু পদক্ষেপের কথাও জানান তিনি। গঙ্গাসাগর মেলা সুস্থ স্বাভাবিক ভাবে সম্পন্ন করা যায় এনিয়েও তিনি জেলা শাসক ও পুলিশকে নির্দেশ দেন।

পাশাপাশি এই বৈঠকে উঠে আসে জেলার বেআইনি নার্সিংহোম গুলির কথা এবং জেলার বিভিন্ন প্রান্তে অবৈধভাবে বিল্ডিং এর উপর কড়া নজরদারির নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকে উঠে আসে গতকাল উস্তিতে বিদ্যুতস্পৃষ্ট হয়ে ৩ জনের মৃত্যুর ঘটনা। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিদ্যুত দপ্তরকে ধমক ও দেন এবং ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন তিনি। পাশাপাশি এ দিনের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে এনআরসি ও সিএএ বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলোর ডাকা বন্ধ কে সমর্থন না করে রাজ্য স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দেন প্রশাসনকে ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন বন্ধ করে আন্দোলন নয়. অন্য পদ্ধতিতে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হবে।

শ্মশানযাত্রায় যমুনা

প্রথম পাতার পর

বাসুদেববাবু জানান, যমুনার উৎসমুখ কাটা হলে যমুনা পুনরায় স্রোতস্বিনী হবে। এর ফলে চারঘাটের কাছে ইছামতীতে যমুনার সঙ্গমস্থলে পলি আলগা হয়ে যাবে এবং জলের তোড়ে মোহনার মুখ খুলে যাবে। এর ফলস্বরূপ নদীতে নতুন করে জোয়ার ভাঁটা খেলবে। এমনটাই দাবি করেন তিনি। এর পাশাপাশি তিনি মনে করেন, যানবাহন এবং জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণে সড়কপথে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে। এজন্য নদীপথে পরিবহনের বিপল্প ব্যবস্থা হলে যানজট ও দুর্ঘটনা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হবে।

এ প্রসঙ্গে গোবরডাঙা পুরসভার পুরপ্রধান সুভাষ দত্ত বলেন, 'যমুনা নদী কাটা হলে মানুষ যেমন বাঁচবে তেমনই, মানুষের জীবন–জীবিকাও বাঁচবে। একসময় দেখেছি, এই যমুনা নদীতে যশোর থেকে মাটির কলসিতে গুড় আসতো। এখন সে সবই শুধু স্বপ্ন।' গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের কর্ণধার তথা বিশিষ্ট পরিবেশবিদ দীপক কুমার দাঁ বলেন, 'পূর্বে গোবরডাঙায় প্রায় একশো চিনির কারখানা ছিল। এখানকার লাল চিনি বা দলুয়া চিনি যমুনা ও ইছামতী নদী হয়ে কলকাতা বন্দরে যেত। সেখান থেকে বিদেশেও রফতানি হত। কিন্তু সেই সব চিনির কারখানাও আজ আর নেই। যমুনা নদীরও দুরবস্থা দেখে কষ্ট হয়। এই নদী সংস্কার না হওয়ায় মশা–মাছিরও প্রাদুর্ভাব দেখা দিচ্ছে। এসব থেকে ও মানুষের জীবন–জীবিকার স্বার্থে এবং বর্তমানে জল সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পেতে নদীকে বাঁচানো বিশেষ প্রয়োজন।'

জনসংযোগ যাত্রায় যুবতৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি : দিদিকে বলো জনসংযোগ যাত্রা প্রায় প্রতিদিনই কোন না কোন জায়গায় হয়ে চলেছে।প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকার মানুষের অভাব অভিযোগ শোনার জন্য কোন রাজনৈতিক দল নেই।এমন কি প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দাদের অভিযোগ,আগে নেতা নেত্রীদের কাছে অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল হয়নি।পরে দিদিকে বলো জনসংযোগ ফোন নম্বরেও অভাব অভিযোগ জানিয়েও কোন সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে দিদিকে বলো জনসংযোগ রাজনৈতিক ফায়দা তোলা ছা।। আর কিছুই নয়।গরীব মানুষ যেমন গরীব ছিল তেমনই আজীবন থাকবে।প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকার সাধারণ মানুষের এমন অভাব অভিযোগের কথা প্রায়ই আসছিল ক্যানিং ব্লক যুবতৃণমূল নেতা পরেশ রাম দাসের কাছে।এমনইতে ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন এলাকায় রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত ভাবে সমাজসেবা কিংবা মানুষের পাশে দাঁ।য়িে জণকল্যাণ মূলক কাজ করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন এই যুব নেতা।আর ক্যানিং ১ ব্লকের প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকা ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুখালি গ্রামের মানুষের অভাব অভিযোগের কথা কানে আসতেই ন।চে।ে বসেন তিনি।জনসংযোগ যাত্রা দিদিকে বলো কর্মসূচি কে লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে দলীয় নির্দেশ এবং নিজেই উদ্যোগ নিয়ে ক্যানিংয়ের প্রত্যন্ত গ্রামে বৃহস্পতিবার সকালে হাজির হলেন।প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছানো মাত্রই গ্রামের বৃদ্ধ–বৃদ্ধা থেকে গৃহবধু,বালক,বালিকারা তাদের একাধিক অভাব অভিযোগ নিয়ে ঘিরে ধরে ক্ষোভে ফেটে প।নে।

অভিযোগ বিগত বামফন্ট্র সরকারের আমল থেকে এই এলাকায় নজরে প।ার মতো কোন উন্নয়ণ হয়নি।রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল,বাস চলাচল দীর্ঘ প্রায় দুবছরের বেশী সময় ধরে বন্ধ,অর্থের অভাবে অনেকে স্কুলছে।ে দিয়েছে,৬০বছরের বেশী বয়স হলেও বার্ধক্য ভাতা মেলেনি,গ্রামের প্রাথমিক চিকিসা কেন্দ্রে অবস্থা বেহাল। চিকিসা করাতে ত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে জামতলা কিংবা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যেতে হয়।

এমন সব অভাব অভিযোগ শোনার পর দলীয় কর্মীদের নিয়ে ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়ের মধুখালি গ্রামের প্রায় ৩০০ পরিবারের কাছে হাজীর হয়ে তাদের অভাব অভিযোগ শোনেন। পাশাপাশি সাময়িক ভাবে অনেকাংশ অভিযোগ সমস্যার সমাধান করে দিয়ে তাদের হাতে দিদিকে বলো ফোন নম্বর তুলেদেন।যুবতৃণমূল নেতার এমন কর্মকান্ড দেখে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন এমন জননেতা আমাদের বিপদে আপদে প্রয়োজন। পরেশ রাম দাস,উত্তম দাস,হরেন ঘো।ই,সুশীল সরদার,তপন সাহার মতো দরদী জননেতারাই পারবে এলাকার উন্নয়ণ করতে। এদিন বিগত দিনের চাওয়া পাওয়া ক্ষোভ বিক্ষোভ ভুলে কয়েক হাজার গ্রামবাসী দিদিকে বলো জনসংযোগ যাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। ক্যানিংয়ের যুবনেতা পরেশ রাম দাস বলেন এলাকার মানুষের অনেক অভাব অভিযোগ রয়েছে। তাদের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে আগামী দিনে তাদের পাশেই থাকতে চাই।

কন্যাশ্রীর যুগেও কমেনি ভ্রূণ হত্যা

প্রথম পাতার পর

এই ভ্রূণ হত্যা রোধে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার বিভিন্ন রকম সচেতনামূলক উদ্যোগ গ্রহণ করছে প্রতিনিয়ত। সরকারি উদ্যোগে বারবার প্রচার করা হচ্ছে ভ্রূণ হত্যা দণ্ডনীয় অপরাধ। অথচ কোচবিহার সরকারি মেডিকেল হাসপাতালের মত একটি সরকারি হাসপাতালে ভেতরে এভাবে ধুম পড়ে থাকায় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ। তাহলে কি সরকারি উদ্যোগে এ ধরনের সরকারি মেডিকেল কলেজে গোপনে ভ্রূণ হত্যা করা হচ্ছে? এ নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। এই মুহূর্তে বিতর্কিত এই প্রশ্নের মুখে কোচবিহার সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল।

এই মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এম এস ভি পি রাজীব প্রসাদ এ প্রসঙ্গে বলেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

গড়াপেটার গ্যাড়াকলে বঙ্গ রাজনীতি

প্রথম পাতার পর

যতই যাত্রাপালার মতো চড়া পর্দায় তাঁরা একে অপরের বিরুদ্ধে তোপ দাগুক ভিতরে ভিতরে তাদের সাঁট আছে বলে অভিযোগ কং–বামের। সেজন্যই চিটফান্ড থেকে রাজীব কুমার সব বিষয়েই কেন্দ্র রাজ্যকে ওয়াকওভার দিয়ে চলেছে। এমনটাই দাবি বিরোধীদের। তার প্রতিদানে তৃণমূলও লোকসভা থেকে রাজ্যসভায় ঘুরিয়ে মদত জোগাচ্ছে এনডিএ সরকারকে। ওপরে ওপরে মনে হচ্ছে তাঁদের মধ্যে কতই না কুস্তি চলছে। কিন্তু ভিতরে দোস্তির সলতেটা পেকেই চলেছে।

সম্প্রতি সিএএ আর এনআরসি নিয়ে কেন্দ্রের মোদী সরকারের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জোরদার টক্কর শুরু হয়েছে। এটাকেও নাটক বলেই অভিহিত করছেন বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি প্রকৃতই বিজেপি বিরোধী হতেন তাহলে তিনি কংগ্রেসের ডাকে দিল্লিতে বিরোধীদের সম্মিলিত সভায় যোগ দিতেন। এ

মনকি কেরালায় যেমন সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন ও কংগ্রেস দল একত্রিত হয়ে বিধানসভায় ক্যা, এনআরসি বিরোধী প্রস্তাব এনেছেন সেরকম কিছু এখানকার বিধানসভায় করতে চেয়ে রীতিমতো অপমানিত হতে হয়েছে রাজ্যের কং–বাম নেতৃত্বকে। সিএএ ও এনআরসি বিরোধী যে বাম–কং বনধ সংগঠিত হল গত ৮ জানুয়ারি তা আটকাতে যেভাবে রাজ্যের মমতা সরকার তৎপর হয়েছিল তাকেও মোদী সরকারকে খুশি করার অভিপ্রায় বলে চিহ্নিত করছেন বিরোধীরা। এমনকি বিজেপি যে রাজ্যে লোকসভায় ১৮ টি আসন পেয়েছে তাও তৃণমূলের ভেট বলে অভিযোগ করে আসছেন এই বিরোধীরা।

অন্যদিকে আবার পালটা একটা গটআপ তত্ত্ব তুলছে তৃণমূল। তাদের বক্তব্য, বিজেপির ভোট যত সংখ্যক বেড়েছে ততটাই ভোট রেশিও কমেছে বামেদের। তার মানে এটা স্পষ্ট বামেরা পরিকল্পনা করে তাদের পুরো ভোটটা বিজেপির বাক্সে ফেলেছে। যার অর্থ বাম–রামের গড়াপেটার অভিযোগ করছে তৃণমূল।

বিজেপির তরফে আবার একটা উলটো গড়াপেটার ছবি তুলে ধরা হচ্ছে। তাঁদের বক্তব্য, এখানকার ক্ষয়িষ্ণু বামেদের তোল্লাই দিতে ভিতরে ভিতরে তাদের রসদ জোগাচ্ছে তৃণমূল। তাদের লক্ষ্য যেনতেন প্রকারে বিজেপির উত্থান আটকে শাসন ক্ষমতা ধরে রাখা। এতগুলি গড়াপেটার অভিযোগের মধ্যে কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে তা নিয়ে সন্দিহান রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরাই।

'কৃষ্ণা গ্লাস' এখন ডেঙ্গুর আঁতুরঘর

প্রথম পাতার পর

আমার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি প্রস্তাব হল, আমরা জায়গার অভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে পারি না। ওখানে একটি বড়োসড়ো 'কমিউনিটি হল' করা যেতে পারে। বা 'নাইট শেল্টার' বা 'সোশ্যাল সেক্টর' থেকে যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, অনেক সময় ওই প্রশিক্ষণের জন্য জায়গা পাওয়া যায়। সেজন্য যদি এখানে একটি পরিকাঠামো তৈরি করা যেতে পারে। কিন্তু খুব বেশি কিছু যদি নাও হয়, আমরা যদি জায়গাটি পরিষ্কার করে শিশুদের খেলার মাঠও করে দেওয়া যেতে পারে। সেটুকু যদি পরিকল্পনা পুরসংস্থা থেকে করা যায় তাহলে বোধ হয়, ওই অঞ্চলের পুরবাসীরা বেঁচে যায়। যদিও এটি পুরসংস্থার বিষয় নয়, কিন্তু যেহেতু মহানাগরিক পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের একজন পূর্ণমন্ত্রী, তাই তার কাছে আবেদন করবো, এই কারখানাটি নিয়ে অন্তত তিনি একটু ভাবুক। কারণ 'বিপজ্জনক বাড়ি' যদি ভেঙে পড়ে তাহলে সেটাও একটা ভয়ঙ্কর বিষয় হবে আগামী দিনে। তার কাছে আমার আবেদন পুরসংস্থা থেকে যদি ওটা অধিগ্রহণ করে সেখানে জনস্বার্থে এমন কিছু নির্মাণ করা হোক যাতে এলাকাবাসী উপকৃত হয়।

মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম প্রস্তাবের জবাবি বক্তব্যে বলেন, 'কৃষ্ণা গ্লাস ফ্যাক্টরি' আমাদের যাদবপুরের একটা গর্ব ছিল। রাজ্যে বামফ্রন্ট আমলে অনেক আন্দোলনের পর এটা বন্ধই হয়ে যায়। সেই থেকে জায়গাটি পরিত্যক্ত হয়ে নোংরা–মশার উপদ্রব বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিয়ম করে পুর জঞ্জাল ও স্বাস্থ্য দফতর পরিষ্কার করে ব্লিচিং ও মশার লার্ভা ধ্বংসের তেল ছড়ানো হয়ে থাকে। মহানাগরিক বলেন, জমিটি বর্তমানে রাজ্য সরকার অধিগৃহীত জায়গা। তাই একটা কারখানা আমরা স্বাভাবিক উঠিয়ে দিতে পারি না। কারণ তার অনেক 'ফর্মালিটিস' আছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে। শ্রমিকদের কীসব বকেয়া আছে। এসব একটা বড়োসড়ো প্রসেস। কিন্তু এটা ঠিক যে ওই জায়গাটা পরিত্যক্ত ভাবে পড়ে রয়েছে। খুব ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পুরসংস্থাও এ বিষয়টি নিয়ে 'কনসার্ন'। আমি নিশ্চিতভাবে এই বিষয়টি নিয়ে শিল্পমন্ত্রী অমিত মিত্রকে চিঠি লিখবো। যে এই কারখানার দেওয়াগুলির অবস্থা খুবই বিপজ্জনক। তবে নিয়মিত ভাবে যাতে ওই জায়গাটি পরিষ্কার করতে পারা যায় তার ব্যবস্থা করা। এবং ওই কারখানার অ্যাসেসমেন্টে এই চার্চটাকে ঢুকিয়ে দেওয়ার হয়। কৃষ্ণা গ্লাস কারখানার জন্য এই ব্যবস্থাটি করা হচ্ছে। এবং স্বাস্থ্য দফতরও তার কাজটি নিয়মিত করবে। প্রসঙ্গত, ভূমি রাজস্ব দফতরের রেকর্ড অনুযায়ী, এই ফ্যাক্টরির মোট জমির পরিমাণ প্রায় ২.৪৮ একর। স্থানীয় পুর প্রতিনিধির অভিযোগ, পরিত্যক্ত ওই জমির অনেকটা অংশ এখনই বেদখল হয়ে গিয়েছে। ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন ওনাকে বিষয়টি সম্পর্কে জানাই। এবার কলকাতার মহানাগরিক তথা পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে জানালাম।

মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় গঙ্গাসাগর

প্রথম পাতার পর

গুগলসে গঙ্গাসাগর ২০২০ অ্যাপস ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা এই অ্যাপস থেকে সাগর মেলার যাবতীয় তথ্য পাবেন। এমনকি স্থানীয় বকখালী, ফ্রেজারগঞ্জ, ডায়মন্ড হারবার ও রায়চক পর্যটন ক্ষেত্রের নানা তথ্যও পেয়ে যাবেন। জেলা প্রশাসন গোটা মেলা চত্বরকে সিসি টিভিতে মুড়ে দিয়েছেন, ওয়াইফাই জোন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। বিভিন্ন পয়েন্টে তীর্থযাত্রীদের জমায়েতের পরিসংখ্যান এবং কোনও দুর্ঘটনার বা অগ্নি সংযোগের প্রাথমিক সংবাদও দ্রুত যাতে প্রশাসনের কাছে পৌঁছে যায় তার জন্য নানা তথ্য প্রযুক্তিকে সচল করা হয়েছে। এবার মেলাকে দুর্ঘটনা মুক্ত করার জন্য নানা অত্যাধুনিক ব্যবস্থা করেছে প্রশাসন।

অগ্নি নির্বাপনের ব্যবস্থাও চোখে পড়ার মতো। এবারই প্রথম সাগর মেলায় দুটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোনও দিকেই প্রশাসন কার্পণ্য করতে চাইছে না। তাই এবার মেলার জন্য কোনও নির্দিষ্ট বাজেট নেই। এত কিছুর পরও, মুড়ি গঙ্গার পলি নিয়ে তীর্থযাত্রী ও সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ ও প্রশ্ন চিহ্ন রয়ে গেছে। কারণ ১০ জানুয়ারির আগে পর্যন্ত মুড়ি গঙ্গার পলি চোখ রাঙাচ্ছিল। যদিও জেলাশাসক ড. পি উলগানাথন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, ১০ জানুয়ারি থেকে জেলা প্রশাসন লট নম্বর এইট থেকে ভেসেল বা বার্জ চালানোর দায়িত্ব নেবে। এবারে খুব ভালো ড্রেজিং হয়েছে। আশা করা যায় দিনে ১৬–২০ ঘন্টা ভেসেল চালানো সম্ভব হবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদের সভাদিপতি সামিমা সেখ বলেন, এবার গঙ্গাসাগর মেলাকে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের সম্পূর্ণ পরিষেবা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বিগত বছরের ন্যায় এবছরও তীর্থযাত্রীদের জন্য ৫ লক্ষ টাকার বীমার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন দেখার এবারের মেগা গঙ্গাসাগর মেলা ১০০ নম্বরে কত নম্বর পায়। তবে জেলা প্রশাসনের আশা এবার মেলায় ৩০–৪০ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসতে পারে। এখন সবাই মকরসংক্রান্তির সেই ১৫ জানুয়ারির মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়।

Dated : 07.01.2020

NOTICE

To

1) Sri Sudip Agarwal,
son of Krihorilal Agarwal,
residing at Present G.D.–129, Salt Lake,
Sector–III, Kolkata – 700 106.

2) Sri Ram Prasad Thakur,
son of Late Jainandan Thakur,
residing at Rash Behari Avenue,
Kolkata 700 017.

Re :– W. P. No. 14876(W) of 2015
Sri Sasanka Sekhar Haldar,
–Vs–
Kolkata Municipal Corporation & Ors.
My Client : Sasanka Sekhar Halder, son of Late Jyotish Haldar, residing at 38, K. N. Sen Road, P. S. Kasba, Kolkata – 700 042.

Sir(S),
This is to inform you that in the above mentioned matter, I shall mention on behalf of my sais client for hearing before the Hon"ble Justice Subrata Talukdar on 27–01–2020 or soon thereafter when the business of the Hon"ble Court will permit. This is for your information and do the needful.
Yours faithfully
Tapas Kumar Majumder
Advocate,
High Court, Calcutta,
Bar Association Room No. 2
9830459586(M)

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
DIRECTORATE OF FORESTS
OFFICE OF THE DIVISIONAL FOREST OFFICER
24 – PARGANAS (SOUTH) DIVISION
Tele & Fax 91(033)2479 9032
Email–dfo24pgss.fd–wb@gov.in

Bonafied Contractors eligible for participating are requests to visit the website www.wbtenders.gov.in regarding Tender Notice Nos.:

1. 55/SAFFIRE ROPE/2019–2020 regarding supply of Saffire Rope under 24–Parganas (South) Division.
2. 56/Repairing Community Hall/Debipur/2019–2020 regarding of Community Hall at Debipur under Raidighi Range under 24 Parganas (South) Division.
3. 57/Repairing Community Hall/Binodpur/2019–2020 regarding repairing of Community Hall at Binodpur under Raidighi Range under 24 Parganas (South) Division.
4. 58/Binocular/2019–2020 regarding supply of Telescoping Binocular under 24 Parganas (South) Division.

sd/–
Divisional Forest Officer
24–Parganas (South) Division

০৯৫/জে.ত.স.দ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা তারিখ : ০৭/০১/২০

মহানগরে

আসন সংরক্ষণের চিন্তায় পুরপ্রতিনিধিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার সরোজিনী নাইডু সরণিস্থিত রাজ্য নির্বাচন কমিশন 'কলকাতা পুরনিগম আইন ১৯৮০' অনুযায়ী অষ্টম কলকাতা পুর বোর্ড নির্বাচনে ১৪৪টি ওয়ার্ডের ওয়ার্ডভিত্তিক আসন সংরক্ষণের খসড়া তালিকা আগামী ১৭ জানুয়ারি প্রকাশ করবে। তারপরে দু'সপ্তাহ বিবিধ অভিযোগ জানানোর জন্য সময় দেওয়া হবে। আর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি। প্রথা মতো রাজ্য নির্বাচন কমিশন মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ড তৈরির জন্য একটি বিশেষ ধরণের 'রোস্টার' তৈরি করে। পরে তা পাঠানো হয় আলিপুরস্থিত 'দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনে'র কাছে। তারা নিয়মানুযায়ী কোন আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হবে, তা জনসংখ্যার ভিত্তিতে তৈরি হয়। তবে সব কিছুই চূড়ান্ত হয় রাজ্য সরকারের ইচ্ছা–অনিচ্ছায়।

এদিকে, সংরক্ষণের সাপ–লুডোর চক্করে পড়ার ভয়ে আগামী কলকাতা পুর নির্বাচনে লড়া নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন হেভিওয়েটেরা। শাসক থেকে বিরোধী, কে নেই সেই তালিকায়। এছাড়া সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত উভয় ক্ষেত্রেই মোট আসনের ২২.৫ শতাংশ আসন তফসিলি জাতিদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই নিয়মের ফাঁদেই বহু তারকা প্রার্থীর কলকাতা পুর ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। গতবার তফসিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের তালিকায় ছিল ৪,৩০,৪৬, ৭৯, ৮৬, ১১৪, ১২৪ ও ১৪৪ নম্বর ওয়ার্ড। তৃণমূলের এক নেতার বক্তব্য, কলকাতার সিংহভাগ ওয়ার্ডে দলের পুর প্রতিনিধিরা রয়েছেন। কেউই নিজের জায়গা ছাড়তে নারাজ। কিন্তু মহিলা সংরক্ষিত আসন হওয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে অনেকেই পারবেন না। সেজন্য মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ডে নিজের স্ত্রী বা পরিবারের কোনও মহিলাকে ভোটে জিতিয়ে এনে নিজের হাতেই ওয়ার্ডে কাজের দায়–দায়িত্ব রাখার পরিকল্পনা দীর্ঘদিন ধরে দলে চালু রয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ১২৯ নম্বর ওয়ার্ডটি ২০১০ থেকে মহিলা সংরক্ষিত হওয়ায় ১৯৯৫–২০১০ এই সময়কালের ওই ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি অঞ্জন দাস নিজের স্ত্রী সংহিতা দাসকে জিতিয়ে এনে ওয়ার্ডের যাবতীয় কাজকর্ম নিজের হাতেই রাখছেন। ৯, ১২, ২১, ২৪, ২৭, ৬২, ৬৫, ৭১, ১০৬ নম্বর ওয়ার্ডগুলিতেও যেনতেন প্রকারে ওয়ার্ড হাত ছাড়া করা যাবে না, এই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, ২০১৫–তে ওয়ার্ডভিত্তিক সংরক্ষণের তালিকা প্রকাশিত হয় ২ ফেব্রুয়ারি সোমবার। আর এই সংরক্ষণের বিষয়টি পুরোপুরি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এতে কারোর কোনও হস্তক্ষেপের প্রশ্ন থাকে না বলে জানান শাসকদলের একাংশ।

শহর থেকে 'ডেড কেবল তার' সরানোর হুঁশিয়ারি মেয়রের

বরুণ মণ্ডল : কেবল অপারেটর সংস্থা ও এমএসও (মাল্টি সার্ভিস অপারেটর)–দের একাধিকবার কেন্দ্রীয় পুরভবনে ডেকে এনে প্রাক্তন মহানাগরিক শোভন চট্টোপাধ্যায় ও বর্তমান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম দীর্ঘ সময় ধরে সমস্যা সমাধানের আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তারা তাদের অকেজো বাতিল কেবল তারগুলি বিভিন্ন 'ইলেকট্রিক পোস্ট' থেকে খুলে রাস্তা থেকে সরিয়ে দেবে। কিন্তু সভার দীর্ঘদিন পরেও লক্ষ্য করা যায়, ওই বৈঠকের সিদ্ধান্ত কার্যকরের বিষয়ে তারা ওই বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কলকাতা মহানগরের উত্তরের কাশীপুর–সিঁথি থেকে দক্ষিণে ঠাকুরপুকুর–জোকা, পূর্বে মাদুরদহ–নোনাডাঙা থেকে পশ্চিমে গার্ডেনরিচ–মেটিয়াব্রুজ সর্বত্র কেবল টিভি তারের জঙ্গল মাথার ওপর ঝুলছে। এজন্যই সায়েন্স সিটিতে গত ৬ জানুয়ারি থেকে তিনদিন ব্যাপী 'সার্ক' অঞ্চলের বৃহত্তম ২৩ তম বার্ষিক ডিজিটাল কেবল টিভি ও ব্রডব্যান্ড 'ট্রেড শো–২০২০'–এর উদ্বোধনী বক্তব্যে কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, কলকাতার বিভিন্ন জায়গা থেকে অকেজো কেবল টিভি নেট ওয়ার্কের তারের জঙ্গল আপনারা যদি আগামী দিনে না সরান, তবে আমিও আমিও আগামী বছরের এই 'কেবল টিভি শো'তে আমন্ত্রণের পত্র দেওয়া সত্ত্বেও আসব না। আপনাদের সকল শ্রেণির কর্মচারীদের আমরা 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'র আওতায় নিয়ে এসেছি। তা সত্ত্বেও আপনাদের দায়িত্বের প্রতি আপনারা অবহেলা করছেন। 'ডেড কেবল টিভি' তারের জঙ্গল পরিষ্কার করতে পুর ইলেকট্রিসিটি ও লাইটিং দফতর আপনাদের সহায়তা করবে। আপনারা শুধু মাত্র 'ডেড কেবল তার'গুলি চিহ্নিত করে দিলেই হবে। আপনাদের 'ডেড তার' গুলি না সকালে আমরা কড়া ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবো। সেক্ষেত্রে আপনাদের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানির 'ডিস' নেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। কলকাতা মহানাগরিকের বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে শহরের এমএসও সংস্থাগুলির পক্ষে অন্যতম 'মিটি কেবল' কর্তা সুরেশ শেঠিয়া বলেন, আমরা কলকাতা থেকে 'ডেড কেবল টিভি নেটওয়ার্কের তার'গুলি ইতিমধ্যেই সরিয়েছি। আবারও সরাবো। কিন্তু শহরে টেলিকম পরিষেবা সহ বিবিধ সংস্থার তারও রয়েছে। শহরের বুকে আমাদের তার মাত্র ৭–৮ শতাংশ। বাকি 'টেলিফোনের তার' 'ইন্টারনেটে'র তার ইত্যাদি পরিষেবা সংস্তার তারগুলির দায়দায়িত্ব আমরা কী করে নেবো? পুরসংস্থাকেই এ বিষয়ে ভাবতে হবে। গত ৮ জানুয়ারি তিনদিনব্যাপী চলা কলকাতার বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রিট স্থিত 'কেবল টিভি ইকুইপমেন্টস ট্রেডার্স অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারাস্ অ্যাসোসিয়েশনে' (সিটিএমএ)র 'শো' চলে। উপস্থিত ছিলেন 'সিটিএমএ'–এর চেয়ারম্যান পবন ঝাঝোরিয়া। প্রসঙ্গত, সাধারণ, প্রতি বছরই 'কেবল টিভি শো' সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের তরফে ফিরহাদ হাকিমকে আমন্ত্রণ জানানো হয়ে থাকে।

প্রশাসনিক রিভিউ মিটিং

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রথম পর্বের 'পুর প্রশাসনিক সভা' গত জানুয়ারি মধ্য কলকাতার সূর্য সেন স্ট্রিট স্থিত ৫ নম্বর বরো দিয়ে শেষ হল। ৮ জন তৃণমূল, ১ জন কংগ্রেস, ১ জন বিজেপি ও ১ জন সিপিএম পুর প্রতিনিধিকে নিয়ে এই বরোর ওয়ার্ড সংখ্যা ১১টি। এদিনের সভায় সন্তোষ পাঠক সুনীতা ঝাওয়ারসহ সকল প্রতিনিধিই উপস্থিত ছিলেন পুর প্রতিনিধিদের আওতায় পড়ে না। কিন্তু যেগুলি পড়ে, তা যেন সকলে সেরে ফেলেন। এবার গত ৮ জানুয়ারি থেকে ১১, ১২ ও ১৬ বরো'র পুর প্রতিনিধিদের দিয়ে 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিভিউ মিটিং' শুরু করলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।

এক ঝাঁক ইচ্ছে ডানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩ জানুয়ারি কলকাতার শিবাঙ্গন–এ (Shibangan Banquet) অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 'active Youth'–এর অনুষ্ঠান 'এক ঝাঁক ইচ্ছে ডানা'। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী সুজিত বসু, কৃষ্ণা চক্রবর্তী (মেয়র, বি.এম.সি), তাপস চ্যাটার্জি (ডিওয়াই, মেয়র, বি.এম.সি), সমাজকর্মী রতন মৃধা, এল এন মিনা (সিপি, বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেট), দেবরাজ চক্রবর্তী, কুনাল আগরওয়াল, রূপান্তরকামী আইনজীবী ও নৃত্যশিল্পী মেঘ সায়ন্তনী ঘোষ প্রমুখ।

'active youth' এই সংগঠনের মূল চালিকাশক্তি যুব সম্প্রদায়। সারা বছর ধরে তারা নানারকম সমাজসেবা মূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে। ২০১৮ সাল থেকে এই সংগঠন একটি আঁকার স্কুল চালিয়ে আসছে। প্রায় ৩০ টা বাচ্চাকে বিনামূল্যে আঁকা, হাতের কাজ শিখিয়ে আসছে। active youth' সমাজের আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া কিছু বাচ্চার পড়াশোনার দায়িত্বভারও গ্রহণ করেছে। এছাড়া মাধ্যমিক–উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিনামূল্যে টেস্ট পেপার বিতরণ করে আসছে। সংস্থার প্রেসিডেন্ট মুক্তা রক্ষিত–এর কথায়, 'প্রত্যন্ত গ্রাম যেখানে বাচ্চারা চিকিৎসার সুযোগ পায় না, সেখানে গিয়েও আমরা কাজ করি। এছাড়া ভবিষ্যতে একটা ছোট আশ্রম খোলার ইচ্ছে আছে। যেখানে বাচ্চাদের রেখে জন্য যাতে প্রতিনিয়ত তাদের জন্য কাজ করতে পারি। ইতিমধ্যে কেরালা, বাঁকুড়া, পশ্চিম দিনাজপুরে গিয়ে কাজ করেছি। মহারাষ্ট্রের স্লাম অঞ্চলের বাচ্চাদের নিয়েও কাজ করার ইচ্ছে আমাদের রয়েছে। কারণ ওখানকার বাচ্চাদের মধ্যে মাদক সেবনের প্রবণতা অত্যন্ত বেশি'।

এদিন উক্ত অনুষ্ঠানে শিশুদের জন্য বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ম্যাজিক শো, লাঞ্চের ব্যবস্থা, উপহার বিতরণ সহ নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রায় দেড়শো টি বাচ্চা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল। উল্লেখ্য, এর আগেও এই সংগঠন নানা ধরণের সমাজসেবামূলক অনুষ্ঠান অত্যন্ত আন্তরিকতা ও যত্নের সাথে অনুষ্ঠিত করেছে।

জিএসটি কমায় আশা দেখছে আবাসন শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবাসন শিল্প নিয়ে জুলাই থেকে ডিসেম্বর ২০১৯–এর পরিসংখ্যান নিয়ে এলো 'নাইট ফ্র্যাঙ্ক সংস্থা' যাতে দেখা যাচ্ছে সব কটি বৃহত্তর রাজ্যের শিল্পের অগ্রগতি খুবই ক্ষীণ। যদিও এর মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে কিছুটা হলেও রেখা দেখা যাচ্ছে অফিস ভিত্তিক আবাসন শিল্পতে।

কলকাতায় অফিস ভিত্তিক আবাসন শিল্প এক বিশাল মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। গত বারের তুলনায় ১৬২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি সত্যিই চোখে পড়েছে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে ভাড়া নেওয়া বা বিক্রি করার যে দাম ছিল সে দাম অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। রাসবিহারী অঞ্চলে এবং তার সংলগ্ন জায়গায় এর সব থেকে বেশি প্রভাব পড়েছে। সল্টলেকের রাজারহাটেও প্রভাব রয়েছে তবে অল্পমাত্রায়। গত পাঁচ বছরের নিরিখে দেখতে গেলে দেখা যাচ্ছে ১.৩ লক্ষ বর্গ ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে ২০১৯–এ।

অবশ্য বসবাসের জন্য আবাসন শিল্পে তেমন একটা বৃদ্ধি চোখে পড়ে নি যদিও তার মধ্যে বৃদ্ধির হার বেড়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ কলকাতা অঞ্চলে। রাজারহাটেও বৃদ্ধি চোখে পড়েছে। কিন্তু মধ্য কলকাতা এবং উত্তর কলকাতায় তেমনভাবে কোনও বৃদ্ধি না হওয়ায় এক্ষেত্রে তেমন পরিসংখ্যান ধরা দেয়নি। যেহেতু শুধু দক্ষিণ কলকাতায় বৃদ্ধি পেয়েছে তাই আশানুরূপ ফল করতে পারে নি বসবাসের জন্য আবাসন শিল্প। দক্ষিণ কলকাতায় ৯ শতাংশ বেড়েছে। বিশেষ করে বেহালা অঞ্চলে নতুন নতুন প্রজেক্ট হওয়ায়

সেখানকার গ্রাফ উর্দ্ধমুখী। এক্ষেত্রে ২৫ থেকে ৫০ লাখের মধ্যে আবাসনের বিক্রি ৩৩ শতাংশ। এবং ৫০ লাখের উপরে আবাসন বিক্রি বেড়েছে ৬৭ শতাংশ অর্থাৎ ৫০ লাখের চেয়েও দামি আবাসন মানুষ এখন কেনার সামর্থ্য রয়েছে পরিসংখ্যান অনুযায়ী। বিশেষজ্ঞরা বলছেন এর কারণ হলো জিএসটির হার লাঘব। কারণ এর আগে ছিল ১২ শতাংশ জিএসটি আর এখন হয়েছে ১ শতাংশ জিএসটি। পরিসংখ্যানে এও লক্ষ্য করা গেছে বাড়ির দাম আগের বছরগুলির থেকে খুব একটা বাড়েনি। প্রায় একই রয়েছে তবে মাপে কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছে আবাসন। সেক্ষেত্রে বোঝাই যাচ্ছে বাড়ির বা ফ্ল্যাটের মাপ কমিয়ে দামকে এক জায়গায় রাখার চেষ্টায় রয়েছে এই শিল্পের সাথে জড়িত ব্যক্তিরা। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, এমত অবস্থা থাকলে আমাগী দিনে এ শিল্পে আশা ও ভরসা থাকবে এবং বৃদ্ধি পাবে যার দরুণ অর্থনীতিকেও সাহায্য করা যাবে। যদি এও মনে করানো হয়েছে যেহেতু কর্মসংস্থানে একটা বিশাল একটা অভাব দিয়েছে দেশে তাই কর্মসংস্থানের সাথে এ শিল্পের ওতপ্রোত যোগ রয়েছে কিছুটা হলেও তাই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। **ছবি: উৎপল কুমার রায়**

হিন্দুত্ব বিষয়ক আলোচনা সভা : দক্ষিণ কলিকাতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন– যতো মত ততো পথ– সব পথই এসে সনাতন সমুদ্রে মেশে। মহাবিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে প্রতিটি অনুপরমানু থেকে স্থাবর জংগম প্রকৃতি পরিবেশ সংক্রান্ত লব্ধ অভিজ্ঞতার সমাহারই হলো সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতি। যঃ ধারয়তি স ধর্ম্মঃ– যা ধারণ করে রাখে তাই ধর্ম্ম। (মোটামুটি) ১৪ শো কোটি বছর আগে মহাবিশ্বের সৃষ্টি মুহূর্ত থেকে ধারণ স্রোত বহমান। তাই ধর্ম সনাতন– আদি অনন্ত। এর শুরুও নেই শেষও নেই। তাই কোনও একজন মহামানবের আবির্ভাবের সঙ্গে এর উদ্ভব নয়। যুগে যুগে অবতারের প্রকাশ ঘটেছে– মানুষকে আশ্বস্ত তাঁরা করেছেন– ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

গত ২৭ ডিসেম্বর কে এমসি ৮৭ ওয়ার্ডে ৫৬ লেক অ্যাভিন্যু স্থিত বিজেপির নতুন অফিসে হিন্দুত্ব বিষয়ক আলোচনা– সন্ধ্যা অনুভব করা হয় বহু সংখ্যক অনুভাবী মানুষের উপস্থিতিতে। অটল–স্মরণ পর্যায়ে এই অনুষ্ঠানের প্রথম নিবেদক দক্ষিণ কলিকাতা বিজেপির অর্গানাইজিং সেক্রেটারি তুষার মুখার্জী– আলোচ্য শীর্ষক (হেড টপিক)এর প্রস্তাবকও উনি। তাঁর সুচিন্তিত বক্তব্য– সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত মতো হিন্দুত্ব কোনও সেমেটিক ধর্ম নয়– Hinduism is a way of life এখানে কোনও কাফের–মুমিন তত্ত্ব নেই। সাকার–নিরাকার, ঈশ্বরে বিশ্বাসী অবিশ্বাসী সকলেই হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত। আমেরিকান দার্শনিক ডেভিড ফ্রলের মতো হিন্দুত্ব সংস্কৃতি স্রোতধারা all encompassing, আমাদের পূজা এবাদত পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু আমাদের culture একটাই। এই আদর্শ সকলের মনে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া বিজেপি কর্মীদের দায়িত্ব।

পরবর্তী বক্তা অভিজিৎ সাহা বাঙালি সংস্কৃতির উৎস প্রসঙ্গে বলেন– চিন থেকে বঙ্গ নামে এক উপজাতি গোষ্ঠীর transmigration ঘটেছিল চব্বিশ পরগনার বাদা অঞ্চলে। তাদের উত্তরসূরী হিসাবে মঙ্গলয়েড ডিএন এন আজও আমাদের রক্তে রয়ে গেছে– আমরা বাঙালি বলে পরিচিত। বাঙালিত্ব আমাদের গর্ব, ভারতীয়ত্ব অহংকার।

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব শ্রীপতি প্রধান অনুযোগ করেন, প্রচারের বড়োই অভাব। প্রচারবিমুখিনতার জন্য আমাদের বক্তব্য homogeneously সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। CAA 2019 নাগরিকতা দেবে, কারোর নাগরিক অধিকার ছিনিয়ে নেবে না। মুসলমান যাঁরা শরণ চাইবেন তাঁদের আবেদন Citizenship Act 1955 মোতাবেক বিচার করা হবে। ২০১৪–১৯ এ 3449 মুসলমান নাগরিকতা পেয়েছেন। তসলিমা নাসরিন, তারিখ ফতেহও পাবেন।

বিকাশ দেবনাথ বলেন, হিন্দুত্ব বাদের মূলে রয়েছে এথিকস। ছাত্রাবস্থা থেকে যে নীতিশিক্ষা আমরা পেয়েছি নতুন প্রজন্ম সেই মূল্যবোধের শিক্ষা পাচ্ছে না। যাদবপুর ইউনির্ভাসিটিতে যে ঘটনাগুলো ঘটছে তার পাল্টা জবাব দেওয়া both intellectually and organisationally সম্ভব হচ্ছে না। তার কারণ রাজ্য ও জেলাস্তরে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি প্রচারের আলোয় থেকে যাচ্ছেন। ইনটেলেকচুয়াল second rung এবং সংগঠনে অন্য ফ্রন্ট দানা বাঁধতে পারছে না।PFI SIMI র মতো banned সংগঠনও মাটি পেয়ে যাচ্ছে।

বিজেপির জন্মলগ্ন থেকে জুড়ে আছেন সংগঠনের সঙ্গে দিলীপ মিত্র। তিনি বলেন, হিন্দুধর্মের চলন পথ বৃত্তাকার। সরলরেখার শুরু থাকে শেষও হয়, বৃত্তের নয়। হিন্দুধর্ম অপরিবর্তনীয়। তবে স্থান কাল পাত্র ভেদে যা বর্জনীয় সেগুলো ধরে রাখে নি। আমরা বিজেপি কর্মীরা স্বামীজিকে আশ্রয় করে পথ চলি তাই কাপুরুষতা কখনই গ্রাস করতে পারে না।

দক্ষ সংগঠক দিলীপ সরকার বলেন, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় যেখানে হিন্দু সংখ্যা ৯০%ও বেশি সেখানেও বহু সিটে বিজেপি পাঁচশো হাজার ভোটে হারছে। এটা বিরাট অশনি সংকেত। কারণ Law & Order রাজ্য সরকারের হাতে থাকে। মমতা বাঙালি ট্যাক্স পেয়ারদের কাছে থেকে আদায় করা দশ লক্ষ টাকা দান খয়রাত করতে কর্নাটক উড়ে গেলেন। গত এক বচরে ৮২ জন বঙ্গসন্তান খুন হয়েছে। মমতা তাদের খবরও নেয়নি আদিবাসী তারা হিন্দু সন্তান বলে।

অতি মনোজ্ঞ এই অনুভবী সন্ধ্যায় যে বক্তব্য গুলো উঠে এলো তা অতীব প্রাণিধান যোগ্য। হিন্দুধর্মের মধ্যে শৌর্যবীর্য ক্ষত্রিয় গুণের এক বিরাট স্থান আছে। হিন্দু পূজিত কোনও দেবীর মাথায় ঘোমটা নেই (হিজাব– বোরখা তো দূরস্থান) কিন্তু হাতে অস্ত্র আছে। শ্রীরাম সন্ন্যাসী বেশে রণগমণের সময় সব কিছু ত্যাগ করেছিলেন, তবে ক্ষাত্রধর্ম নয়। অস্ত্র নিতে ভোলেন নি। লক্ষ্মণ ভ্রাতাও নয়। মাঝে চলেছেন জানকী সকল শক্তির আধার। বীর্যবত্তার এতো বিকাশ থাকা সত্ত্বেও মহম্মদ বিন কাসেম এর মতো জেহাদি যখন ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল আক্রমণ করলো– হাতে সোর্ড অফ ইসলাম তখন হিন্দু সমাজ হেরে গেল কেন? হিন্দুকুশ মানে হিন্দু হত্যা। বিবেকানন্দ আমাদের কিছু সূত্র দিয়েছেন। হিন্দু ধর্ম কোনও দিনও রাজধর্ম ছিল না। গৌতমবুদ্ধ নিজে ছিলেন রাজপুত্র। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বে উন্নীত হওয়ার পর সারা জগতের জন্য উপহার দিলেন অষ্টাঙ্গ মার্গ। অনেক রাজা এই মহান পথ অনুসরণ করলেন। বুদ্ধের ফলোয়াররা রাজপৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতা পেতে লাগলেন। বুদ্ধদেব বেদের কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র, কর্মের নয়, কর্মফল লোভের সঙ্গত্যাগ। কিছু শ্রমণ গুরুকে বেদ বিরোধী, নিরীশ্বরবাদী বলে প্রচার করতে লাগলেন। সমাজে কর্মহীনতা প্রশ্রয় পেতে লাগলো। বুদ্ধের পরিনির্বানের পর নশ্বর দেহ তখন অগ্নি সমর্পণ করা হচ্ছে সকলে শোকে মুহ্যমান। একজন ভিক্ষু বলে উঠলেন, তোমরা এতো শোক করছ কেন? গুরু যতদিন ছিলেন ততদিন এটা করো না, ওটা খেয়ো না, গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরতে থাকো, বর্ষাকালে চীরবাসী (এক বস্ত্রে দু মাস গুহায় কাটানো) হয়ে থাকো– এইসব বলতেন। তিনি বিদায় নিলেও রাজা ভূস্বামীরা তো রইলেনই আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। সন্ন্যাসী মৌদগল্যায়ন অশ্রু মুছে নিলেন, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হলো এই কথা শুনে। বুদ্ধের মহাপ্রস্থানের এক বছরের মধ্যে প্রথম বুদ্ধিষ্ট কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হলো। এ পর্যন্ত এ রকম চারটে কাউন্সিল এর মাধ্যমে বৌদ্ধদর্শন codify করা হলো। এইরকম কাজ নরেন্দ্রনাথও করেছিলেন। গুরুমহারাজের শিবলোক গমন (১৬.৮.১৮৮৬) ছয় মাসের মধ্যে (২৪.১২.৮৬) আটপুরে বাবুরাম মহারাজের বাড়িতে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন আর সকল গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে। শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ পর্যন্ত ঠিক আছে। চূড়ান্ত ধাক্কা এলো মগধে অশোকের রাজ্য কালে। চণ্ডাশোক ধর্মাশোকে পরিবর্তিত হওয়ার পর অত্যন্ত কঠোর ভাবে অহিংসা ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। পশুবধ সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ। এতে ব্যধ শবর মৎস্যজীবী সম্প্রদায় কাজ হারালো। বৃত্তি নেই– পেশা নেই। বড়ো বড়ো জেনারেলরা অহিংসা প্রচারে নামলেন। শৌর্য্য, বীর্য, ক্ষাত্রধর্মের চর্চা লাটে উঠলো। (যেমন : নেহরু পঞ্চশীল পর্বে রক্ষামন্ত্রককে প্রায় চৌপট করে দেবার ধান্দায় ছিল। কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে বালতি লণ্ঠন উৎপাদন হতো। এই রকম একটা লণ্ঠন বাংলা সিনেমা 'লালু ভুলু' তে ব্যবহার করা হয়েছিল। ওদিকে লাদাখের রেঝাংলা পাস এ কুমায়ুন রেজিমেন্টের মেজর শৈতান সিং ১২৮জন বীর যোদ্ধা নিয়ে ১৯৬২ যুদ্ধে ৩২০০ জন চিনা সৈন্যের মোকাবিলা করেছিলেন (গোলাবারুদ সব যখন ফুরিয়ে যায় আছাড় মেরে মেরে চিনা সৈন্যকে ফৌত করেন। পরে প্রবল তুষার ঝড়ে ভারত মায়ের সবকটি বীরসন্তান বীরগতি প্রাপ্ত হন। এরা সকলেই ছিলেন রাজস্থান–হরিয়ানার গো–ইদক যাদব সন্তান। অটলজি রেঝাংলাতে একটা আর্মি মেমোরিয়াল বানন। নাম দেন আহিরধাম।) বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধ দর্শনের অপব্যাখ্যা ভারতবাসীকে ভীরু বীর্যহীন করে তোলে। সর্বাস্তিবাদী বৌদ্ধদের দেশ আফগানিস্তান, বেদ উপনিষদের প্রকাশ ক্ষেত্র পাকিস্তান আজ সোর্ড অফ ইসলাম–এর পদানত। This is the cause, This is the Cause.

মাঙ্গলিকী

দলছুট আয়োজিত মহিলা পরিচালিত নাট্য উৎসব

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : বাংলা থিয়েটারে পুরুষ পরিচালকের একাধিপত্যের অবসান ঘটাতে এবং কলকাতা থিয়েটারকে অভিজাত শ্রেণির দখলদার থেকে মুক্ত করে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে 'মানিকতলা দলছুট'–এর জন্ম হয় ২০১২ সালে। এই আদর্শকে পাথেয় করে জন্মের পর থেকেই এই দল নাট্যচর্চাকে পৌঁছে দিচ্ছে সেইসব জায়গায়, যেখানে নাট্যচর্চা একটি ভিনগ্রহের কর্মকাণ্ড। প্রায় আট বছর ধরে তারা প্রযোজনাভিত্তিক নাট্য প্রশিক্ষণ শিবির করছে কলকাতার বিভিন্ন বস্তিতে। পথ শিশু, অনাথ আশ্রম, আবাসিকদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে একটির পর এক প্রযোজনা। যেগুলির মধ্যে লাস্ট ট্রেন, সন্ধ্যাতারা, জবানবন্দী, ফেসবুকের ফাঁদে ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দলছুটের কর্ণধার মিঠু দে বলেন, কলকাতা তথা সমগ্র ভারতের যেসব একাধিক নাট্য উৎসব হয় যার সবগুলোই পুরুষ নির্দেশিত। সেক্ষেত্রে দলছুট এক ভিন্নধারার কাজ করে চলেছে। শুধু মহিলা পরিচালিত নাট্য উৎসব নয়, দলছুটে সব কিছুতেই মূল ফোকাস থাকে মহিলাকেন্দ্রিক। বাংলার গ্রামে গঞ্জে, জেলায়, রাজ্যে ও দেশে নাট্যচর্চার সঙ্গে যুক্ত অগণিত পুরুষ। তাদের মধ্যে হাতে গোনা কিছু মহিলা পরিচালিত নাট্যচর্চার এক অন্যতম নজির হল মানিকতলার দলছুট।'

সম্প্রতি উত্তর চব্বিশ পরগনার গোবরডাঙার সাংস্কৃতি কেন্দ্রে দলছুটের পরিচালনায় চারদিন ব্যাপী দ্বিতীয় বার্ষিক উদীয়মান নারীর মঞ্চের আয়োজন হয়। যার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক কিংশুক রায়, স্বস্তিনাম শাস্ত্রী, বামিজ আলি আহমেদ, নাট্যকার সৌমেন পাল, নাট্য পরিচালক আশিস দাস প্রমুখ। চারদিন ব্যাপী এই নাট্য উৎসবে ১৫ জন মহিলা পরিচালক দ্বারা পরিচালিত একগুচ্ছ নাটক উপস্থাপিত হয়। যার মূল আয়োজক ছিলেন দলছুট নাট্যগোষ্ঠীর পরিচালক মিঠু দে। এক প্রশ্নের উত্তরে মিঠু বলেন, 'আমার এই নাট্য উৎসবের উদ্দেশ্য হল, নতুন মহিলা পরিচালকদের উৎসাহ দেওয়া।

সেই সঙ্গে শুধু কলকাতা নয়, গ্রাম, জেলা সহ দেশ–বিদেশের মহিলা পরিচালকদের খুঁজে এনে তাদের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া।' প্রসঙ্গত, তিনি জানান, আগামী বছর অর্থাৎ ২০২০ সালে তাদের তৃতীয় উদীয়মান নারীর মঞ্চ নিয়ে তারা নতুন কোনও জেলাতে উপস্থিত হবেন। তাদের সব নাটকেরই মূল বিষয়বস্তু নারীর ক্ষমতায়ন, নারী মুক্তি, নারী স্বাধীনতাকেন্দ্রিক। এর মাধ্যমে তারা সমাজে নারীর বর্তমান অবস্থানকে পুরুষশাসিত সমাজব্যবস্থার সামনে তুলে ধরতে চান।

'বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে: অনীক নাট্যদল বর্তমানে বাংলার নাট্য সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য নাম। দেশগণ্ডির সীমা পেরিয়ে বাংলাদেশেও একটা স্থান করে নিয়েছে আপামর নাট্যমোদী দর্শকবৃন্দের কাছে। বর্তমানে একত্রিশ বছরে সুষ্ঠ ও পরিকল্পিতভাবে পরম নিষ্ঠায় অনেকগুলি ভাল নাটক যেমন আমাদের উপহার দিয়েছে তেমনি মফস্বলের এবং অন্যান্য দেশের দলগুলিকে টেনে এনে তপন থিয়েটারে হাজির করিয়ে কলকাতার দর্শকবৃন্দকে তাদের সৃজনশীল কাজকর্মের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। এটা কম কথা নয়। এটা তাদের দ্বিতীয় পর্যায়। তারপরে আরও কার্যক্রম আছে। এতো বড়ো মাপে কাজ করার মানসিকতা এবং সাহস যে মানুষটির কাছ থেকে অনীক সম্বল করেছে তা আর কেউ সদ্য প্রয়াত অমলেশ চক্রবর্তী মহাশয়। আমাদের শ্রদ্ধেয় অমলেশ দা। একজন দক্ষ সংগঠক হিসাবে অমলেশদার জুড়ি মেলা ভার। একটু ক্ষোভের সঙ্গেই জানাচ্ছি জীবিত অবস্থয় অমলদার নাট্যজগতে যে স্থান পাওয়া উচিত ছিল তা তাকে দেওয়া হয়নি। তবে তিনি কোনওদিন আলাপচারিতায়ও নিজেকে নাট্য জগতের স্বঘোষিত ব্যক্তিত্ব বলে নিজেদের ঢাক নিজে পেটান নি বা দাবি করেন নি। তিনি নীরবে নিজের কাজটি করে গিয়েছেন এবং অনীককে একটা শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে গিয়েছেন।

৩টায় – উৎসবের প্রথম নাটক টাইমিং অফ দি ওয়াইল্ড (পুতুল নাটক) নাটক ও নির্দেশনায় সুদীপ গুপ্ত।

৬–৩০ মিনিটে অভিনিত হল দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসিকবৃন্দের দ্বারা অভিনীত সমরজিৎ দাস নির্দেশিত নাটক কবিগুরুর 'রক্তকরবী'। অভিনয় হয়তো ত্রুটি মুক্ত নয় কিন্তু তার মধ্যেও বিশু পাগল চরিত্রে তুহিন রায়, ফাগুলাল চরিত্রে খোকন বিশ্বাস, চন্দ্রা চরিত্রে জিনিয়া নন্দী,

গোঁসাই চরিত্রে পিন্টু জোয়ারদার বেশ ভাল। সর্দার চরিত্রে শ্রীকৃষ্ণ ঘোষের অভিনয়ে যাত্রা যাত্রা ভাব এসে গিয়েছে। তবে সকলকে মাত করে দিয়েছেন নন্দিনীর ভূমিকায় মধুরিমা ঘোষ।

মধুরিমা দলে একমাত্র অনাবাসিক। সলিল চৌধুরীর পথে এবার নামো সাথি... গানটির প্রয়োগ সুন্দর এবং নাটককে সমৃদ্ধ করেছে। নির্দেশক সমরজিৎ দাসকে একটা উষ্ণ অভিনন্দন জানাই। মধুরিমা ঘোষের ভবিষ্যৎ আছে।

১৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিট অভিনীত হয় পাইপাড়া আখর প্রযোজিত নাটক 'রাংতার মুকুট'। নাটক ও নির্দেশনা অসিত বসু। একটি কাল্পনিক আদালতের বিচার পর্বের মধ্যে খানিকটা নকশা বা কমেডি আঙ্গিকে দেশের বর্তমান হাল হকিকত বা চালচিত্র। আমরা জানছি অনেক বুঝছি অনেক কম। রাজনৈতিক স্যাটারে ঠাসা দেশাত্মবোধক জাগরণ মন্ত্রের পালা। সামাজিক বার্তাটি প্রচ্ছন্ন থাকলেও অসাধারণ।

অভিনয়ে নাট্যকার চরিত্রে প্রসেনজিৎ ঘোষ, রানা প্রতাপ (হরিপদ কেরানী) অমিত বসু, জজসাহেব– রুদ্রতেজ সেনগুপ্ত, চৈতক– মধুকর গুহ, অমর সিংহ– অনুপ দাস এবং মেবার লক্ষ্মী–অদৃতা বসু বেশ দক্ষ শিল্পী। অদৃতার কণ্ঠটি মন্দ নয় কিন্তু রেওয়াজ করা নয়। একটা কথা মনে রাখতে হবে অদৃতাকে সঙ্গীত বড় তালিম নির্ভর। নাটকটি দেখতে দেখতে কেন জানি না টিনের তলোয়ারে এর কথা মনে পড়ছিল। তবে নাটকের একটি সংলাপ ভয় ধরিয়ে দিয়েছে সময় বড় ভয়ংকর। ১৭ ডিসেম্বর ৬–৩০মিনিটে অশোক নাট্যমুখ প্রযোজিত ব্রাত্য বসু রচিত এবং অভি চক্রবর্তী নির্দেশিত নাটক 'আমি অনুকূল দা আর ওরা' মনস্তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণমূলক নাটক। ব্রাত্যর নাটকে কাহিনীর বুনোট বেশ মজবুত থাকেই।

সোমেশ চরিত্রে ঋষভ, অনুকূল চরিত্রে সুমন্ত্র রায়, মেয়ের ভূমিকায় মনোমতা চৌধুরী এবং ভগবান/শয়তান চরিত্রে সন্দীপন বেশ ভাল কাজের নমুনা রাখলেন। আবার বলছি অনবদ্য স্ক্রিপ্ট। মঞ্চসজ্জা অসাধারণ।

১৮ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬–৩০ মিনিটে হযবরল প্রযোজিত, চন্দন সেন রচিত ও নির্দেশিত নাটক 'অনিকেত সন্ধ্যা'।

বার্ধক্য বড় অভিশাপ। আজকের প্রজন্মের পরিবারে পরিবারে যে সমস্যা একেবারে ঘর ঘর কি কাহানী। দেখতে দেখতে নচিকেতার বৃদ্ধাশ্রম গানটির কথা বার বার মনে পড়ছিল। হাইটেকনোলজি দিয়ে মনের সংযোগ ঘটানো যায় না, মনের সেতু বন্ধনও হয় না। এখন সময় হচ্ছে একমাত্র ভিলেন বা খলনায়ক। তাই অশীতিপর বৃদ্ধ বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ বাবাকে নিয়ে সত্তরোর্ধ পুত্রকে বেড়াতে যাবার নাম করে বৃদ্ধাশ্রমে যেতে হয় নাতি নাতবৌ এবং প্রপৌত্রকে ছেড়ে। এটাই ভবিতব্য। মেনে নিতে হবে।

অভিনয়ে কর্ণদেব মুখার্জীর ভূমিকায় প্রবীর দত্ত অসাধারণ। ওর দৃপ্ত কণ্ঠস্বর এই নাটকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। এরপরে মালবিকা চরিত্রে শ্রীজাতা ভট্টাচার্য আবারও দক্ষশিল্পীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখলেন। সংশয়ের দোলাচলের মুহূর্তের অভিব্যক্তি ভোলবার নয়। প্রিয়তোষের ভূমিকায় তপন বিশ্বাসও ভাল কাজ করলেন। কালিদাস ও কেডি–র ভূমিকায় উত্তম ঘোষ ভাল শিল্পী এটা বোঝা গেল।

১৯ ডিসেম্বর : ৬–৩০ মিনিট অনুষ্ঠিত নাটক 'আধারগলি'। হাওড়া কদমতলা থিয়েটার ওয়ার্কস, প্রযোজিত তপন কুমার দাস রচিত এবং অশোক ঘোষ নির্দেশিত এই উৎসবের শ্রেষ্ঠ নাটক আধারগলি।

বামপন্থী ভাবধারা হারিয়ে যেতে যেতে আজ যেন একেবারে বাস্তুহারা। শুধুমাত্র অপপ্রয়োগ এবং দূরপ্রয়োগ এর জন্যই দেশটা এক কৃষ্ণগহ্বরে ডুবে গেল। আদর্শহীন এক ক্ষমতায়ন, শুধুমাত্র টিঁকে থাকার জন্য সমাজ বিরোধী আঁতাত সমাজটাকে একেবারে পঙ্গু করে দিল। সুযোগটা এনে দিল বামপন্থীরাই। কিন্তু ভেবে রাখা দরকার বামপন্থী ভাবধারা, ভাবাদর্শ যদি এভাবে হারিয়ে যেতে থাকে রাজনীতির ব্যালেনসিং ফ্যাক্টরটাই নষ্ট হয়ে যাবে। হাতুড়ি–বাটালি–করাতেরা যত তাড়াতাড়ি এটা বুঝবেন ততই মঙ্গল।

তাই আঁধারগলি শুধু নাটক নয় ঘুম ভাঙানি গান। যা কিনা বিবেককে জাগ্রত করে দিতে পারে।

অভিনয়ে হিরন্ময়ীর ভূমিকায় বিন্দিয়া ঘোষ একাই নাটকটাকে টেনে নিয়ে গেল। এছাড়া গম্ভীরা, তুহিনা বসু, অনুপম এবং রূপম ভট্টাচার্য ভাল সহযোগ দিয়েছেন। ছোট্ট অনিও বেশ ভাল। প্রলয় তালুকদারেরা সাবধান, আসছে দিন বড় ভয়ংকর।

২০ ডিসেম্বর ৬–৩০ মিনিট অভিনীত হয় মহেশ দত্তানি রচিত ময়ুখ রায় ও অঙ্কিতা দত্ত পরিচালিত বর্ধমান কুশীলবের সময়োচিত নাটক 'ফাইনাল সলিউশান'। অনুবাদ : সুস্নেমা শবনম।

করিম বাগে রামমূর্তিতে পাথর ছুঁড়ে ভেঙে ফেলেছিল এক ভাড়া করা মুসলিম জেহাদি তাকে কেন্দ্র করে শহরে দাঙ্গা বেঁধে যায়। দুই মুসলমান যুবক তাড়া খেয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় এক হিন্দু বাড়িতে। প্রকাশ হয়ে যায় এরাই ওই ভাড়া করা মুসলিম জেহাদি। তারপর উঠে আসে সেই সনাতন দ্বন্দ্ব। সংখ্যালঘু – সংখ্যাগুরু। মৌলবাদ হিন্দু হোক বা মুসলিম হোক দুটোই ভয়ংকর। আবহমান কাল ধরে ধর্মও একটা উত্তরাধিকার রূপে বন্দিত হয়ে আসছে। যার যার ধর্ম তার তার কাছে সেরা। অভিনয়ে সূত্রধর (ঠাকুমার ছেলেবেলা) সুস্নেমা শবনম, কাকলি সেন নির্দেশিকা অঙ্কিতা দত্ত, মুসলিম, প্রিয়তোষ এবং পরিবারের কর্তার ভূমিকায় অমিতাভ চ্যাটার্জি দক্ষ শিল্পীর মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখলেন।

আরও নাটক আগামী সংখ্যায়

কাশীনাথ দত্ত রোডে বড়দিন উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : সেন্ট জেমস চার্চ বরাহনগর উদ্যোগে ১৩ নম্বর কাশীনাথ দত্ত রোড কলকাতা ৩৬ খ্রিস্টমাস উৎসব ২০১৯ ও ২০২০ নতুন বছর উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ২৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বিশেষ মোমবাতি প্রার্থনা ও ২৫ ডিসেম্বর প্রভু যীশুখ্রিস্টের জন্মদিন সকাল ৮ টায় ও ৩১ ডিসেম্বর রাতে ফাদার গৌরাঙ্গ হালদারের পরিচালনায় বিশেষ উপাসনা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার মানুষ সকাল থেকে রাত অবধি চার্চে গিয়ে প্রভু যীশুখ্রিস্টের আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সন্ধ্যায় চার্চ ও সংলগ্ন অঞ্চল

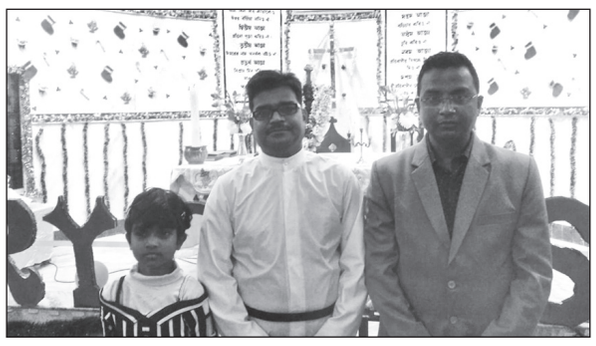

বিশেষ আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। প্রত্যেক দর্শনার্থীকে কেক দেওয়া হয়।

সন্ধ্যায় মন্ত্রী তাপস রায়, বিধায়ক মালা সাহা, ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা বাসব চন্দ্র ঘোষ, ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুস্মিতা চ্যাটার্জী বরাহনগর পুরসভার চেয়ারপার্সন অম্বর পাল সহ বহু বিশিষ্ট মানুষ উপস্থিত ছিলেন। আলিপুর বার্তার প্রতিনিধি এই বিশেষ দিনে ফাদার গোবিন্দ হালদারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি বলেন, ঈশ্বর মানুষকে ভালবাসা দিতে মানবরূপে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। সেই ভালবাসা প্রত্যেক মানুষের জীবনের জন্য কামনা করি। তাছাড়া তিনি বরাহনগর থানা, কাশীপুর থানা, বরাহনগর পুরসভা যে সাহায্য করেছে তার জন্য তিনি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করতে চার্চের সকল সদস্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। সকলকে আপ্যায়ন করেন চার্চের সম্পাদক বিদ্যুৎ লাহা।

দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুঁচুড়া : হুগলি স্টেশনের আপ প্ল্যাটফর্ম লাগোয়া জায়গায় বছরের শেষ ক'দিন আগে শনিবার ২৮ ডিসেম্বর প্রতিবন্ধী সেবা সংঘের উদ্যোগে এই প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ১০টি জেলার ১৫০ জন দৃষ্টিহীন লোকেদের কম্বল ও মাফলার বিতরণ করা হয়। এই মহৎ কর্মকাণ্ড সংস্থার সচিব স্বপন বিশজবাস জানিয়েছেন, ২০১৭ সালের মার্চ মাসে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা হয়। বিভিন্ন লোকের থেকে চাঁদাও ডোনেশন সংগ্রহ করে অনুষ্ঠানটি করতে সক্ষম হয়েছি। এদিকে এদের মধ্যে যে সমস্ত দৃষ্টিহীন ছেলেমেয়েরা বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজে পড়ুয়া তাদের স্কলারশিপ দেওয়া হয়। প্রত্যেকেই দৃষ্টিহীন বা ক্ষীণদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। এদিন মঞ্চে ব্যান্ডেলের শিশির দাস দোতারা বাজিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গান করেন। এরপর বারাসতের কানাই ও চন্দনা সরকার, মাস্টার শেখ জানাউদ্দিন ও প্রদীপ চ্যাটার্জী ভূপেন হাজারিকার বিখ্যাত গান 'ও গঙ্গা বইছো কেন?' সকল দর্শকরা প্রানোচ্ছল কলরবে মুখরিত হয়ে প্রশংসা করেন। পাশাপাশি একই মঞ্চে এশিয়ান গেমসে চারজন দৃষ্টিহীন ইন্ডিয়া দলের ফুটবল খেলোয়াড়কে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এঁরা হলেন পলাশ নন্দী,

রাজকুমার ভকত, জয়দীপ কীন্ড ও সৌরভ সাউ। খেলাটি জাপানের টোকিও স্টেডিয়ামে হয়। চমৎকার উপস্থাপনায় ওরা দেখিয়েছিল মনের জোর থাকলে সব কিছুই জয় করা যায়। এছাড়া জিমন্যাস্ট শ্রেয়া কামারকে সম্মান জানানো হয়। অনুষ্ঠানে এসেছিলেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখোপাধ্যায়, মা মিশ্রণ আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্তবণিক, সমাজসেবী অঞ্জু সুর ও সাংবাদিক সব্যসাচী সরকার প্রমুখরা। সকল দুঃস্থ প্রতিবন্ধীদের পেটপুরে খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকে।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০২০

পরিচালনায় ঃ *মাঙ্গলিকী* (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

প্রাথমিক প্রতিযোগিতা : ১৯শে জানুয়ারি ও চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ২৩শে জানুয়ারি ২০২০

প্রতিযোগিতার স্থান– সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা –৭০০১০৪

সকাল ১১টা – বিষয়–আবৃত্তি (যে কোনও রুচিশীল কবিতা আবৃত্তি করা যাবে, কবিতার দুটি প্রতিলিপি প্রতিযোগিতার দিন জমা দিতে হবে)
বিভাগ–ক (১০ বৎসর পর্যন্ত)/ বিভাগ– খ (১০এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) / বিভাগ–গ (সর্বসাধারণ), (বয়স–১লা জানুয়ারি ২০২০ তে)

দুপুর ১টা – বিষয় – রবীন্দ্র সঙ্গীত
বিভাগ –ক (১৫ বৎসর পর্যন্ত), বিষয় – পূজা পর্যায়/বিভাগ – খ (১৫ বৎসরের উর্দ্ধে সর্ব্বসাধারণ), বিষয় – স্বদেশ পর্যায়।
গানের প্রতিলিপি জমা দিতে হবে। হারমোনিয়াম ও তবলার ব্যবস্থা থাকবে।

দুপুর ১.৩০ মিঃ – বিষয় – সঙ্গীত, বিভাগ – সর্ব্বসাধারণ – যে কোনো আঙ্গিকের সঙ্গীত পরিবেশন করতে হতে পারে।

বৈকাল ২টা বিষয় – বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সামাজিক পরিবেশ রক্ষায় আমাদের ভূমিকা। সময় ৫ মিনিট। বিভাগ সর্বসাধারণ।

বৈকাল ৩টা– বিষয় – যে কোন রুচিশীল নৃত্য, বিভাগ – ক (১২ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – খ (১২ বৎসরের উর্দ্ধে সর্বসাধারণ)।
যে কোন রুচিসম্মত সঙ্গীতের উপর নৃত্য পরিবোন করতে হবে।
(সিনেমার গান ব্যবহার করা যাবে না)। সি. ডি. ক্যাসেট ব্যবহার করা যাবে।

২৩ শে জানুয়ারী, ২০২০ :–
প্রতিযোগিতার স্থান – সামালী, মনসাতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনার

সকাল ১১টা – বিষয় – বসে আঁকো
বিভাগ –ক (৬ বৎসর পর্যন্ত/বিভাগ –খ (৬–এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত), বিভাগ – গ (৯–এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)/
বিভাগ – ঘ (১২–এর উর্দ্ধে ১৬ বৎসর পর্যন্ত) (বয়স ১লা জানুয়ারী, ২০২০–এ)।
আঁকার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধুমাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

মিডিয়া পার্টনার : আলিপুর বার্তা

নাম জমা দেবার স্থান

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী বিবেক নিতেন – ২৪৯৫৯১৪৮/৮০১৩৫২৩০৯৫
দেবাশীষ রায়– কাটোয়া, বর্ধমান – ৯০৮৩৯৭২১৫৫
অরিজিৎ মণ্ডল – ডায়মণ্ডহারবার – ৭০০১৯৯৭২৫৮
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস – ৫৭/৫এ, চেতলা রোড, কলকাতা–২৭
মলয় সুর, হুগলি –৮৪২০৩৩২৭৯৬
কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর ২৪ পরগণা – ৯০৫১২০৮৪৬০

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন : কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪০৮৯)

নিয়মাবলী

১। প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে।
২। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।
৩। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।
৪। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী, ২০২০ বৈকাল ৪টায়।
৫। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীদের ২৩শে জানুয়ারী মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করতে হবে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

পাহাড়ের জয়, লিগ শীর্ষে থাকার চেয়েও বড় সম্মান চাই কলকাতার

অরিঞ্জয় মিত্র

পাহাড়ে শেষপর্যন্ত বড় জয় পেল মোহনবাগান। হিমাঙ্কে নেমে আসা তাপমাত্রায় মোহনবাগান ২–০ গোলে হারাল রিয়াল কাশ্মীরকে। কাশ্মীরের মাটিতে এমন হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় বাগান শুধু নিরঙ্কুশ জয় পেল তা নয়। উঠে এল আই লিগের শীর্ষস্থানে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে জায়গাটা নিয়ে জোরদার লড়াই চলছিল চার্চিল ব্রাদার্স ও অপর বড় প্রধান ইস্টবেঙ্গলের। মোহনবাগানের এই জয়ের পর চার্চিল এখন গ্রুপ টেবিলে দ্বিতীয় স্থানে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গল নেমে এসেছে চতুর্থ স্থানে। সেদিক থেকে বাগান অনেকটা ভালো জায়গায় উঠে এলেও কোচ কিবু সাফ জানাচ্ছেন শীর্ষে থাকা নিয়ে দল যেন আত্মতুষ্ট না হয়। তিনি এও বলেছেন মোহনবাগান যে মানের খেলা তুলে ধরতে পারে তার থেকে এখনও অনেকটাই কম হয়েছে পারফরমেন্স। আরও উন্নতি করা দরকার বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। তবে দলের নতুন বিদেশিরা যে অতি দ্রুত সবুজ মেরুন সাজঘরের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে তার প্রমাণ মিলছে মোহনবাগানের একের পর এক ভালো খেলায়। এই মুহূর্তে আই লিগের যে অবস্থান তাতে মোহনবাগানকে টক্কর দেওয়ার ক্ষেত্রে চার্চিল ব্রাদার্স, ইস্টবেঙ্গল ছাড়াও পঞ্জাব এফসি, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলগুলিও প্রতিদ্বন্দ্বিতার জায়গায় রয়েছে।

বাগানের নতুন বিদেশিরাও যেভাবে দ্রুত সবুজ মেরুন আবহের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠছে তাও নিঃসন্দেহে উৎসাহ বাড়াবার পক্ষে যথেষ্ট। এই পঠভূমিকায় দাঁড়িয়ে তাই মোহনবাগান সমর্থকরা বুকভরা উদ্দীপনা নিয়ে যে আই লিগের আশা করছেন তা যথেষ্ট সঙ্গত। এই মুহূর্তে দেশের ফুটবল জুড়ে একটা ভালো জায়গা করে নিয়েছে ইন্ডিয়ান সকার লিগ বা আইএসএল। আগামীতে হয়তো এই মূলস্রোতে মিশবে কলকাতার দুই প্রধান। আইএসএলে যেসব টিম খেলে, যেসব বিদেশি তাদের হয়ে মাঠে নামে তাদের সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দেওয়ার জন্য মোহনবাগান–ইস্টবেঙ্গলকে আরও শক্তিশালী দল গড়তে হবে। আনতে হবে উন্নত মানের বিদেশি। এর জন্য বাজেট যে অনেকটাই বাড়বে তা বলাবাহুল্য। অন্তত নিজেদের মান রাখতে হলে ভালো টিম গড়তে হবেই। ভালো ফাইনান্সার পেতে হবে সর্বাগ্রে। এইসব বাধা কাটিয়ে এগোতে পারলে তবেই কলকাতা তথা ভারতীয় ফুটবলে ফের জোয়ার আসবে। এটা মনে রাখা দরকার কলকাতার দুই প্রধানের (এমনকি মহমেডানেরও) যে সমর্থক সংখ্যা তা ভারতে আর কোনও টিমের নেই। বেঙ্গালুরু–আইজল এরা ভারতীয় ফুটবলের নবতম তারা। কলকাতার ফুটবল এগোলে এরাও আপসে–আপ নাম করবে, কামাল করবে সার্বিকভাবে। প্রফেশনালিজমের প্রেক্ষিতে ইস্টবেঙ্গল এখন অনেকটাই এগিয়ে। বিগত আই লিগে তাদের লড়াই সে কথাই প্রমাণ করেছে। লাল–হলুদের স্প্যানিশ কোচও নিজেকে মেলে ধরেছেন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। এর সঙ্গে বিদেশি বাছাইয়ে তাদের নৈপুণ্যের কথাও বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাই কলকাতার ফুটবল আবেগের সঙ্গে যদি প্রকৃতই পেশাদারিত্বের মিশেল ঘটানো যায় তবে গিয়েই সত্যিকারের পরিবর্তন আসবে এখানকার ফুটবলে।

নচেৎ ফুটবলমক্কা নামক পুরনো কাসুন্দি ঘেঁটেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে সবাইকে। লক্ষ্যণীয় ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন দেশের ফুটবলকে তুলে ধরার জন্য ক্রোয়েশিয়ান কোচ ইগরকে ভারতীয় দলের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এরসঙ্গে যদি ভারতীয় ক্লাবগুলি নিজেদের রপ্ত না করতে পারে তবে শত যোজন পিছিয়ে থাকতে হবে তাদের। সুখের কথা এই পেশাদারিত্বের কথা ঠাহর করেছে ইস্টবেঙ্গল, বেঙ্গালুরু এফসি, চেন্নাই বা পঞ্জাবের মতো দল। সুফলও পেতে শুরু করেছে তারা। মোহনবাগানও গুটি গুটি পায়ে ইস্টবেঙ্গলের মতোই স্প্যানিশ কোচ এনেছেন। এবং জোরদার চেষ্টা চালাচ্ছে পেশাদারী ছাঁচ গড়ে তোলার।

যশোরে ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ভারতের ৪৪টি পদক জয়

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: বাংলাদেশের যশোরে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় ভারত মোট ৪৪টি পদক জয় করায় আপ্লুত এদেশের প্রতিনিধিরা। সাতটি দেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত বর্ণাঢ্য এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসর থেকে ভারতের ভান্ডারে সঞ্চিত হয়েছে ১৯টি স্বর্ণালী পদক, ১৮টি রুপোলী পদক এবং ব্রোঞ্জ পদক ৭টি।

গত ৩ এবং ৪ জানুয়ারি যশোরের ঝিকরগাছায় বি এম উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হল ওয়ালটন থার্ড ইন্টারন্যাশনাল ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ–২০২০ প্রতিযোগিতা। ঝিকরগাছা ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম,ওড়িশা থেকে বিভিন্ন বয়সী ১৩ জন মহিলা সহ মোট ২৫ জন অংশগ্রহণ করেছিল। এই আসরে ভারত, বাংলাদেশের পাশাপাশি নেপাল, ভূটান, শ্রীলঙ্কা, ভিয়েতনাম এবং জাপান প্রতিনিধিত্ব করে। বিভিন্ন দেশের আড়াই শতাধিক প্রতিনিধির অংশগ্রহণের পাশাপাশি বাংলাদেশের অসংখ্য বিশিষ্টজনের যোগদানে আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতার আসরটি এককথায় জমে উঠেছিল। ঝিকরগাছায় পরপর দু'বছর এধরনের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার আসর বসল বলে জানা গেছে।

এবারের ভারতীয় প্রতিনিধি দলের অন্যতম কোচ (আইএসকেএফ বেঙ্গল) সেনসাই শেখ লালু বাংলাদেশ থেকে ফিরে ৬ জানুয়ারি টেলিফোনে এ খবর জানিয়ে বলেন, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, অসম এবং ওড়িশা থেকে মোট ২৫ জন এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। এই প্রতিযোগিতার সর্বমোট দু'টি কাতা ও কুমিতে বিভাগে অভাবনীয় পারফরম্যান্সের মাধ্যমে সোনালী, রুপোলী এবং ব্রোঞ্জ মিলিয়ে মোট ৪৪টি পদক জয় করতে পেরে আমাদের সকলেই যেমন আপ্লুত এবং দেশবাসীও গর্বিত।

ঝিকরগাছায় ২০১৯ সালে অনুষ্ঠিত এধরনের প্রতিযোগিতায়ও আমরা সারা ফেলেছিলাম। আশা করি আগামীতেও আমাদের প্রতিনিধিরা এভাবেই নিজেদের পারফরম্যান্স ধরে রেখে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবেন। এবারের ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে বিভাগে পদক জয়ী তথা পূর্ব বর্ধমানের দাঁইহাট শহরের বাসিন্দা পরিতোষ সিকদার বলেন, আমাদের খুশির কথা মুখে বলে বোঝাতে পারব না।

আমি ঝিকরগাছায় পরপর দু'বারই আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলাম। আমরা আয়োজকদের আপ্যায়ণে যেমন আপ্লুত, পাশাপাশি এতগুলো দেশের সঙ্গে লড়াই করে এত সংখ্যক পদক লাভ করার যে আনন্দ তা কখনো ভুলব না।

ক্যারাটে চ্যাম্পিয়ন প্রিয়াংশু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: ফুটপাতে ফলবিক্রি করে সংসার চালালেও একমাত্র ছেলের ক্যারাটে নিয়ে কোন কিছুর খামতি রাখতেন না। এমন অধ্যাবসায় দরিদ্র বাবা–মাকে জাতীয়স্তরে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রতি টুর্নামেন্টে গোল্ড মেডেল এবং যশ খ্যাতি এনে দিয়ে

তাঁদের স্বপ্নের দুচোখের আনন্দ অশ্রু মুছে দিয়েছিল ছোট্ট প্রিয়াংশু দাস। আজ অবধি কোনও টুর্নামেন্টে হারেনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের সিংহদুয়ার নামে খ্যাত ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রিয়াংশু দাস।

গত ৯ আগস্ট নিউ দিল্লির তালকোটরা ষ্টেডিয়ামে শুরু হয় অল ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। দেশের বিভিন্ন রাজ্য সহ বিদেশ থেকেও প্রায় তিন হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এই টুর্নামেন্টে। ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র প্রিয়াংশু দাস প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব, দিল্লি, কেরল এবং সর্বশেষ বিহার কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছিল। রবিবার ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে জাপান ক্যারাটে ইন্ডিয়া সুন্দরবন ক্যারাটে কাপ প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৫০০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেছিল। প্রতিযোগিতার তিনটি ইভেন্টে ক্যানিংয়ের প্রিয়াংশু ক্যারাটে ফাইট এ প্রথম এবং ক্যারাটে কাতা দুটি ইভেন্টে দ্বিতীয় হয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দেয়।

এদিন সন্ধ্যায় ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়াম প্রিয়াংশুর হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ক্রীড়া কমিশনের সদস্য পরশ কুমার মিশ্র।

প্রিয়াংশুর অভাবনীয় সাফল্যে খুশি ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকা থেকে শুরু করে তার সহপাঠীরা। এদিন এই প্রতিযোগিতায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাতলা ২ পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম দাস, জেলাপরিষদ সদস্য তপন সাহা, সুশীল সরদার, ক্যানিং থানার সাব ইন্সপেক্টার স্বপন বিশ্বাস, প্রদীপ দাস, জাতীয় ক্যারাটের কিয়োশি জয়দেব মন্ডল,কুনাল দে,রাজা মালিক, সন্তোষ মিশ্র, জ্যোতির্ময় মুখার্জী, সাইহান আবসার মহম্মদ ,দেবাশীষ দাস, সৌমেন বসাক, অরিত্র ঘোষাল, সৌমেন বসাক সহ অন্যান্যরা অন্যদিকে ক্যারাটে ফাইট, কাতা, কুমিতে ইভেন্ট–এ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ক্রীড়া কমিশনের সদস্য পরশ কুমার মিশ্রের নেতৃত্ব প্রথিতযশা জাতীয় ক্যারাটের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা।

ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ক্রীড়া কমিশনের সদস্য পরশ কুমার মিশ্র বলেন, প্রত্যন্ত এই সুন্দরবনের ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্টেডিয়ামে জাতীয়স্তরে এমন ক্যারাটে প্রতিযোগিতা হওয়া আমরা যেমন আনন্দিত এবং এখানের সাধারণ মানুষজনও আনন্দিত। আগামী দিনে যাতে করে ক্যানিং আন্তর্জাতিক মানের টুর্নামেন্ট হয় সেই সুপারিশ করবো।

প্রতিবন্ধীদের বার্ষিক ক্রীড়া

মলয় সুর : নতুন বছরে ভদ্রেশ্বরে 'শেলটার'–এর শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা রবিবার ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। ২৭তম ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সকালে পতাকা উত্তোলন করে উদ্বোধন করেন সিপিএমের ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান দেব গোপাল চক্রবর্তী। এতে ১০টি গ্রুপে ২৬টি ইভেন্ট ছিল। এদিন ১৩০ জন 'শেলটার' স্কুলের শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা অংশগ্রহণ করেন। সংস্থার শিক্ষক দীপক দত্ত বলেন, আসলে এই ধরনের ব্যতিক্রম মানসিক পরিস্থিতির ছেলেমেয়েরা নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে স্পোর্টসে সারাদিন আনন্দ ও মজা উপভোগ করেছেন। এদিন অনেকেই সপ্রতিভ ছিলেন। তবে একদিকে আনন্দ উচ্ছ্বাস চলে। এদিন প্রতিটি খেলাগুলি সাবলীল আকর্ষণীয় থাকে যেমন– ১০০ মিটার দৌড় ও রিলে রেস, মুখোশে বল ছোঁড়া, পিঠে ব্যাগ নিয়ে দৌড়। এছাড়া আরও মজাদার চমৎকার খেলা যেমন খুশি সাজোয় দারুণ সবাই উপভোগ করেন। এই 'শেলটার' স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা তথা সম্পাদক অশোক চক্রবর্তী। তিনি ১৯৯২ সালের ৭ সেপ্টেম্বর এই স্কুলটি মাত্র ৪ জন ছাত্র নিয়ে পথ চলা শুরু করেন। সেদিন তিনি সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। মাঠে হাজির ছিলেন সহ সম্পাদিকা সৌমি ভট্টাচার্য, প্রিন্সিপাল মলয় মণ্ডল, শিক্ষক সুব্রত চক্রবর্তী, নির্মল দাস, শিক্ষিকা সীমা পাল, অর্চনা শীল, বুলবুল গুহ। সমস্ত জায়গার অভিভাবকরা ও দারুণ উচ্ছ্বসিত।

মহিলাদের ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া এলাকা সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক। আর এই বাসন্তী ব্লকের ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের চোরাডাকাতিয়া গ্রাম বিভিন্ন দিক দিয়ে অত্যন্ত পিছিয়ে। ২০১৮ সালে এই গ্রামেরই জনা ১৫ যুবক এলাকার খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য গঠন করে মোহনবাগান ফ্যানস ক্লাব। বর্তমানে সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে পঞ্চাশজন।

বিশেষ করে এই এলাকার মহিলারা যাতে করে শিক্ষা, খেলাধূলায় পারদর্শী হতে পারে তার উদোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার সকালে দলীয় পতাকা উত্তোলন করে এক মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করে। এদিন এই ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ফুটবল কোচিং সেন্টার ও ঝড়খালি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন এর মহিলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। ভাঙনখালি চোরাডাকাতিয়া সুন্দরবন মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের দ্বিতীয় বর্ষের মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে ঝড়খালি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনকে ৪–০ গোলে পরাজিত হয় গোসাবা ফুটবল কোচিং সেন্টার মহিলা ফুটবল টিমের কাছে। টুর্নামেন্টে এক ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন গোসাবা ফুটবল কোচিং সেন্টারের অর্পিতা সরদার।

এদিন খেলা শেষে মোহনবাগান ফ্যান্স ক্লাবের সদস্যরা এলাকার ৮০ জন অসহায় দুঃস্থ মানুষের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দেন। পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মহিলা জাতীয় ফুটবলার ও প্রাক্তন কোচ রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী বিভাস ঘোষ, সাহাজান মোল্লা, নুরসেলিম লেস্কর, সামির হোসেন সেখ, শরদিন্দু মাঝি, সন্দীপ সাউ, রবীন পাত্র, গৌতম মাইতি সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা। প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার রঞ্জনা চট্টোপাধ্যায় সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই বাসন্তী ব্লকের চোরাডাকাতিয়া সহ সুন্দরবনের অন্যান্য এলাকা থেকে জাতীয়স্তরে মহিলা ফুটবলার উঠে আসে তার ব্যবস্থা করব।

প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার এই মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট দেখার জন্য ফুটবলপ্রেমী দর্শক ছিল নজরকাড়া।

শিলিগুড়িতে চলছে ওয়ার্ড উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: শিলিগুড়িতে চলছে ওয়ার্ড উৎসব, ওয়ার্ড উৎসব উন্মিলনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সকাল এগারোটার সময় স্থানীয় সারদামনী ইস্কুলে পতাকা উত্তোলন করে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা করলেন ১৪ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রাবণী দত্ত। তিনি জানালেন সারাদিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় থাকবে নানা আকর্ষণীয় ইভেন্টে, থাকবে পাসিং দ্য বল, মার্বেল রেস, দৌড় ইত্যাদি। তিনি এও জানালেন সফল প্রতিযোগীদের জন্য থাকবে আকর্ষণীয় পুরস্কার।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে

বজবজ–২ নম্বর ব্লক

বিবেক চেতনা উৎসব– ২০২০

১২ই জানুয়ারী রবিবার ২০২০

ছাত্র যুব উৎসব ২০১৯–২০

১৭ই–১৮ই জানুয়ারী ২০২০

সুভাষ উৎসব ২০২০

২৩শে জানুয়ারী ২০২০

প্রতিটি উৎসব বজবজ–২ নম্বর ব্লক অফিস প্রাঙ্গণে সকাল ১০টা থেকে শুরু হবে। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত জানতে ব্লকের যুব দফতর ও বজবজ–২ পঞ্চায়েত সমিতি কার্যালয়ে যোগাযোগ করুন।

সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com

আলিপুর বার্তার বিশেষ ক্রোড়পত্র

সাগরতীর্থ

কলকাতা ঃ ২৫ পৌষ – ২ মাঘ, ১৪২৬ ঃ ১১ জানুয়ারি – ১৭ জানুয়ারি, ২০২০

হেল্প লাইন টোলফ্রি নম্বর : ১৮০০৩৪৫২০২০

মকরস্নান

বুধবার ১৫ জানুয়ারি ২০২০

পুণ্যস্নান : সকাল ৬.২৩ থেকে বিকেল ৫.৯ পর্যন্ত।

শাহিস্নান : সকাল ৬.২৩ থেকে সকাল ৮.১১ পর্যন্ত।

Kolkata : 11 January - 17 January, 2020

...গঙ্গাসাগর একবার

অতি আধুনিকীকরণ চাই না

মুখোমুখি

গঙ্গাসাগর মেলার প্রক্কালে যাঁর ওপরে গুরু দায়িত্ব থাকে মেলাটিকে সুষ্ঠুভাবে করবার জন্য সকলকে সাথে নিয়ে তিনি হলেন রাজ্যের অন্যতম মন্ত্রী **সুব্রত মুখোপাধ্যায়**। প্রায় প্রত্যেক বছরই তাঁকে দেখা যায় সকাল থেকে রাত অবধি, বিশেষ করে রাত্রে টহল দিচ্ছেন পুরো মেলা প্রাঙ্গন। সুবিধা অসুবিধা সব কিছুরই খোঁজ নিয়ে নেন সকলের থেকে। তিনি একান্ত সাক্ষাৎকারে আলিপুর বার্তাকে কি বললেন।

প্রশ্ন : কুম্ভ নেই গঙ্গাসাগরের ওপর বিশাল চাপ পরার আশঙ্কা রয়েছে। আপনার একটি দফতর ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত এই সাগর মেলায়। পানীয় জল পাওয়া ছিল দুরূহ এখন তা অনেকটাই সমাধান হয়েছে। এবছর এত লোক সামলাতে কোনও অতিরিক্ত ব্যবস্থা আছে কি?

সুব্রত : প্রথমেই বলি জলের যে ব্যবস্থা রয়েছে তা পুণ্যার্থীদের সামাল দেওয়ার জন্য অসুবিধা হবে না। একটি জল তৈরি হওয়ার গাড়ি যেমন থাকে তেমনই থাকবে এবং জল তৈরি হয়ে পাউচ প্যাকেট সবার হাতে হাতে চলে যাবে। তবে বলছি ঠাণ্ডা পড়েছে তো বেশি জল লোকে খাবে না।

তবে, অন্যান্য অনেক কিছুরই অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিয়েছি। যেমন, টয়লেট, কিছু মোবাইল টয়লেট এবং টেমপোর‍্যারি টয়লেট বেশি করে তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া এবছর আমরা বাবুঘাটে যেসব সাধুরা এবং পুণ্যার্থীরা এসে জমায়েত হন সেখানেও আমরা কিছু টয়লেটের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এছাড়াও এবারে খুবই ঠাণ্ডা পড়েছে গঙ্গাসাগরে টেমপোর‍্যারি ছাউনি তৈরি করে অনেক সাধু ও পুণ্যার্থীরা থাকেন এবছরের যে আশংকা রয়েছে তা হল ঠাণ্ডায় আগুন পোহানো এই আগুন থেকে দুর্ঘটনার ভয় থাকে। সেজন্য আমরা এবছর সব টেমপোর‍্যারি সেড এবং হোগলার যে সেড বিক্রি হবে তাতে ফায়ার সেফটি কেমিক্যাল লাগিয়ে দিচ্ছি যাতে আগুন চট করে লাগতে না পারে। এই কেমিক্যাল লাগানো থাকলে চট করে আগুন লাগে না। এ বিষয়ে আমরা খুবই কঠোর কারণ আগে এরকম ঘটনা ঘটেছে। পুরো দাহ্য পদার্থের মধ্যে মেলাটি হয়। এই ঠান্ডার জন্য আমাদের কিছু ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ নিতে হয়েছে এবং ব্যবস্থাও করতে হবে। সব সময় আমরা এ বিষয়ে তৎপর থাকবো। এবছর তেমন সোলার লাগানো হচ্ছে না। ডাইরেক্ট ইলেকট্রিকেই আমাদের কাজ চলবে। স্নান করার সময় যেরকম সিকিউরিটি থাকে তাই থাকবে। আমার মনে হয় এটাই যথেষ্ট কারণ আমরা অনেকটাই আধুনিক সিকিউরিটিতে। এছাড়াও ড্রেজিং যেটা হচ্ছে সেটার ওপর বিশেষ নজর রাখছি এবং অতিরিক্ত চাপ দেওয়া হয়েছে যাতে সেটা দ্রুত সুষ্ঠভাবে শেষ করা যায়। ড্রেজিংটা খুবই প্রয়োজন কারণ এর আগে আমার লঞ্চও আটকে গেছিল চড়ায়।

প্রশ্ন : আরও কোনও বিশেষ পদক্ষেপ আছে কি?

সুব্রত : হ্যাঁ অবশ্যই আছে, এবছর আমরা এটা ঠিক করেছি যে জোয়ার ভাঁটা দেখে তেমন ভাবে বাস ছাড়া হবে যাতে বাসগুলি পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যার্থীরা ভেসেল পরিষেবা নিতে পারে যাতে লাইনে দীর্ঘক্ষণ না দাঁড়াতে হয়।

প্রশ্ন : প্লাস্টিক মুক্ত করবার জন্য কি কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে?

সুব্রত : হ্যাঁ অবশ্যই। সেজন্য আমরা অতিরিক্ত কর্মচারী রেখেছি যাতে প্লাস্টিক সঙ্গে সঙ্গে ঝাড় দিয়ে তুলে ফেলে দেওয়া যায়। এছাড়া প্রচুর এনজিওকে আমরা মোবিলাইজ করেছি এ বিষয়ের উপর দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। এক জায়গায় করে সেগুলোকে জরো করে কিভাবে ধ্বংস করা যায় সে বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি রয়েছে।

প্রশ্ন : অনেক সময় দেখা যায় পুণ্যার্থীরা ওখান থেকে প্লাস্টিক কিনে সেই ছাউনির তলায় থাকে এবং রান্নাবান্না করে সে বিষয়ে কি ভাবনা?

সুব্রত : না এবারে ছাউনি আমরা একেবারেই করতে দিচ্ছি না। একদমই প্লাস্টিকের ছাউনি করতে দিতে পারবো না আর আমরা যে ছাউনি দেব সেগুলিও ওষুধ দিয়ে দেওয়া হবে। কারণ এই এবারে আগুন লাগার ভয় অনেক বেশি তাই আমি চিফ মিনিস্টারকেও বলেছি যাতে বেশি করে ফায়ার ব্রিগেডের ব্যবস্থাও করা হয় এবছর।

প্রশ্ন : প্রশাসন তো এবার স্মার্ট গঙ্গাসাগর করে তোলার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে যেমন ধরুন ই–স্নান ইত্যাদি। আপনি কি বলেন?

সুব্রত : ওই কায়দা আমি জানি না। আর ওতে কি উপকার হবে আমি তাও জানি না। ওতে হয়তো কেউ খুশি হতে পারে ওতে কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না। যেমন ধরুন অনেক দিন আগে একজন ডিএম এসে ছিলেন তিনি বাচ্চাদেরকে একটা মিউজিয়ামের মতোন দেখাচ্ছেন ওতে কিছুই হবে না কারণ লোক ওখানে যায় পুণ্যি করবার জন্য স্নান করবার জন্য কারণ কেউ দেখতে ওখানে যায় না। এসব কায়দা তার করে। ওর মধ্যে আমি নেই। ওতে হবে কি? আমি মন্ত্রী হিসাবে প্রায় ১২ বছর ধরে ওখানে বসে থাকি এ কোনও রেকর্ড আছে বলে আমার জানা নেই, কাজেই আমি ওসব গুলে খেয়েছি আমার নতুন ভাবে সৌভাগ্য হয়েছিল ঈশ্বরের কৃপায় ওটাকে ধাতস্থ করার। আর বোধহয় কিছু করার নেই। এবার সেটা করার সেটা হলো প্রকৃতির। আর যেটা করার আছে সেটা হচ্ছে হলো গিয়ে ব্রিজ করে দেওয়ার। অবশ্য ব্রিজ করে দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাধুর্য থাকবে না। আর মাধুর্য তো এমনিই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আপনারা যদি লক্ষ্য করেন দেখবেন মানুষ আর ওখানে থাকে না। লোক যায় আর চলে আসে। তাই মেলায় বিক্রি বাট্টাও কমে গিয়েছে। এবং যেসব টেমপোর‍্যারি ছাউনিগুলি তৈরি করে দেওয়া হয় পুণ্যার্থীদের জন্য সেগুলো প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে।

প্রশ্ন : পুরো মেলাটাই তো এবার ওয়াই–ফাইয়ের আওতায়।

সুব্রত : ওসব আমি জানি না। অতি আধুনিক জিনিসটা আমি একদমই জানি না। সে যে করবে করবে যার দায়িত্বে আছে করবে।

প্রশ্ন : এখনকার গঙ্গাসাগর আর আগের গঙ্গাসাগরের মধ্যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে সেটা কেমন লাগে?

সুব্রত : খুবই ভালো লাগে, তবে আমি একটু ট্র্যাডিশনাল মানুষ। আমি গঙ্গাসাগরকে অতি আধুনিককরণ, অতি অতি আধুনিকিকরণের পক্ষে নেই। তবে আর গঙ্গাসাগর আর গঙ্গাসাগরে থাকবে না। আমি সেই জায়গায় নিয়ে যেতে চাই না।

প্রশ্ন : কিন্তু ট্যুরিজিম তো বাড়ছে?

সুব্রত : এটা তো ট্যুরিজিমের জায়গা নয়। এটা হলো গিয়ে পুণ্য করার জায়গা। এটা ট্যুরিজিম নয়। ট্যুরিজিম যদি বলেন তাহলে ট্যুরিস্টকে মদ্যপানের অনুমতি দিতে হবে। ওখানে যদি ঢালাও এমন ব্যবস্থা করা হয় তাহলে গঙ্গাসাগরের আর স্বাদ থাকবে। তাহলে সেই মাধুর্যতে আর বলাও যাবে না 'সব তীর্থ বার বার, গঙ্গাসাগর একবার' এটাই এর ফ্লেভার।

যত কলকাতার লোক যাবে তত ওই দীঘা, শান্তিনিকেতন আর তারাপীঠ হয়ে উঠবে। এবার দেখে আসুন গিয়ে কি হয়েছে ওই জায়গাগুলি।

মেলায় বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুৎ পরিষেবা

মুখোমুখি

আমূল পরিবর্তন ঘটেছে গঙ্গাসাগরে। বিশাল বিশাল জেনারেটরের মাধ্যমে আলোকিত হতো সাগরমেলা ওই কদিনের জন্য। কয়েক বছরে সেই চিত্র বদলেছে। ইলেকট্রিকের আলোয় ঝলমল করছে কপিল মুনির মন্দির সাগর প্রাঙ্গণ। সারা বছরই আলোয় আলোকিত থাকে সাগরের আপামর বাসী। পড়াশুনোর সুযোগও মিলেছে আরও বেশি করে। এবারের সাগরমেলার আগে তাই রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের** মুখোমুখি হয়েছিলাম আমরা।

প্রশ্ন : এবারের গঙ্গাসাগর স্মার্ট হয়েছে, চতুর্দিকে ওয়াইফাই–এর ব্যবস্থা। তার জন্য বিশেষ প্রয়োজন বিদ্যুৎ। কি ব্যবস্থা রয়েছে?

শোভনদেব : এবছর যেখানে যেখানে যেমনভাবে বিদ্যুতের ব্যবস্থার জন্য বলা হয়েছিল তার সবই করে দেওয়া হয়েছে। বাড়ানো হয়েছে পরিষেবা। বাড়ানো হয়েছে বিদ্যুতের পরিমাণও। আমরা ডবল লাইনের মাধ্যমে এবছর বিদ্যুৎ দিচ্ছি। একটা লাইন যদি কোনও ভাবে বন্ধ হয়ে যায় বা ফল্ট হয়ে যায় তবে অন্য লাইনটি দিয়ে পরিষেবা চালু থাকবে। এবং সামনের বছর ত্রিপল লাইনে পরিষেবা দেওয়া হবে। সবকটি পয়েন্টে সার্বিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই যারা ঘুরে এসেছেন তারা সকলেই অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। আমাদের দফতরে যেমন ভাবে কাজ করেছে তেমনি পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেন্টও সমান তালে কাজ করছে। পি ডব্লুডির কাজও খুব ভালো হয়েছে ওদের জন্যও ডবল লাইন করে দেওয়া হয়েছে যাতে ওদের কোনও অসুবিধা না হয়। ড্রেজিংএর কাজও অনেকটা এগিয়ে গেছে আশা করা যায় কোনও অসুবিধা হবেনা পুণ্যার্থীদের। যত দিন যাচ্ছে তত দ্রুত কাজ হচ্ছে। প্লাস্টিক মুক্ত করাও এবছরে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

প্রশ্ন : আপৎকালীন ব্যবস্থার জন্য কি ইঞ্জিনিয়াররা কি থাকছেন?

শোভনদেব : হ্যাঁ অবশ্যই ইঞ্জিনিয়াররা তো থাকছেই। আমিও থাকছি ১৩ থেকে ১৬ সব সময়। পুরোটাই মনিটারিং করবো। যাতে কারও কোনও অসবিধা না হয় আমি তা দেখব।

প্রশ্ন : গঙ্গাসাগর বদলিয়েছে আগের সাথে এখনের আকাশ পাতাল তফাৎ কেমন লাগে?

শোভনদেব : এটাই তো করার চেষ্টা করছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমত তীর্থ কর তুলে দিয়েছেন। ৫ লক্ষ টাকার বিমা করে দিয়েছেন। প্রত্যেকটি দফতরকে যে কটি দফতর এর সাথে জড়িত তাদের যেমন ভাবে নির্দেশ দিয়েছেন তারা তেমনভাবেই কাজ করেছে। যত দিন যাবে ততই আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। শুধু এই সময়ের জন্যই নয়, সারা বছর মানুষ যাবে।

গঙ্গাসাগর বক্‌খালি উন্নয়ন পর্ষদ্

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নগরোন্নয়ন ও পুর-বিষয়ক বিভাগের অধীনস্থ একটি স্বতন্ত্র সংস্থা

ঠিকানা : গঙ্গাসাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৬০৬
দূরভাষ- ০৩২১০-২৪০০১০
E-mail : eo.gbda@gmail.com
Website : www.gbdaonline.in

গঙ্গাসাগর মেলা, ২০২০ সাদর আমন্ত্রণ

"নীল সাগরের নোনাজল ছুঁয়ে তোমার পদযুগল যবে–
ঝিনুক মালার অঞ্জলি মেখে ধরা দিতে চায়
বালুকাবেলার ঝাউ বনের মিছিলে,
আমি উদাসী হাওয়ার ঝিরিঝিরি শব্দে মাতাল হই" ।

এমনই সুন্দর গঙ্গাসাগর, যেন কপিল মুনির চরণামৃত। একদিকে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য্য, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক পরিবেশে আধুনিকতার মেলবন্ধন। সাগর দ্বীপের প্রকৃতি উদ্যানে 'রূপসাগর', 'ঢেউসাগর' ও 'ভোর সাগর'-এর ঝাউবন এবং 'বেনুবন'-এর ম্যানগ্রোভ অরন্য আপনাকে মুগ্ধ করবেই।

কপিল মুনি মন্দিরের ঐতিহ্য, নাগ সরোবর মন্দিরের গাম্ভীর্য ও বনদেবী মন্দিরের নির্জনতা আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। সকালে মুড়িগঙ্গায় পরিযায়ী পাখির কলতান আর সূর্যাস্তে লাইট হাউস, সমুদ্র সৈকতে জাহাজের ভিড় আপনার স্মৃতিতে অমলিন থেকে যাবে।

প্লাস্টিক হাটাও পরিবেশ বাঁচাও

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের
শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই

সৌজন্যে

বুচান ব্যানার্জী
সহ–সভাপতি, বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা

প্লাস্টিক বর্জন করুন
গঙ্গাসাগর মেলাকে পরিবেশ বান্ধব
মেলা হিসাবে গড়ে তুলুন
সকলে সুস্থ থাকুন– ভালো থাকুন।

বঙ্কিম সাগরে নবকুমার

নব কুমার দাস
বিডিও, বজবজ–২

বঙ্গদেশে জন্মগ্রহনকরত অধম নবকুমার বঙ্কিমবাণে জর্জরিত হইয়া অপ্রাপ্তবয়সে কপালকুন্ডলা' পাঠ করিলে গঙ্গাসাগর বিষয়ে কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছিলেন। কিন্তু যথাকালে পূণ্যসঞ্চয়ের প্রবৃত্তি না হইলেও বৃত্তির দায়বদ্ধতা ও পাপস্খলনের নিমিত্তে এবং পূণ্যার্থীদিগের সহায়তার উদ্দেশ্যে উহাকে কাষ্ঠাসানাসীন হইয়া বিগত বসরে 'কে–থ্রি' নাম্নী বাস আড্ডায় সমাসীন হইতে হইয়াছিল। নবম দিবস ও সপ্তম নিশার অভিজ্ঞতা নবকুমারকে স্বল্প হইলেও কিঞ্চিৎ সমৃদ্ধ করিয়াছে। অদ্য উহাই বর্ণনা করিব।

ইদানিং প্রথম দিবসের পরিদর্শন বিষয়ে স্মৃতিচারণ করিব। বিগতবসরের মধ্য ডিসেম্বরের নাতিশীত উপেক্ষা করিয়া মদীয় সারথি সামান্য বিলম্বে আমাদিগের আপাত আবাসে আসিলে যাত্রা শুরু করিলাম। মনিবন্ধের সাময়িকী তৎকালে সময় জানাইল দিবসের এক চতুর্থাংশ অতিক্রমী অষ্ট ঘটিকা। পথিমধ্যে সহকর্মীকে লইয়া হীরক বন্দরগামী রাজপথ ধরিয়া আমাদের টাটা নির্মিত জাপানী যোদ্ধা সুবর্ন (টাটা সুমো গোল্ড) যান ছুটিতে লাগিল। দীর্ঘ অর্ধাধিক দুই ঘটিকান্তে বায়সদ্বীপস্থ বিভাগ অষ্ঠের চারি সংখ্যক নৌঘাঁটিতে উপস্থিত হইলাম।প্রশস্ত রাজপথ হইতে নদীবন্দরের সংযোগকারী পথিকা সুসজ্জিত ও উহাতে ক্রেতা কৃপাধন্য প্রভূত বিপনী ও বিশ্রামগৃহ পরিলক্ষিত হইল। এস্থলে আমাদিগের বাহন ও তাহাদিগের চালকেরা সাময়িক বিদায় জানাইয়া অপেক্ষমান হইলো।উহারা এস্থলে বিশ্রামকরিবে এবং সদাশয় মহকুমাশাসকের আতিথ্য গ্রহণ করিবে।

অতএব তথা হইতে জেলাশাসক নির্ধারিত নৌযানে কসর করিয়া উঠিলাম। পুরাকালের বাষ্পীয় নির্যান বর্তমানে পেট্রোলিয়ামভূক স্টিমারযানে রূপান্তরিত হইয়াছে। নদীবক্ষে ভাসমান বার্জে জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিকগন , সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগন ও যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগন সমবেত হইলে সমভিব্যহারে প্রায় একাদশ ঘটিকায় মদীয় জলযান 'বদর বদর ' বদলাইয়া 'ভুটভুট' শব্দ যোগে যাত্রা শুরু করিল।

এস্থলে হুগলী নদীর বিস্তার দেখিয়া চমকৃত হইলাম। তবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল 'সি গাল পক্ষী'। কবি জীবনানন্দ দাশ যাহাদের 'সাগর সারস' কহিয়াছেন। চলমান নৌযানের পার্শ্বে ও পশ্চাতে উহাদের কৌশলী উড়ান ও মস শিকার আমাদিগের দৃষ্টি ফিরাইল। অতঃপর আমাদিগের যাত্রা পথে নদীগর্ভে বিপুলাকার বৈদ্যুতিক স্তম্ভ নজরে আসিল। ইহা আশ্চর্যকারী না হইলেও ইহার গুরুত্ব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। অগ্রণী সাগর দ্বীপের সামগ্রিক বিদ্যুতের চাহিদা ইহা দ্বারাই সরবরাহ হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে পারিলাম। অগ্রে ভাবিয়াছিলাম দ্বীপস্থ অধিবাসী ও পর্যটক এবং পুন্যাভিলাষী জনতা ও বিশিষ্ট জনের বৈদ্যুতিক চাহিদা বুঝিবা উর্মিমালাতরঙ্গ উদ্ভুত তড়িৎ ,সাগরবায়ু ঘূর্ণিত বিজলি কিংবা সৌরবিদ্যুতের দ্বারাও কিঞ্চিৎ মিটিয়া থাকিবে।

যাহাই হউক কিঞ্চিৎ পরে সকলে সাগর দ্বীপের উত্তরপ্রান্তের কচুবেড়িয়া নৌঘাটে অবতরণ করিলাম। অবতরণকরত একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট দাদার সহিত আমরা চারিজন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও দুইজন যুগ্মসমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মোটর যানে উঠিয়া সাগর দ্বীপস্থ কচুবেড়িয়া শকট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে পুনরায় স্থলযাত্রা শুরু করিলাম। এস্থলে রাজপথ প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন দেখিয়া আমাদিগের চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ইহার দুইপার্শ্বে অসংখ্য বিপনী ও হর্ম্যগৃহ দেখিলাম।অতঃপর শকটকেন্দ্রের ব্যবস্থাদি পর্যবেক্ষন করিয়া দ্বীপের দক্ষিণ দিক তথা সমুদ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

অত্র প্রশস্ত পথিকা সাগরদ্বীপের উত্তরপ্রান্ত কচুবেড়িয়া হইতে দক্ষিণপ্রান্ত গঙ্গাসাগর তথা কপিলমুনির আশ্রমস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত। সন্মানীয় 'গুগল' মহোদয় সপ্রতিভ হইয়া জানাইল ইহার দূরত্ব প্রায় সার্ধ ঊনত্রিশ কিলোমিটার। উহার দুইপার্শ্বে চিরাচরিত বঙ্গের অপূর্ব গ্রামীণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইলো। যাহা হউক কপিলমুনির আশ্রমের নিকট পহুঁছাইয়া মুনিবর ও গঙ্গাদেবীর মন্দির পর্যবেক্ষন করত মেলা করণে উপস্থিত হইলাম। তবে তথায় যাইবার পূর্বে কপিল মুনির মন্দির বাহির হইতে দর্শন করিলাম।

গঙ্গাসাগরের মেলা অফিসটি বড় চমৎকার ও সুপ্রশস্ত বীথিকা সমন্বিত। আসন্ন মিলনমেলা ও পবিত্র স্নান উপলক্ষ্যে উহা নবরূপে সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। মনপ্রাণ প্রশমিত হইল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়ের অভিজ্ঞ তদারকিতে আমরা দ্বিপ্রাহরিক ভোজন করিলাম। রোহিত মস ,কুক্কুট কেহই রক্ষা পাইল না। ভোজনান্তে মেলা করণের সুমিষ্ট রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রাঙ্গনে ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইলাম।ক্লান্তি বোধ করিলে মেলা আপিসের বারান্দায় সুশোভন সোফায় নিমীলিত নয়নে অর্ধশয়নে বিশ্রাম করিলাম। অতঃপর প্রতীক্ষা , প্রতীক্ষা ও প্রতীক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে গাত্রোত্তরণ করিয়া সম্মুখ সাগর অভিমুখে যাত্রা শুরু করিতে না করিতেই বার্তাবহে সম্বাদ পাইলাম জেলা শাসক মহোদয় দ্বীপে পদ রাখিয়াছেন। অতএব শশকের ন্যায় ব্যাস্ত হইয়া তাহার সাময়িক অবস্থানে অবস্থান করিলাম। এবং তৎপর হইয়া

পুলিশ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকগন, স্থানীয় ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্তআধিকারিকদের লইয়া প্রথমদিবসের বাণী প্রদান ক্রিয়া আপন আপন দায়িত্ব বুঝাইয়া দিলাম। বংশদন্ড দ্বারা নির্ধারিত বাস আড্ডা, প্রবেশপথ ও নির্গমন পথ স্থির করিয়া এবং উহাদের যথাযথ ত্রিভাষিক দিকনির্দেশবাণী ও চিহ্ন প্রয়োগ করিয়া পর্যটক কুটিরে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম। ডেকরেটার ও ইভেন্টম্যানেজার নামক ময়দানবের কলাকৌশলে সারি সারি সুইস কটেজ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে পঞ্চম তারকার সুবিধার ব্যবস্থাদি রহিয়াছে। বাদামি সাহেব সুবো ও মোসাহেবগন উহাতে আশ্রয় লইবেন।

পর্যবেক্ষন ও মতামতে অংশগ্রহণ করত সন্ধ্যা ঘনাইল। অতএব পুনরায় মোটরযোগে নৌবন্দরে ফিরিয়া আসিলাম ও চৈনিক পানীয় পানান্তে নৌযান আরোহন করত মূলভূখন্ডে ফিরিয়া আসিলাম। ভালো মন্দের বিমিশ্র প্রতিক্রিয়া অনুভব করিলাম।

তাই লিখিলাম, মন ভরিল না। আশ পুরিল না।

যাহা হউক ইহার পক্ষকাল পরে আমাদিগকে সমষ্টির ভার অধস্তন কর্মচারীর স্কন্ধে সাময়িকভাবে ন্যস্ত করিয়া ব্যস্তভাবে সাগরসঙ্গমে যাত্রা করিতে হইল। যেনবা অগস্ত্য যাত্রা। কতদিন থাকিব কি করিব তাহার স্থির নেই। সর্বনিম্ন একসপ্তাহ হইতে সর্বাধিক একপক্ষকাল তথায় থাকিয়া ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিতে হইবে অতএব লটবহর লইয়া অগ্রসর হইলাম। অতএব পুনরায় হীরক বন্দর গামী রাজপথ ধরিয়া যান ছুটিল ও অর্ধাধিক দুই ঘটিকান্তে বায়সদ্বীপস্থ বিভাগ অষ্ঠে পঁহুছিলাম। তথায় অপেক্ষমান নির্ধারিত নৌযানে পুনরায় কসর করিয়া উঠিলাম।

এবারে আমাদের দলটি অগ্রণী, অতএব একেএকে জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিক , সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও যুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকগন সমভিব্যাহারে দশ ঘটিকায় যাত্রা শুরু করিল।

মৈত্র মহাশয়ের সাগরে যাওয়ার বার্তা ক্রমে রটিয়া গেলেও সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিস ত্যাগের রটনা রটিতে বিশেষ সময় লাগে না। অস্থায়ী ও দায়প্রাপ্ত আধিকারিকের প্রজ্ঞাপন ও প্রজ্জ্বলন চলিতে থাকে। তিনি অস্থায়ী সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের দায়িত্ব বুঝিয়া লইতে না লইতে ব্যস্ত হইয়া নিরন্তর মুষ্টিফোনে বার্তালাপে মগ্ন হইলেন। ইহাই স্বাভাবিক কারণ তিনি সারাবসর বাস্তকারের দায়িত্ব পালন প্রযুক্তির সাহায্য লইয়া সমাপন করিয়া থাকেন কিন্তু অদ্য হইতে তিনি নানাপ্রকার যুক্তির কুজ্ঝটিকায় দিক না হারাইয়া নির্বাহী আধিকারিকের গুরুভার দায়িত্বের ক্ষুদ্র নৌকাখানি জনগনমনের দোলায় দুলিতে থাকিবেন। অবশ্য দুই তিন দিবস মাত্র। অতঃপর তিনি ধাতস্থ হইবেন। ইত্যবসরে আমি জানুয়ারি কিংবা পৌষমাসের মিঠে রৌদ্রে ত্বকের যত্ন লইয়া ভেসেলনাম্নী জলযানে 'লট–এইট' হইতে ভাসিয়া পড়িলাম।

তথায় সিগাল পক্ষীর নিরন্তর ওড়াউড়ি ও মসশিকার দেখিয়া অনিত্য সংসারের নিত্য ও নিরন্তর জীবন সংগ্রাম বিষয়ে পুনরায় জ্ঞান প্রাপ্ত হইলাম ও মধ্যনদীতে বোধিলাভ করিলাম। নৌযানের ধুম্রজাল ও যান্ত্রিক শব্দ আমার সম্মোহিত ভাব ঘুচাইলো। অতঃপর কচুবেড়িয়ার 'সংহতি তীর্থ ' নৌ–আড্ডায় অবতরণ করিলাম। বুঝিলাম আগামী কয়েক দিন কচুবেড়িয়া জনসমুদ্রের আকার ধারণ করিবে এবং এস্থলের আধিকারিক ও কর্মিবর্গ সাম্পানে চড়িয়া সেই সমুদ্রে পাড়ি দিবেন

আপাতত অপেক্ষ্যমান যান আরোহনপূর্বক পুনরুল্লিখিত পথে গঙ্গাসাগর মেলা আপিসে প্রবেশ করিলাম।

ইতিমধ্যে আমরা মেলা আপিসে যাইয়া ম্যানপ্যাক গ্রহণ করত আপন আপন দায়িত্ব বুঝিয়া লইলাম। কিন্তু থাকিব কোথায়? অবশেষে পর্যটক কুটিরে আমাদিগের চারিজন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অস্থায়ী আশ্রয় মিলিল। পৃষ্ঠবটুয়া ও চক্রথলি যথাস্থানে রাখিলাম।

পর্যটক আবাসে সাময়িক অবস্থান করত অপরাহ্নবেলায় মদীয় দায়িত্ব বুঝিয়া লইতে গতিধারা প্রকল্পের শীততাপ ও অ্যাপ নিয়ন্ত্রিত উবের যানে কে–থ্রি নাম্নী বাস আড্ডায় উপস্থিত হইলাম। আগামী কয়েক দিবস ও রাত্রি আমাদিগকে এস্থলে সাধারণ পুণ্যার্থীদিগের গতায়াতের বাবস্থাদি সুষ্ঠূভাবে সমাপন করিতে হইবে। আমাভিন্ন আরেকজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তথা উপসমাহর্তা মহোদয় এস্থলে নিযুক্ত আছেন।

পুলিশ, ভারত সেবাশ্রম সংঘের স্বেচ্ছাসেবকগন, স্থানীয় ব্লক ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মকর্তা ও দায়িত্বপ্রাপ্তআধিকারিকদের লইয়া প্রথমদিবসের বাণী প্রদান ক্রিয়া আপন আপন দায়িত্ব বুঝাইয়া দিলাম। বংশদন্ড দ্বারা নির্ধারিত বাস আড্ডা, প্রবেশপথ ও নির্গমন পথ স্থির করিয়া এবং উহাদের যথাযথ ত্রিভাষিক দিকনির্দেশবাণী ও চিহ্ন প্রয়োগ করিয়া পর্যটক কুটিরে ফিরিয়া আসিলাম। দেখিলাম। ডেকরেটার ও ইভেন্টম্যানেজার নামক ময়দানবের কলাকৌশলে সারি সারি সুইস কটেজ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। উহাতে পঞ্চম তারকার সুবিধার ব্যবস্থাদি রহিয়াছে। বাদামি সাহেব সুবো ও মোসাহেবগন উহাতে আশ্রয় লইবেন।

যাহা হউক, আমাদিগের দায়িত্ব আমজনতার চলাচলের ব্যবস্থাদি গ্রহণ। আমরা উহাতে মনোনিবেশ করিলাম। ভারত সেবাশ্রমের স্বেচ্ছাসেবকগন ,সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছাকর্মীবর্গ ,হ্যাম রেডিওর অক্লান্ত কর্মীগন , চিকিসক স্বাস্থ্যকর্মীগন নানাবিধ সরকারি আধিকারিক ও কর্মিবর্গের পালাক্রমে দায়িত্ব পালনে মেলার মাঠ জমিয়ে উঠিল। পশ্চিম বঙ্গালের এই দ্বীপভূমি সুবিশাল ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ হইয়া উঠিল। হিন্দু তীর্থক্ষেত্র মাত্র নয়। আপামর ,অহিন্দু যবন ও শেষত মানবিক পরিষেবার অন্যতম নিদর্শন হইয়া প্রমান করিল নদী সাগরে মিলিলে মোহনা জন্মায়। সাগরে আসিলে কষ্টসহিষ্ণু হয় যায় , সকরুণ মানবপ্রেম জন্মে। সকলের নতুন জন্ম হয়। সাগররাজার মৃতসন্তানদের মত আমাদের পার্থিব সম্ভাবনাগুলি সুপ্রকটিত হইতে পারে। মেলা পরিসমাপ্তিতে ক্লান্তি অসিলেও হৃদয় পূর্ন হইয়া যায়। পুণ্য ও পূর্ণের বিভেদ করিতে পারিনা। আকাশ গঙ্গার অগণন নক্ষত্রের নিচে দাঁ।ইয়া মনে হয় অতিক্ষুদ্র আমরা পাপপুণ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করিতে করিতে আমরা আরো কতকাল এমন মহা গঙ্গাসারের স্নানযাত্রায় সামিল হইব?

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের সুস্থতা কামনা করি
সৌজন্যে

হেমন্ত ছাবড়িয়া (হিমুদা)
(বিশিষ্ট সমাজসেবী)
নোদাখালী, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,
মোবাইল– ৬২৯০৯৯২২০২

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সারা দেশের তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানায়
মেডিকেয়ার নার্সিং হোম
ডোঙাড়িয়া চৌরাস্তা, নোদাখালী,
দক্ষিণ ২৪ পরগনা
মেলায় আগত সকল তীর্থযাত্রী সুস্থ ও ভালো থাকুন
সৌজন্যে

ডাঃ মশিহুর রহমান
কর্ণধার
মেডিকেয়ার নার্সিং হোম

গঙ্গাসাগর মেলায় অভিনব তথ্য–প্রযুক্তির ব্যবহার

গঙ্গানদী ও বঙ্গোপসাগরের সংগমস্থানে অনুষ্ঠিত গঙ্গাসাগর মেলায় সমবেত হয় প্রায় ৩০ লাখেরও বেশি তীর্থযাত্রী। মকর সংক্রান্তির দিন ভারত তথা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রীরা ছুটে আসে মোক্ষলাভের আশায়। এই বিশাল সংখ্যক তীর্থযাত্রীর নিরাপত্তা, সুরক্ষা ও তাদের সকল বিষয়ে সুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখাই প্রশাসনের কাছে একটি বিশাল বড়ো চ্যালেঞ্জ। তাই, দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা প্রশাসন তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে মেলা চলাকালীন বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছেন।

১) সাগর সুরক্ষা

১. তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে থাকবে রিয়েল টাইম মনিটারিং সিস্টেম।

২. সফ্টওয়্যারে থাকবে ওভার–ক্রাউড অ্যালার্ট, ট্রেসপাসিং অ্যালার্ট, ক্রাউড গ্যাদারিং অ্যালার্ট, স্মোক ও ক্রাউড অ্যালার্ট।

৩. মেলাপ্রাঙ্গনে তীর্থযাত্রীদের ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবেন পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক। এমনকি তাদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে।

৪. তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার জন্য থাকবে স্মার্ট মনিটারিং, টেকনোলজি, যার মাধ্যমে সমগ্র মেলাপ্রাঙ্গনে নজর রাখা হবে।

২) অতিথি পথ (গঙ্গাসাগর মোবাইল অ্যাপ)

১. অতিথি পথ অ্যাপের মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলা সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে, যেমন– পূজা, জোয়ার–ভাটা, যানবাহন ও ফেরির ভাড়া ও সময় এবং পথ নির্দেশক।

২. এই অ্যাপের দ্বারা গঙ্গাসাগর ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়ার পেজ সম্পর্কেও জানা যাবে।

৩. এই অ্যাপটি সাগর সুরক্ষা সিস্টেমের সাথে যুক্ত হয়ে তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার দিকে নজর রাখবে। অ্যাপটি ব্যবহার করার সময় ব্যবহারকারীর সেই সময়ের ভৌগলিক অবস্থান দেখা যাবে। যার ফলে, যে কোনো রকম বিপদ বা অসুবিধা হলে তার কাছে সহজেই পৌঁছানো সম্ভব হবে।

৩) বাহন ট্র্যাকার

১. মেলাচলাকালীন সমস্ত গাড়ি ও ফেরির সময় ও তাদের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকার জন্যে প্রশাসনের পক্ষ থেকে থাকবে বাহন ট্র্যাকার।

২. অন ডিউটি বাস ও ফেরী যাতে কোনো স্থানে অযথা দাঁড়িয়ে না থাকে তার জন্য সমস্ত গাড়িতে জি পি এস ট্র্যাকার বসানো হবে।

৩. অন ডিউটি যানবাহনগুলি যদি কোথাও অযথা দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে সাগর বন্ধুরা তাদের সঠিক রুটে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

৪) সাগর সঞ্চার

১. যোগাযোগ পরিষেবাকে সবসময় চালু রাখার জন্য ভি এইচ এফ রেডিও টেকনোলজি বসানো হবে, যার নাম 'সাগর সঞ্চার'।

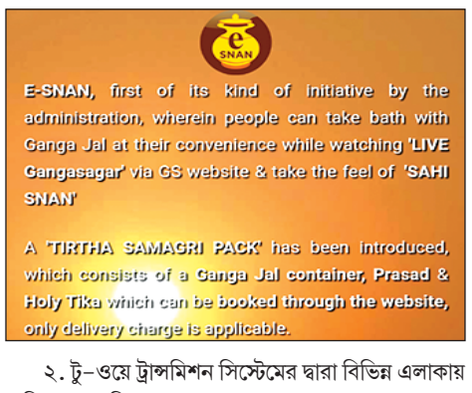

২. টু–ওয়ে ট্রান্সমিশন সিস্টেমের দ্বারা বিভিন্ন এলাকায় অফিসাররা ছড়িয়ে থাকবে।

৩. মেলা কন্ট্রোল রুমের ৪০ কিলোমিটারের মধ্যে ১৫০ জন অফিসাররা ছড়িয়ে থাকবে।

৪. মেলা প্রাঙ্গনের বিভিন্ন স্থানে ওয়াই–ফাই বুথ বসানো হবে।

৫) ই–দর্শন

১. আউটডোর ডিসপ্লে

গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রাপথের বিভিন্ন স্থানে অর্থাৎ জোকা থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত এল ই ডি স্ক্রিন বসানো হবে। এই স্ক্রিনে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া বিভিন্ন স্কিম ও গঙ্গাসাগর সম্পর্কিত বিভিন্ন ভিডিও দেখানো হবে।

২. ওয়েবসাইট অ্যান্ড সোশ্যাল মিডিয়া

তীর্থযাত্রীদের সচেতন করার জন্যে গঙ্গাসাগর ওয়েবসাইট ও সোশ্যাল মিডিয়াতে বিভিন্ন তথ্য জানানো হবে। এছাড়াও মেলাপ্রাঙ্গনের লাইভ ভিডিও দেখা যাবে এই পেজগুলিতে।

৬) ই–নিরীক্ষণ

১. তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষার জন্যে সাগরমেলার বিভিন্ন স্থানে সি সি টিভি ক্যামেরা বসানো হবে।

২. সাগরমেলার যাত্রাপথে ৫টি ও মেলাপ্রাঙ্গনে ১টি কন্ট্রোল রুম থাকবে।

৩. আই পি, অ্যানালগ ও ড্রোনে সি সি টিভি ক্যামেরার দ্বারা সমগ্র মেলাপ্রাঙ্গণকে ২৪ ঘন্টা নজরদারীতে রাখা হবে।

৪. সি সি টিভি ক্যামেরার দ্বারা ১০টি বাফার জোনের লাইভ ফুটেজ কন্ট্রোল রুমে ২৪ ঘন্টা চলবে।

৭) পরিচয়

১. কোনো তীর্থযাত্রীরা যাতে মেলা প্রাঙ্গনে হারিয়ে না যায় তার জন্য জেলা প্রশাসন 'পরিচয়' নামে একটি জননিরোধক রিস্ট ব্যান্ডের ব্যবস্থা করেছে।

২. সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিভিন্ন বাফার জোনে রিস্ট ব্যান্ড টি শিশু ও বৃদ্ধদের দেওয়া হবে।

৩. যদি কেউ হারিয়ে যায় তাহলে সাগরবন্ধুরা রিস্ট ব্যান্ড থেকে তার সমস্ত তথ্য বার করে তাকে খুঁজে বার করবে।

৮) ই–স্নান

১. জেলা প্রশাসনের নেওয়া অন্যতম উদ্যোগ ই–স্নান, যার মাধ্যমে ওয়েবসাইটে লাইভ দেখানো হবে গঙ্গাসাগর স্নান ও পূজা। সেটি দেখে দর্শকরা গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করবে ও সাহী স্নান অনুভব করবে।

২. গঙ্গাসাগর ওয়েবসাইট থেকে 'তীর্থ সামগ্রী প্যাক' পাওয়া যাবে। যেখানে গঙ্গাজল, প্রসাদ ও পূজার টিকা দেওয়া হবে। শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জ নেওয়া হবে।

গঙ্গাসাগর মেলায়
আগত সারা ভারতবর্ষের
তীর্থযাত্রীদের অভিনন্দন ও
শুভেচ্ছা জানায়

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ
আলিপুর, কলকাতা–২৭

পরিবেশ বান্ধব ও দুর্ঘটনা মুক্ত গঙ্গাসাগর মেলাকে সফল করতে সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি

ধন্যবাদান্তে

সামিমা সেখ

সভাধিপতি

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ

পুণ্যার্থী সেবায় নিয়োজিত যারা

ইসকন

প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও ১১ জানুয়ারি থেকে ১৬ জানুয়ারি ৬ দিন ব্যাপী ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরের তত্ত্বাবধানে তীর্থযাত্রীদের জন্য সেবা শিবির তৈরি করা হয়েছে। লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সারাদিনব্যাপী প্রসাদ বিতরণ, চিকিৎসা শিবির, বস্ত্র বিতরণ, গীতা দান ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। প্রায় ৬০০-র বেশি স্বেচ্ছাসেবক এই শিবিরে নিযুক্ত থাকবেন। তীর্থযাত্রীদের জন্য রাত্রীকালীন বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকবে।

ভারত সেবা আশ্রম সংঘ

প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও কয়েক হাজার স্বেচ্ছা সেবক বিভিন্ন পয়েন্টে পয়েন্টে থাকছেন পুণ্যার্থীদের সাহায্যের জন্য। বিনামূল্যে ভোগ বিতরণ তো থাকছেই এছাড়াও রয়েছে সাধু ভান্ডারা সহ আরও অনেক কিছু। অস্থায়ী চালা এবং ঘর থাকছে পুণ্যার্থীদের বিশ্রামের জন্য। হোম যজ্ঞ সহ নাচ গান গীতাপাঠ ভক্তিগীতি কীর্তন চলবে এ'কদিন ১৪ তারিখ সারা রাত্রি চলবে কীর্তন ও ভজন যাতে পুণ্যার্থীরা মনোরঞ্জিত হতে পারেন এবং পরদিন সকালে ঠিক সময় ধরে তাদের পুণ্য স্নান করতে পারে। সব বিষয়ে খুঁটিনাটি সাহায্য করবে স্বেচ্ছাসেবকরা। এবছর সঙ্ঘাচার্য স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৫তম জন্মবর্ষ। সেবার মাধ্যমে বিশেষ ভাবে পালন করছে ভারত সেবাশ্রম সংঘ।

শ্রীগুরু সংঘ

শ্রীগুরু সংঘতেও রয়েছে পুণ্যার্থীদের জন্য প্রসাদ সহ বিশ্রামের জন্য জায়গা। চলবে ভজন কীর্তনও।

বড়ো বাজার বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি

প্রত্যেক বছরের মতো তারাও সেবা কার্যে নিয়োজিত হচ্ছেন। ডর্মিটরি, ঘর রয়েছে পুণ্যার্থীদের জন্য এছাড়া অস্থায়ী ছাউনিরও ব্যবস্থা আছে। রয়েছে বিনা মূল্যে খাবারের আয়োজনও।

সনাতন ব্রহ্মচর্য আশ্রম

অস্থায়ী প্রায় পাঁচশো জনের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন তাঁরা। এছাড়াও দিন রাত্রি চলে পুণ্যার্থীদের জন্য দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র। বিনামূল্যে ওষুধ থেকে শুরু করে তাদেরই তত্ত্বাবধানে অসুস্থদের পৌঁছে দেওয়া হয় হাসপাতালে। এছাড়াও থাকে সাধু ভান্ডারা। পুণ্যার্থীদের সেবায় নিয়োজিত তারা।

রেডক্রস সোসাইটি

এই সংস্থার কর্মকান্ড চোখে পড়ার মতো থাকে গঙ্গাসাগরে। পুণ্যার্থীরা অসুস্থ হলেই অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে পৌঁছে যায় রেডক্রস সোসাইটি। তাদের অস্থায়ী চিকিৎসা কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা সদা সেবা করে যায় মেলা চলাকালীন।

আরও বিভিন্ন ছোটখাটো সংস্থা চিকিৎসার মাধ্যমে বা অন্যান্য জিনিসের মাধ্যমেও মেলাকে সর্বাঙ্গিক সুষ্ঠভাবে করার জন্য থাকে তৎপর। সরকারি দফতর ছাড়াও এই সংস্থাগুলি আছে বলে গঙ্গাসাগর আরও সুষ্ঠভাবে তার মেলা পরিচালন করতে পারে।

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সারা দেশের
তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাই

মেলায় আগত সকল তীর্থযাত্রী
সুস্থ ও ভালো থাকুন

সৌজন্যে

জগন্নাথ গুপ্তা
কর্ণধার
বি বি আই টি, জিমস হাসপাতাল
বি বি আই টি পাবলিক স্কুল

মেলার পৌরাণিক কাহিনী

জগন্নাথ মাইতি (আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক) : হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র গঙ্গাসাগর। এই তীর্থক্ষেত্র সাগরদ্বীপে অবস্থিত। মহাভারত, রামায়ণ ও বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এই তীর্থক্ষেত্রের উল্লেখ রয়েছে। গঙ্গাসাগর এক আবহমান কালের তীর্থস্থল। এই স্থানের গঙ্গাসাগর মেলা বহু প্রাচীন। একমাত্র বাংলার এই তীর্থস্থান এবং কপিলমুনির কাহিনী নিয়ে বহু ধর্মশাস্ত্র, পুঁথিপত্র, গল্প, গল্পকাহিনীগান, স্তোত্র, শ্লোকাদি সাংখ্যদর্শন নানা ব্যাখ্যা পুরান ইত্যাদি অনেক প্রকার সর্বভারতীয় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মহাতীর্থের কথা রামায়ণ মহাভারতথেকে শুরু করে অনেকেই লিখেছেন সত্য কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি গঙ্গাসাগর সঙ্গমে পুত্র বিসর্জন দেওয়ার যে প্রাচীন রীতি ছিল তারই এক অশ্রুঘন সার্থক রূপচিত্র কাহিনী।

এটি একটি অমূল্য সাহিত্য সৃষ্টি। দেবতার গ্রাস কবিতাতে দেখি-

''গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্র মহাশয় যাবেন সাগর সঙ্গমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি

পুণ্যলোভাতুর বিধবা মোক্ষদা কোনক্রমে দাদাঠাকুরের সঙ্গী হলো- তার ছেলে রাখাল তার মাসীর কাছে থাকবে ঠিক হল, কিন্তু কোন ফাঁকে রাখাল তরীতে উঠে বসে।

তুই হেথা কেন ওরে১
মা শুধালো; সে কহিল 'যাইব সাগরে।'
মা রাগিয়া বলে,
'চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে।'

সেই অতীতের গঙ্গাসাগর মেলাক্ষেত্র সাগরের জলে তলিয়ে গেছে। এখন গঙ্গাসাগরের স্থান পরিবর্তন করতে করতে কয়েক কিমি পিছিয়ে এসেছে।

অতীতে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় সাগর সঙ্গম স্থল ছিল পাতাল নামে। গুজরাটের বিন্দু সরোবর আশ্রমে মহর্ষি কর্দম প্রজাপতি ও দেবহুতির পুত্র কপিল (৩য় স্কন্ধ ২৫-৩৩ অধ্যায়) এর জন্ম। ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে কপিলকে বিষ্ণুর পঞ্চম অবতার বলা হয়েছে। (১/৩/১০)

ঈশ্বরের অস্তিত্বে এবং যাগযজ্ঞে অবিশ্বাসী মহামুনি কপিল সম্ভবত তাঁর এই যাজযজ্ঞহীন ও নিরীশ্বরবাদী বিশ্বাসের জন্য এবং সাংখ্যযোগের এই বক্তব্যের জন্য অন্য মুনিঋষিদের সান্নিধ্য পরিহার করে পাতালের নির্জনতা নীরবতাকে তাঁর তপস্যা ও জ্ঞানান্বেষনের স্থান হিসাবে বেছে নেন। সাগরদ্বীপই সেই পাতাল প্রদেশ।

অযোধ্যার রাজা সাগর সূর্যবংশের বিংশতিতম এবং রামচন্দ্রের উর্ধ্বতন একাদশতম রাজা।

শততম যজ্ঞের জন্য মহারাজ সগর তাঁর ষাটহাজার পুত্রকে যজ্ঞাশ্ব রক্ষার্থে নিয়োগ করে যাজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ ক'রে পাতালে মহামুনি কপিলের আশ্রমে রেখে আসেন।

সগর রাজের ষাটহাজার যোদ্ধাপুত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া খুঁজতে খুঁজতে পাতালে প্রবেশ করে এবং বাহ্যজ্ঞানশূন্য ধ্যানমগ্ন কপিলকে অশ্বমেধ ঘোড়াচোর ভেবে তাঁকে অস্ত্রাঘাত করে। আঘাতে মহামুনি কপিলের ধ্যানভঙ্গ হয় এবং হুঙ্কার দিয়ে রোষ করায়িত চক্ষে তাকানোমাত্র সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্ম হয়ে যায়। মহামুনি কপিলের কাছ থেকে পরে জানা যায় যে গঙ্গজলের স্পর্শে ওই ভস্মীভূত ষাট হাজার আত্মার মুক্তি ঘটবে।

এই ষাট হাজার পুত্রের মুক্তিস্থল সাগর সঙ্গম পবিত্র গঙ্গাসাগর তীর্থ হিসাবে প্রসিদ্ধ লাভ করে। এই তীর্থক্ষেত্রে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে বিরাট মেলা বসে। তাতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হতে ৫/৬ লক্ষ তীর্থযাত্রী ও সাধুসন্ত আসেন। কুম্ভমেলার পরই গঙ্গাসাগর মেলার গৌরব রয়েছে।

অতীতে এই মেলায় যাতায়াত অত্যন্ত দুর্গম ছিল। বর্তমানে জাতীয় সরকারের এখন তীর্থযাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৪০ লক্ষ এবং রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টায় তীর্থযাত্রীদের যাতায়াত, থাকা, নিরাপত্তা, চিকিৎসাদি সুবন্দোবস্ত হওয়ায় তীর্থযাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

কলকাতা হতে যাতায়াতের সুবিধার ফলে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ভ্রমণকারী, গবেষক আদি যাতায়াতের ফলে গঙ্গাসাগর এখন নিত্যতীর্থে পরিণত হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলার যাত্রীদের তীর্থকর নিম্নরূপ ছিল ও হয়েছে।

১৮৯৬ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু দুই আনা তীর্থকর ধার্য ছিল
১৯১১ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু চার আনা তীর্থকর ধার্য ছিল
১৯২৫ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু আট আনা তীর্থকর ধার্য ছিল
১৯৫৩ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু এক টাকা তীর্থকর ধার্য ছিল
১৯৬৪ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু রহিত হয়ে যায়
১৯৭৬ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু দুই টাকা তীর্থকর ধার্য ছিল
১৯৮৪ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু পাঁচ টাকা তীর্থকর ধার্য ছিল
১৯৯৯ সালে তীর্থ যাত্রীদের মাথাপিছু পাঁচ টাকা তীর্থকর ধার্য ছিল

গঙ্গাসাগর মেলা ২০২০

সুকান্ত সাহা (মহকুমা শাসক, ডাঃ হারবার): ভারতে কুম্ভমেলার পর দ্বিতীয় বৃহত্তম পরিচিত মেলা- 'গঙ্গাসাগর মেলা' যা পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় সাগরদ্বীপে মকর সংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী পুণ্য অর্জনের জন্য সাগরে পুণ্য স্নান শেষ করে কপিলমুনির মন্দিরে পূজা দেন। কথিত আছে পবিত্র গঙ্গা গঙ্গোত্রীর উৎস থেকে এসে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গম স্থলে মিশেছে।

সাগরদ্বীপ কলকাতা থেকে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পুণ্যার্থীরা বিভিন্ন যানবাহনে গঙ্গাসাগরে পৌঁছান।

রেল : শিয়ালদহ থেকে কাকদ্বীপ/নামখানা হয়ে লঞ্চ যোগে চেমাগুড়ি/বেনুবন, তারপরে বাসে সাগরমেলা।

বাস : আউটরাম ঘাট থেকে লট নম্বর ৮ পরে ভেসেল যোগে মুড়িগঙ্গা নদী পার হয়ে বাসে সাগরমেলা ৩০ কিলোমিটার।

আউটরাম ঘাট থেকে নামখানা হয়ে লঞ্চ যোগে চেমাগুড়ি/বেনুবন, তারপরে বাসে সাগরমেলা।

ভাটার সময় মুড়িগঙ্গা নদীতে জল কম থাকায় ভেসেল চলাচলে অসুবিধা হতে পারে, তাই লট নম্বর ৮-এ যাত্রীদের চাপ বাড়তে পারে। যাত্রী সুবিধার্থে জেলা প্রশাসন আউটরাম ঘাট থেকে সাগরমেলা অবধি ৬টি পয়েন্ট সহ ১০টি বাফার জোন নির্দিষ্ট করেন।

লট নম্বর ৮এর যাত্রীদের চাপ কমানোর জন্য ১০টি বাফার জোনে বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত সাগরগামী বাসগুলিকে সাময়িক হল্ট করানো হয়। যাত্রীদের বিশ্রাম ও স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন জল, আলো, চিকিৎসা, বিপুল সংখ্যক পায়খানা ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখেন। যাত্রীদের সুরক্ষার জন্য পুলিশি ব্যবস্থার সাথে বাফার জোনগুলিতে সিসিটিভি রাখা হয়। এছাড়া যাত্রীদের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকে।

বর্তমান বৎসর জেলা প্রশাসন বিশেষ কতকগুলি যোজনা যুক্ত করেছেন। ০৪-০১-২০২০ তারিখে গঙ্গাসাগর অ্যাপস্ ও ওয়েবসাইট ('অতিথিপথ' ও 'ই-দর্শন') চালু হয়েছে। এই অ্যাপস্ ও ওয়েবসাইটের মাধ্যমে গঙ্গাসাগরের সমস্ত তথ্য সহ স্বাস্থ্য, পরিবহন, ভেসেল ও ট্রেনের সময়সূচি মিলবে। অ্যাপস-এর মাধ্যমে মানুষের কাছে সমস্ত খবর পৌঁছনো যাবে। কোথায় কোথায় কি কি পরিষেবা পাওয়া যাবে, কোন পথ দিয়ে তীর্থযাত্রীদের যেতে হবে, কোথায় কোথায় বাফার জোন, অসুবিধ পড়লে কাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে, জোয়ার ভাটার সময় ইত্যাদি। এই অ্যাপস-এর সাথে সোশ্যাল মিডিয়া যুক্ত থাকায় মেলার সবরকম পরিস্থিতির সাথে তীর্থযাত্রীদের আত্মীয়রাও অবগত হবেন। 'ই-দর্শন' অ্যাপে থেকে সাগরে না এসেও বাড়ি বসে তীর্থযাত্রীরা পুজোর প্রসাদ, গঙ্গাজল ও সিঁদুর সংগ্রহ করতে পারবেন।

জেলা প্রশাসন সাগরতট সহ মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য বিশেষ পরিকল্পনা নিয়েছে। এরজন্য সাগর পঞ্চায়েত সমিতি ও ব্লক অফিস ৫০০ পুরুষ ও মহিলা সাফাই কর্মী নিয়োগ করেছে। সাগরতট সহ মেলা প্রাঙ্গণ প্রায় ২০০০-এরও বেশি ভ্যাট করা হয়েছে। এছাড়াও এই প্রথম নোংরা ও মেলা প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ২৮টি 'ই-রিক্সা'র ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি 'ই-রিক্সা'য় চালকসহ ২ জন সাফাইকর্মী থাকবে। সাগরতট সহ মেলা প্রাঙ্গণে কোথাও নোংরা আবর্জনা পড়ে থাকার খবর পেলে তৎক্ষণাৎ সেখানে পৌঁছে পরিষ্কার করে ফেলবে। জঞ্জাল মজুত করার জন্য ২টি অস্থায়ী কঠিন তরল বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে।

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত
তীর্থযাত্রীদের
সুস্থতা কামনা করি

সৌজন্যে

রামকৃষ্ণ সাধুখাঁ
(বিশিষ্ট সমাজসেবী)
বাহিরকুঞ্জ, নোদাখালী, দঃ ২৪ পরগনা

বিশেষ দায়িত্বে রেডিও ক্লাব

হ্যাম রেডিও ইতিমধ্যেই তার নাম বিস্তার করেছে সারা দেশে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের হ্যাম রেডিও ক্লাবের সদস্যরা তাদের কাজ করে চলেছেন সত্যি সুন্দর ভাবে । হারানোদের ফিরিয়ে দিচ্ছে তাদের পরিবারে। যখন কোনও কিছুই কাজ করেনা শুধু কাজ করে হ্যাম রেডিও তাই গঙ্গাসাগরের এই বিশাল পরিব্যাপ্তিতে তারা তাদের সেবকরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লট-৮, নামখানা, চেমাগুড়ি, কচুবেড়িয়া

এবং মেলা প্রাঙ্গণে। আগে যারা হারিয়ে যেত তাদের বাড়ি ফেরাতে অসুবিধা হতো খুবই কিন্তু এখন হ্যাম রেডিও তা অতি সহজেই করে দেয়। মেলায় অসুস্থ হয়ে পড়লে হ্যাম রেডিওর স্বেচ্ছাসেবকরা তাদেরকে চিকিৎসার জন্য যথাস্থানে পৌঁছে দেয় কারণ এই পাঁচটি এলাকা তাদের হাতের মুঠোয়। কোথায় কি হচ্ছে কখন কি ঘটছে তার খবরাখবর নিয়ে প্রশাসনের কাছে শীঘ্রই পৌঁছে যায় তারা বলতে গেলে আধুনিক গঙ্গাসাগরের শিড়দাঁড়া হয়ে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস তাদের প্রধান বলেন এই কাজ করতে পেরে তারা খুবই খুশি। মানুষকে সাহায্য করা এবং আমাদের রাজ্যের গর্ব এই মেলাটি সুসম্পন্ন করাটাই এক বিশাল পাওনা।

''সব তীর্থ বার বার
গঙ্গাসাগর একবার''

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের
জানাই অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

সৌজন্যে

দিলীপ মণ্ডল
বিধায়ক : বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গঙ্গাসাগর মেলায় আগত সারা দেশের
তীর্থযাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাই

মেলায় আগত সকল তীর্থযাত্রী
সুস্থ ও ভালো থাকুন

সৌজন্যে

দেবাশীষ নস্কর
সভাপতি
সাউথ বাওয়ালী অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস